পঞ্চাঙ্ক

নাটক

চপলা।



শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়,

প্রণীত।



শ্রীললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়

চপলা।

(পঞ্চাঙ্ক নাটক।)

(গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনয়ার্থ।)

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী
হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এল্, এন্, প্রেস—২৪ নং, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

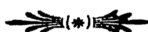
সন ১৩২০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

উৎসর্গ



"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমংতপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

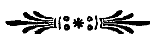
যাঁহার করুণাবলে লভিয়া জনম
দেখিয়াছি শোভাময়ী শ্যামলা মেদিনী;
যাঁহার কৃপায় পুষ্ট পার্থিব এ দেহ;—
লভি জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা,—শিক্ষা নানামত—
সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে করি বিচরণ;
আপনা বঞ্চন করি যেই মহাজন
নানা উপচারে মোরে করিলা পালন—
বসায়ে যতনে সুখ সৌভাগ্য আসনে;
যাঁহার চরণছায়ে স্থাপি আপনারে
সংসার সাগরে ঘোর উর্ম্মিমালা হ'তে
আত্মরক্ষা করিতেছি;—পারেনি স্পর্শিতে
ভীষণ ঝটিকাবেগ—অশান্তি পবন,—
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপ—বিশ্বদগ্ধকারী;—
কল্পনা কুসুম তুলি ক্ষুদ্র এই মালা
গাঁথিয়াছি,—চর্চ্চি তাহা ভকতি চন্দনে,
পরম যতনে আজি দিই পুষ্পাঞ্জলি—
পরম আরাধ্য মম জনক চরণে।

সামান্য হ'লেও এই ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি
হইবে না উপেক্ষিত তাঁ'র কাছে—যিনি
লক্ষ লক্ষ দোষ মম করেছেন ক্ষমা।

শুনিয়াছি মাত্র নাম ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব,—
জানিনা কোথায় সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী!
কিন্তু যা দেখেছি মর্ত্ত্যে প্রত্যক্ষ দেবতা
জনক জননী সম নাহি দেব দেবী।
সেই শিব শক্তি পূজা করি চিরদিন
এ জীবন যেন শূন্যে হয় শেষে লীন॥

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।



পুরুষগণ

ভৈরবাচার্য্য	...	বনমধ্যস্থ কালীমন্দিরের রক্ষক ও পুরোহিত
অমরনাথ	...	ভূতপূর্ব্ব রাজা।
নকুলেশ্বর	...	বর্ত্তমান রাজা (অমরনাথের জ্ঞাতিভ্রাতা)
ইন্দ্রনাথ	...	অমরনাথের পুত্র।
চন্দ্রনাথ	...	ভৈরবাচার্য্যের শিষ্য।
মন্ত্রিদ্বয়।		
ভানুসিংহ	...	নকুলেশ্বরের চর।
মদনাখ্যাপা।		

বন্যসৈন্যগণ, রাজসৈন্যগণ, প্রহরীগণ, নগরবাসীগণ—ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

অপর্ণা	...	...	...	অমরনাথের প্রথমা মহিষী।
সরলা	...	...	...	ঐ দ্বিতীয়া মহিষী।
চপলা	...	...	...	কেরলীর রাজকন্যা।
চাঁপা	...	...	...	চপলার সখী।

সখিগণ, দাসী, ইত্যাদি।

চপলা ।

(পঞ্চাঙ্ক নাটক ।)

প্রথম অঙ্ক ।

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ ।

(নকুলেশ্বরের প্রবেশ ।)

নকুলেশ্বর ।—পিতৃসম জ্যেষ্ঠভ্রাতা পালক আমার,
জ্যেষ্ঠারাণী জননী সমান,
শিশুপুত্র তাহাদের,—অবোধ অজ্ঞান,
আপন উন্নতি হেতু সবারে বধেছি ।
কৃতঘ্নতা, নারীহত্যা, শিশুহত্যা, আর—
অন্নদাতা পালকে সংহার,—
কোন পাপ বাকি আছে মম ?
পাপে যদি শান্তি থাকে,
পাপে যদি অন্তরের তৃপ্তি কা'রো হয়—
হয় না কি হেতু তবে মম সুখোদয় ?
পুরাইতে অন্তরের অতৃপ্ত কামনা—

অসঙ্কোচে করিয়াছি পাপকার্য্য যত ;
কিন্তু একি !
কি হেতু অশান্তিপূর্ণ অন্তর আমার ?
শত শত দাস দাসী, বহু কর্ম্মচারী,—
ইঙ্গিতে সতত মম পালিছে আদেশ ;
সুবর্ণ পেটিকা—
পরিপূর্ণ রত্নধন রাজকোষে সদা—
কিন্তু কই—শান্তি কই অশান্ত অন্তরে ?
অন্তর মাঝারে মম—কে যেন নিয়ত—
ভীমবলে করিছে আঘাত !
থেকে থেকে কেঁপে উঠে প্রাণ !
ছিনু অতি দীন,
জ্ঞাতিভ্রাতা নৃপতির কৃপার ভিখারী ;
সে দিন নাহিক আর,
এখন আমিই রাজা,—আমারই সকাশে
শত শত ব্যক্তি আসি,—শির নত করি—
করযোড়ে কৃপার প্রার্থনা করে।
কিন্তু কই—সুখ কই ?
শান্তি কই রাজভোগে ?
সপত্নী বিদ্বেষবশে কনিষ্ঠা মহিষী,
নাশিতে আপন অরি আমার সহায়ে,
প্রেমার্থিনী হইল আমার,—
কায় মন সমর্পিল মোরে ;—
দুই জনে মিলি

একে একে উদ্ধারিনু সমস্ত কণ্টক।
ভাবিতাম—রাজা হব,—
ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রব বসি,—
বড় সুখী হব,—
মিটিবে প্রাণের যত অতৃপ্ত কামনা।
কিন্তু কই! এ যে তার হ'ল বিপরীত!
দিবানিশি শান্তি নাহি পাই,—
সদা যেন চমকিয়া উঠে প্রাণ!
মনে হয়, কে যেন জেনেছে,
কে যেন বুঝেছে যত গোপনীয় কথা।
কি করি কি করি—
শান্তি কিসে পাই মম অশান্ত অন্তরে!

(সরলার প্রবেশ।)

এস প্রিয়ে! চন্দ্রমা নিন্দিত তব বদন হেরিলে
প্রাণের সকল জ্বালা দূরে যায় চলি।
সরলা। কহ নাথ, জ্বালা কিসে তব?
শত শত দাস দাসী, কত শত প্রজা,—
শির নত করি
শশব্যস্ত সদা তব আদেশ পালিতে।
আমি তব প্রেম আশে
পদসেবা করি নিশি দিন,
অপর্য্যাপ্ত রত্নধন রাজকোষে সদা,
দুর্গ পূর্ণ গজ বাজি পদাতি সকলে,

রাজ্য অধিপতি তুমি, সকলই তোমার,
তবে বল অসুখ কি আছে তব ?

নকুলেশ্বর ।—সব সত্য, কিন্তু প্রিয়ে, না জানি তথাপি
কি কারণ থেকে থেকে কেঁপে উঠে প্রাণ !
অজানিত বিপদের ছায়া
ভীষণ মূরতি ধরি সতত আসিয়া—
অন্তরেতে করে ঘোর ভীতি উৎপাদন ;
কিছুতেই প্রাণে মম শান্তি নাহি পাই ।

সরলা । ছিছি ছিছি ! কেন নাথ, কেন এত ভয় ?
পুরুষ না তুমি ?
তোমার অন্তরে এত আশঙ্কা হইলে—
কি করিব আমি নারী—সহজে দুর্ব্বলা ?

নকুলেশ্বর ।—সরলা, তোমারই বাক্যে, তোমারই কারণে,—
আগু পাছু ভাবি নাই, জ্ঞানশূন্য হয়ে—
অবহেলে ঝাঁপ দিছি পাপের সাগরে ;
কিন্তু সুখ শান্তি নাহি পাই তিলেকের তরে ।
বিপদের উর্ম্মিমালা বেড়েছে চৌদিকে,
খরস্রোতে পড়ি তার অস্থির অন্তর !
ডুবায় কখন, কভু লয়ে যায় দূরে ।
এ কি হ'ল ! এ হ'তে যে অগ্রে ছিনু ভাল,—
ছিনু যবে অন্নদাস কৃপার কাঙ্গালী ;—
তখন অশান্তি এত ছিল না অন্তরে ।
এখন নৃপতি হয়ে বিপরীত হইয়াছে তা'র ;—
নাহি সুখ নিদ্রা জাগরণে—

অজ্ঞানা আতঙ্কে সদা শিহরে অন্তর।

সরলা। আমারে কি হেতু দোষ ?
আমি কি করেছি ?
মজি তব রূপমোহে—
আত্মদান করিয়া তোমায়,
অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ আশে,
দোঁহে মিলি
বধিয়াছি উভয়ের যে ছিল অরাতি ;—
নির্ব্বিবাদে সিংহাসনে বসায়ে তোমায়,
করিতেছি সুখে রাজ্যভোগ।
কেন নাথ, তবু কেন এত ভয় ?

নকুলেশ্বর।—কি জানি,—সকলই বুঝি, তথাপি কেমন
প্রবোধ মানে না মম অস্থির অন্তর।

সরলা। ভয়ের কি আছে হেতু না পারি বুঝিতে।
ভেবে দেখ নাথ,—
সমস্ত কণ্টক তব
একে একে পথ হ'তে দিয়েছি সরায়ে,
এ রাজ্যে অরাতি তব নাহি একজন ;
নাইক অরাতি,—তবে কা'রে এত ভয় ?
তাহে বহুদিন,—প্রায় বিংশতি বৎসর—
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে গত।
বোধ হয় এতদিনে রাজ্যের সকলে
ভুলে গেছে ভূতপূর্ব্ব নৃপতির কথা ;—
তবে আর আশঙ্কা কি হেতু ?

নকুলেশ্বর।—জানি না জানি না প্রিয়ে, বুঝিতে না পারি !
এতদিন ভুলেছিনু সব,—
আবার কি জানি কেন কয়দিন হতে
অন্তরে হয়েছে ঘোর আশঙ্কা উদয় ;—
বুঝিতে না পারি কেন মন স্থির নাহি হয় !
অন্নদাতা পালকেরে করেছি সংহার,—
ধর্ম্মে কি সহিবে এত ?

সরলা। ধর্ম্ম ? ধর্ম্ম ? কারে ধর্ম্ম বল মহারাজ ?
আপনার উন্নতি সাধন,—
তার সম মহাধর্ম্ম কি আছে জগতে ?
ধর্ম্ম কিবা ? ভোগ হেতু এসেছি ধরায়,—
সুখ যাহে পাব তাহা করিব নিশ্চয় ;
পাপ পুণ্য বিচার যে জন করে তায়
অনন্ত দুঃখের বোঝা বহে সে নিয়ত ;
এ জীবনে ধরাতলে সুখ নাহি পায়,—
দুঃখে দুঃখে কেটে যায় দিন !
প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিজ অতৃপ্ত রাখিয়া
নাহি জানি ধর্ম্মপথে কেমনে মানব রহে !

নকুলেশ্বর।—আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুরাবার তরে
করেছিত বহু পাপ,
আশাও মিটেছে, কিন্তু অশান্ত অন্তরে—
নাহি জানি কতদিনে শান্তি পাব পুন।

সরলা।— পাবে শান্তি,—
মনের কুচিন্তা যত দাও দূর করে ;—

আনন্দের স্রোতে অঙ্গ দাও ভাসাইয়া ;
যদি কেহ সে আনন্দে আসে বাধা দিতে
অবিলম্বে ক্রোধানলে ভস্ম কর তা'রে।
ঐশ্বর্য্য পেয়েছ,—এবে ভোগ কর তাহা।
আপাততঃ এস দোঁহে উদ্যানে যাইয়া—
করিগে ভ্রমণ ;
নির্জ্জনে করিগে দুটো প্রেম আলাপন।
(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পার্ব্বত্য প্রদেশ,—কালীমন্দির সম্মুখ

(চপলার প্রবেশ।)

চপলা।—কত দিন,—কত দিন নাহি জানি আর—
এইরূপ দীনবেশে
লুকায়ে রহিতে হ'বে হেথা!
সমগ্র কেরলীবাসী আমার কারণ—
আসিয়াছে এইস্থানে,
মিলিয়াছে সমবেত বন্যসৈন্য সনে।
রণনীতি বিশারদ আচার্য্য ঠাকুর
বহু যত্নে সৈন্যগণে করেন শিক্ষিত ;
এ সবইত শিক্ষা দিতে শত্রুরে আমার

কিন্তু মম ধৈর্য্য আর মানে না অন্তর,
জননীর অশ্রুশিক্ত বদন যখন মনে হয়,
আর যবে মনে পড়ে—
গুপ্তহন্তা করে মম পিতার সংহার,—
রাজ্যময় ঘোর হাহাকার,
অগ্নিকাণ্ড,—অনাথ রোদন,—
দিবানিশি নগরেতে পিশাচ নর্ত্তন,—
অবশেষে পলায়ন জননী সহিত,—
আশ্রয় গ্রহণ হেথা।
কত দিন কত দিন আর—
লুকাইয়া নিজ পরিচয়,
এইরূপ দীনভাবে রহিতে হইবে?
কত দিন পিতৃবৈরী জীবিত রহিবে!
দেখো মাগো জগদ্ধাত্রী, জগত জননী!
বড় আশে এসেছি মা, তোমার আশ্রয়ে,
তনয়ার মুখ রেখো,
কোরো মাতা বাসনা পূরণ।

(কালীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।)

(গাহিতে গাহিতে ইন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

ইন্দ্রনাথ। গীত।

জেনেছি মা নামটী তারা,
দেখা মা তোর রূপটী কেমন।
(আমি) দেখব সুধু হৃদয় ভরে,
বারেক আমায় দে দরশন ॥
শুনেছি মা সবাই বলে,
কালী বলে তুই কালো বলে,
দেখা মা, তুই কেমন কালো
আলো করা তিনটী ভুবন ॥

(ভৈরবাচার্য্যের প্রবেশ।)

মুছে ফেলে মনের কালী,
ছটী রিপু দিয়ে বলি,
হৃদ্‌কমলে রেখে তোরে
পূজবো দুটী রাঙ্গা চরণ ॥

(কথায়) মা! তোরে এত ডাকি তবু একবার আমায় দেখা দিবি না? জন্মান্ধ করেছিলি কি মা, এই জন্য? তোর নাম শুনে মা, দিবানিশি তাই জপ করছি,—কিন্তু কই মা, বাসনা ত পোরে না? একবার চক্ষু দে, একবার তোর ভুবনভরা আলো করা রূপ দেখি, একবার দুটী মহেশবাঞ্ছিত রাঙ্গা পায়ে পড়ে মা মা বলে ডাকি; তারপর,—তারপর মা, যদি ইচ্ছা হয় ত আবার আমার চক্ষু দুটী নিয়ে নিস্,—আবার অন্ধ করে দিস্,—আর চক্ষু চাই না। চক্ষু কেন মা,—যে প্রাণ দিয়েছিস্ ইচ্ছা হয় ত তাও নিস্, তাও আর চাই

না। এ লক্ষ্যহীন অন্ধজীবন আর আমার আবশ্যক নাই,— তোরই ঐ অভয় পায়ে আমার প্রাণবায়ু মিশিয়ে নিস্।— আর কতদূর? নিকটে যদি কেউ থাক আমায় দয়া করে বলে দাও কালীমন্দির আর কত দূর! আমি অন্ধ, দয়া করে আমায় বলে দাও কোন দিকে গেলে ভগবান্ ভৈরবাচার্য্যের কালী মন্দিরে যেতে পারব?

ভৈরবাচার্য্য। (স্বগতঃ) একি! মা জগতজননী, বল মা এ আবার তোর কি খেলা? সরল যুবা, ছুটী চক্ষু অন্ধ, অসহায় অবস্থায় বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—আর মা মা বলে তোর নাম গাইছে! মরি মরি কি রূপ! আহা এমন রূপত কখন দেখিনি! মা— মা, বল মা, এ আবার তোর কি লীলা? আহা কেন এর এমন দুর্গতি? রূপ দেখে কোন রাজকুমার বলেই মনে হয়! অদৃষ্টচক্রে কা'র কখন কি অবস্থা হয় তা কে বল্তে পারে! জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক্। (প্রকাশ্যে) কে তুমি বৎস, অসহায় অবস্থায় এমন বনে বনেই বা কেন বেড়াচ্ছ?

ইন্দ্রনাথ। গীত।

আমি মায়ের ছেলে মা মা বলে
কেঁদে বেড়াই বনে বনে।
(তবু) দেয় না দেখা পাগলী মা মোর,
শোনে না সে পাষাণ কাণে॥
শুনি সে পাষাণের মেয়ে,
বেড়ায় শ্মশানে ধেয়ে,
কাতর হ'য়ে ডাকলে পরে,
বাজে শুনি মায়ের প্রাণে,
নিদয়া সে আমায় শুধু,
কাঁদায় কেবল নিশিদিনে॥

ভৈরবাচার্য্য।—আহা! তুই কে রে? মায়ের কোল আঁধার করে বনে বনে মা মা বলে অভয়াকে ডেকে বেড়াচ্ছিস্? আমি জ্ঞানহীন, মোহবশে আপনাকে বড় ভক্ত বলে মনে করি, তুই আমার সে ভ্রম আজ দূর করে দিলি। কেমন করে মার নাম গাইতে হয়, কেমন করে কাতর হয়ে মাকে ডাকতে হয় তুই আজ আমাকে শেখালি। তুমি কে বাপ, আমাকে পরিচয় দাও, তোমার পিতার নাম কি?

ইন্দ্রনাথ।—আমি কে নিজেই আমি তা জানি না। যেদিন জ্ঞানের উদয় হয়েছিল সেদিন থেকে জানি এক রাজ-পারিষদ আমার পালক। এতদিন জানতাম তিনিই আমার পিতা, কিন্তু এখন জেনেছি যে তা নয়, তিনি আমার পালক মাত্র। কে আমার পিতা কে মাতা এ সকল কিছুই জানিনা; আত্মীয়স্বজন কেউ কোথাও আছেন কি না তাও জানি না। দুটী চক্ষু যেমন জন্মাবধি অন্ধ, এ সকল বিষয়েও আমি তেমনই অন্ধ; এ জন্মে পৃথিবীর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। জন্মাবধি পালন করে হঠাৎ আজ আমার পালক আমাকে তাঁর বাড়ী থেকে পালাতে বল্লেন। কেবল বল্লেন বড় বিপদ, এখানে থাকলে তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারব না। হাতে এই কবচখানি বেঁধে দিয়ে, একজনের সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন,—তিনি আদরে আমার হাত ধরে নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গেই এতদূর এসেছি, এই নিকটেই তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন। বল্লেন নিকটেই ভগবান্ ভৈরবাচার্য্যের কালীমন্দির, সেইখানে গেলেই তুমি আশ্রয়

পাবে। আমার পালক আমাকে মার নাম গান করতে শিখিয়েছেন, তাই নিশিদিন গেয়ে বেড়াই। যাই,—দয়া করে বলে দিন কোন দিকে গেলে কালীমন্দিরে যেতে পারব।

ভৈরবাচার্য্য।—এই সে মন্দির বৎস! আমি সংসারত্যাগী যোগী, এই নির্জ্জনে মায়ের মন্দিরে পড়ে থাকি, আর মার সেবা করি। আমারই নাম ভৈরবাচার্য্য।

ইন্দ্রনাথ।—এই সে মন্দির? বলুন বলুন মা কোথায়? মায়ের প্রতিমা কোথায়? আমি যে অন্ধ,—দয়া করে আমাকে মার কাছে নিয়ে চলুন, দেখতে ত পাইনা,—একবার মহেশবাঞ্ছিত দুখানি রাঙ্গা পা স্পর্শ করে, একবার দুটী পায়ে মাথা লুটিয়ে জীবন সার্থক করি।

ভৈরবাচার্য্য।—স্থির হও, আর কেন এত ব্যগ্র হচ্ছ? এখন মায়ের মন্দিরে থেকে দিবানিশি প্রাণভরে মায়ের পূজা কোরো। এইমাত্র এসেছ, এখনও তোমার শরীর বড় ক্লান্ত; তোমার সম্মুখেই মার প্রতিমা, এখন এইখান হ'তে উদ্দেশে মাকে প্রণাম কর, তারপর একটু ঠাণ্ডা হ'লে মার কাছে নিয়ে যাব তখন যত ইচ্ছা মার পূজা কোরো। দেখছি পীড়ায় তোমার দৃষ্টিশক্তি আবরিত, ঔষধ দিয়ে তোমার চক্ষু আরোগ্য করে দেব, তখন মা কেমন তা দেখতেও পাবে। ব্যস্ত হয়োনা বৎস, মায়ের আশ্রয়ে এসেছ—মায়ের কৃপায় সকল দিকেই তোমার মঙ্গল হবে।



ইন্দ্রনাথ।— গীত।

অভয়ে, দেখ মা চেয়ে
দ্বারে ভিখারী।
আর কিছুত চাই না মা,
তোর চরণ ধূলি ভিক্ষা করি॥
বাসনা কামনাগণে
ডালি দিছি ও চরণে
তরিতে ভবজলধি
দেমা তারা চরণতরি॥

(চপলার প্রবেশ।)

চপলা।— (ভৈরবাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া) প্রভু, প্রণাম চরণে।
কহ দয়াময়, কি হবে উপায়—
কত দিনে বাসনা পুরিবে মম ?
পাপিষ্ঠের খেলা কবে হ'বে অবসান,
কত দিনে তৃপ্ত হ'বে প্রতিহিংসা তৃষা ?
দেখ দেব, পিশাচ বসেছে সিংহাসনে,
বিনাশিয়া ন্যায়বান ধার্ম্মিক সুজনে ;
দিনে দিনে বাড়িতেছে পাপ,
কহ প্রভু, কতদিনে সীমায় হইবে উপনীত !
ধর্ম্মনাশ, নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা আদি
প্রতিদিন কত পাপ হতেছে এ পুরে ;—
নাহি অন্ত দেখ দয়াময়,
পাপিষ্ঠের প্রতাপ বাড়িছে দিনে দিনে।

ভৈরবাচার্য্য।—নিয়তির লিপি বৎসে, না হয় খণ্ডন।
যতদিন নিরূপিত কাল নাহি পুরে

ততদিন অত্যাচার সহিতে হইবে ;
কাল পূর্ণ হ'লে ত্বরা পুরিবে বাসনা।
শুন বৎসে, কার্য্যক্ষেত্র এ জগত,
মনোবৃত্তি বাল্যকালে সবারই সমান ;
সে সময় যেইজন যে দিকে ফিরায় মন—
অনায়াসে ফিরে সেইদিকে,
চরিত্র গঠিত তা'র হয় সে হইতে।
সেই কালে ভাল মন্দ শিক্ষার প্রভাবে
কেহ পাপ করে, ধর্ম্মপথে যায় কেহ,—
বয়ঃ প্রাপ্তে কার্য্য করে পূর্ব্ব শিক্ষা মত ;
কিন্তু কার্য্য সবাকার দেখেন জগতমাতা।
অবশেষে জগতের খেলা সাঙ্গ হ'লে
ফল পায় নিজ কর্ম্ম মত।
রহ স্থির, কাল পূর্ণ হ'বে যবে তা'র,
আপনি পাপের ফল পাইবে দুর্জ্জন।

চপলা। প্রভু, দণ্ড দিতে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে,
রাজহত্যা প্রতিশোধ করিতে প্রদান,
লক্ষ লক্ষ বীর আসি নগরি হইতে—
বন্যসৈন্যরূপে সবে সম্মিলিত হেথা ;—
অসি করে শমনের সহ রণে না হয় বিমুখ।
তবে আর বিলম্ব কি হেতু ?—
রক্ষা কর সবে প্রভু, রাক্ষস হইতে।

ইন্দ্রনাথ। কহ প্রভু, কোন দুরাচার কোথা করে অত্যাচার,—
কলঙ্ক অর্পণ করে দয়াময়ী নামে ?

জননীর রাজ্যে কেবা করে পাপাচার ?
মানব কি ঘৃণিত এমন,
নাহি ডরে লঙ্ঘিতে মায়ের নাম,—
মায়ের সন্তানপরে করে অত্যাচার ?
তবে সুখ কোথা এ সংসারে ?
মানব ত তবে প্রভু, পশুর সমান ;
দেবতা না ডরে, হিংসে পরস্পরে,
দুর্ব্বলে পীড়ন করে সবল যে জন !
ছি ছি ! সুজনের বাসযোগ্য নহে তবে ধরা।

ভৈরবাচার্য্য।—বৎস, ক্রমে ক্রমে বুঝিবে সকল।
শিশু তুমি জ্ঞানে, দেখ নাই ধরণী কেমন,
ক্রমে শিক্ষা পাবে, তখন বুঝিবে—
এ সংসার সুখের আগার ;
দুঃখ পায় আপনার দোষে নর।

(ধীরে ধীরে প্রেতবেশী অমরনাথের প্রবেশ
ও হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক ইন্দ্রনাথকে
আশীর্ব্বাদ করণ।)

অমরনাথ।—রাজার তনয় এ যুবক,
দেখিলে কবচ জ্ঞাত হ'বে পরিচয়।
চাহে পাপী বধিতে যুবারে,
যতনে রাখিলে এই দেবীর মন্দিরে
রহিবে যুবার প্রাণ ;
ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে সবাকার।—
[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

ভৈরবাচার্য্য।—একি! একি মূর্ত্তি!

ভূতপূর্ব্ব নৃপতির মত অবয়ব!

কায়াময় কিম্বা ছায়াময় প্রেত নেহারিনু

বুঝিতে না পারি কিছু।

মৃত যেইজন!

কিরূপে সে ধরাধামে আসিবে আবার?

কি রহস্য না পারি বুঝিতে!

এস সবে, এস বৎস, দেখিব কবচ তব!

(স্বগতঃ) কেবা এ যুবক রূপে রতিপতি সম?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

সরলা ও দাসী।

সরলা।—দূর এ মিথ্যা কথা। কে তোকে এ কথা বললে বল দেখি?

দাসী।—কে আর বলবে গো, আমি নিজের চোখে দেখেছি—আর দেখেই তা'কে চিনে নিয়েছি, সে মুখ কি ভোলা যায় মা? তা'র উপরে আবার সেই কবচখানা হাতে বাঁধা।

সরলা।—কি করে বিশ্বাস করি বল? যে আজ প্রায় কুড়ি বছর

হ'ল মরেছে বলে জানি, এই কুড়ি বছরের মধ্যে যার কোনও খোঁজই পাওয়া যায়নি, আজ কেমন করে বিশ্বাস করি যে সে বেঁচে আছে? কেমন করে বিশ্বাস করি সে বড় হয়েছে? কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছিনা। না না আমার বোধ হচ্চে তোর ভ্রম হয়েছে, হয়ত তা'রই মত অপর কাউকে তুই দেখেছিস।

দাসী।—সত্যি বলছি মা, আমি দেখে এলুম এ সেই, অন্য কেউই নয়, আমার ভুল হয় নি। বড় হ'লেও সে মুখ আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। আমার কথায় বিশ্বাস করে এর যা হয় একটা উপায় শীঘ্র কর, নয়ত সব কথা প্রকাশ হয়ে যাবে। ছোঁড়া যা'র কাছে ছিল, সে বোধ হয় সব জানে; না হ'লে এত যত্ন করে ওকে মানুষ করবে কেন? আর এমন করে এত দিন লুকিয়েই বা রাখবে কেন?

সরলা।—তাইত কি হ'বে? আচ্ছা মহারাজ আসুন তাঁকে বলি, তিনিই এর যাহোক একটা উপায় করবেন। তুই ততক্ষণ যা, আরও সন্ধান নে, সমস্ত খবর জানুবার চেষ্টা কর। যেমন দেখেছিলি অমনই এসে খবর দে যেতে হয়।

দাসী।—যে পোড়া অসুখ মা, আসতে কি পারি? পারলে আর তোমাদের কাযে একদিন দেরি করি? চিরটাকালই ত এই সংসারে খেয়ে মানুষ হলুম।

সরলা।—যা হ'বার হয়েছে, তুই এখন যা, আরও খোঁজ নেবার চেষ্টা দেখ।

[দাসীর প্রস্থান।

সরলা।— (স্বগতঃ) এ কি শুনি এতদিন পরে?
সত্য কি এ ভীষণ বারতা?
আজি বিংশতি বৎসর
নদীজলে যেই শিশু দিছি ভাসাইয়া,—
আজি সে যুবকরূপে রক্ষিত যতনে?
কি রহস্য না পারি বুঝিতে!
আপন কণ্টক সমূলে উচ্ছেদ করিবারে
নারীহত্যা, শিশুহত্যা, করিনু অবাধে;
নিজ সুখ হেতু—পতিবধে না করিনু ভয়!
একি শুনি আজ?
একটী কণ্টক তা'র এখনও রয়েছে?
সেই সপত্নীর পুত্র পালিত যতনে?
সত্য যদি এ বারতা
দেখিব কেমনে যুবা পায় পরিত্রাণ!
অগ্রে বধি যুবার জীবন,
পশ্চাৎ পালকে তা'র করিবে নিধন।
প্রতিহিংসা,—প্রতিহিংসা নারীর হৃদয়ে!
প্রলয়ের কালবহ্নি সম
লক লকি লেলিহান রসনা বিস্তারি
দহিবে অরাতি যত আছে;
দেখি কেবা পায় পরিত্রাণ!

(নকুলেশ্বরের প্রবেশ।)

নকুলেশ্বর।—কি রঙ্গে রঙ্গিনী হেথা একাকী বসিয়া?

সরলা। রাখ তব কৌতুকের ছটা,—

শুনেছ কি ভীষণ বারতা ?
শুনিয়া আতঙ্কে মম কম্পিত অন্তর।
সপত্নী তনয় মম,—
শিশুকালে নদীজলে ফেলিলে যাহারে,
যুবারূপে রক্ষিত সে রাজার কুমার ;
যতনে পালিত এই রাজ্যমধ্যে তব।

নকুলেশ্বর।—মিথ্যা কথা !
স্বচক্ষে দেখেছি যা'রে ভাসাইয়া দিতে,
ক্ষুদ্রশিশু জড় প্রায়,
কেমনে সে পা'বে পরিত্রাণ ?
কে শুনালে অদ্ভুত বারতা ?
ত্যজ ভয়,—ত্যজ দুর্ভাবনা,—
অসম্ভব এ কথায় কোরোনা প্রত্যয়।
কোথা শিশু ? মৃতদেহ দূরে তা'র গিয়াছে ভাসিয়া,
কিম্বা সে নদীর স্নিগ্ধ জলে
বিনা বিঘ্নে ছিল শুয়ে দুই এক দিন,
জলচরগণ পরে পাইলে সন্ধান,
মহানন্দে সেই দেহ ফেলেছে খাইয়া।

সরলা। শুন প্রভু, বচন আমার অবহেলা নাহি কর।
স্বচক্ষে দেখেছে দাসী মম,
মিথ্যা কভু নহে এ সংবাদ।
জনেক অমাত্য তব রাখিয়াছে তা'রে,
গোপনে পালন সেই করেছে কুমারে।
সেই মুখ, সেই অবয়ব,

সেই দুটী মুদিত নয়ন,
হস্তে সে কবচ বাঁধা,—
দাঁড়ায়ে কহিছে কথা সন্ন্যাসীর সনে।
কর প্রভু, বিহিত সত্বর,
লহ তত্ত্ব,—কেবা সে রক্ষক,
কেমনে সে পাইল শিশুরে।
বিশ্বাস আমার,—
রক্ষকের অবিদিত নহে গুপ্তকথা,
তা হলেই শত্রু সে তোমার,—
সুযোগ পাইলে, প্রকাশ করিবে সমুদয়।

নকুলেশ্বর।—শুনি কথা শিহরে অন্তর!
সত্য কি এ অদ্ভুত বারতা?
অথবা অলীক ভয়ে হইয়া কাতর
কহিতেছ প্রলাপ বচন?
না না নিশ্চয় এ মিথ্যাকথা,
হেরিল সঙ্গিনী তব অপর কাহাকে,—
অন্ধ দুটী আঁখি হস্তেতে কবচ বাঁধা,
সপত্নী তনয় তব নহে সে নিশ্চয়।
ত্যজ ভয়,—ত্যজ এ ভাবনা,
নদীজলে শিশুদেহ গিয়াছে ভাসিয়া,
অস্তিত্ব নাহিক তা'র।
হাস প্রিয়ে, সুমধুর হাসি,—
প্রেমের স্বপনে ডুবে যাক ভয় ও ভাবনা।

সরলা। ত্যজ রসিকতা,

কাঁপে প্রাণ শুনি বিবরণ!
মিথ্যা কভু নয়, সত্য সুনিশ্চয়,
সন্দেহ হতেছে সেই ধাত্রীর বচনে।
তোমা'সবে উপরে রাখিয়া,—
নামিল সে যবে জলে ফেলিতে শিশুরে,
বোধহয় তীরে তা'রে এসেছিল ত্যজি।
আতঙ্কে শিহরে মম প্রাণ,
কর প্রভু, বিহিত সত্বর,
নহে সুনিশ্চিত অনর্থ ঘটিবে অতিশয়।
সে দিন অলীক ভয়ে হইলে কম্পিত—
প্রবোধ দিয়েছি আমি তোমারে রাজন,
তিলমাত্র ভয় মম ছিল কি বদনে?
সত্য আজ সমাগত বিপদের দিন,
সতর্ক না হ'লে বড় বিপদ ঘটিবে।

নকুলেশ্বর।—হেরিয়াছ দুঃস্বপন,
বিকৃত মস্তিষ্ক তব সেই সে কারণ।
এস মম পাশে,
হৃদয়ে রাখিয়া তব চুমিলে বদন
ঘুচিবে সকল ব্যথা,—বুঝিবে এখনই
মিথ্যাকথা দিল ব্যথা সরল অন্তরে।

সরলা।— নাহি জানি কত সুরা করিয়াছ পান!
হারায়েছ হিতাহিত জ্ঞান,—
শিয়রে শমন, তাই না দেখ চাহিয়া।
বুঝিছ না হইলে প্রকাশ—

ঐশ্বর্য্য সম্পদ সব যাইবে ভাসিয়া,
ঘাতকের করে শেষে প্রাণ দিতে হ'বে!
কামন্ধ তৃপ্তির তরে যাহারে চাহিয়া
বিনাশিনু পতিরে আপন,
যা'র তরে অমূল্য সতীত্ব রত্নে দিনু জলাঞ্জলি,—
সেও আজ হইল অপর?
সংসারে কি সুখ তবে আর?

নকুলেশ্বর।—কহ মোরে কেমনে প্রত্যয় করি?
সত্য যদি এ বারতা,
নিশ্চয় অনর্থ অতি ঘটিবে সত্বর।
কে আছরে,—ভানুসিংহে দেহ সমাচার!
ভানুসিংহে গোপনেতে পাঠাব নগরে,
করিতে সন্ধান—
কেবা সভাসদ তা'রে যতনে পালিল,
জানে কি না জানে সেই রাজার কুমারে,—
কতদূর গুপ্ততত্ত্ব জানে সেইজন।

(ভানুসিংহের প্রবেশ।)

ভানুসিংহ।—কি অনুমতি হয় মহারাজ?

নকুলেশ্বর।—আজ প্রায় কুড়ি বৎসর হ'ল যখন তুমি আমার রাজ্যলাভে সহায় হয়েছিলে তখন যে সকল শত্রু বিনাশ করেছিলাম শুনলাম তা'র মধ্যে এক শত্রু এখনও জীবিত রয়েছে আমারই একজন সভাসদ না কি এই নগরের মধ্যেই যত্নে রেখে তা'কে লালন পালন করেছে। তুমি যাও, গোপনে

সন্ধান নাওগে, দেখ তা'কে কোথায় রেখেছে। কে সে বুঝতে পেরেছ? মহারাজ অমরনাথের পুত্র। যেখানে তা'কে পাবে,—যে অবস্থায় তা'কে পাবে,—তখনই বধ করবে, কিম্বা বন্দী করে এখানে নিয়ে আসবে। এ কাজ শীঘ্র হওয়া চাই। কাজ শেষ হ'লে তোমার পুরস্কার সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা, যাও বিলম্ব করোনা।

ভানুসিংহ।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

(প্রস্থান।)

নকুলেশ্বর।—দেখ এখন কি হয়। চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

মদনাখ্যাপা ও নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম নাগরিক।—আচ্ছা মদনখুড়ো, বলতে পার বাবা আমাদের এ কষ্ট আর কতদিনে দূর হবে।

মদন।—কষ্ট কি র‍্যা পাগলা, কষ্ট কি? রাজার মন খুসি করছিস ত? বাস্ তা হলেই তোদের অক্ষয় স্বর্গ,—যা।

২য় নাগরিক।—না বাবা, এতে যদি অক্ষয় স্বর্গ হয় ত তেমন স্বর্গ আমার দরকার নেই। পেটে খেতে পাই না,—ছেলেপুলেগুলো না খেতে পেয়ে সব আধমরা হয়ে রয়েছে। তুমি খেতে পাও আর না পাও রাজার দরকার

হলেই দিতে হবে—ঘরের ঘটিবাটী বেচেও দিতে হবে। তুমি যাই বল খুড়ো,—আমিত বাবা আর এখানে থাকছি না আর দিন কতক দেখে এখান থেকে সরে পড়ছি।

মদন।—সরবি কি রে পাগলা সরবি কি? সরতে কি পারিস বাপ, তা কখনই পারিস না। আটে কাটে বেঁধেছে রে বাবা, আটে কাটে বেঁধেছে,—বাঁধন ছিঁড়তে পারিস তবেত সরবি? তা পারবিনে রে বাপ, তা পারবিনে; দুনিয়ার এ বাঁধন বড় শক্ত বাঁধন।

১ম নাগরিক।—সত্যি খুড়ো, সেই যে গরীবের মা বাপ মহারাজ অমরনাথ মারা গেলেন সেই পর্য্যন্ত রাজলক্ষ্মীও এ রাজ্য ছেড়ে গিয়ে কোন বনে যে বাস করেছেন তা বলতে পারি না, আর সেই অবধি যেন আমাদেরও কপাল ভেঙ্গেছে।

মদন।—রোসো বাবা, রোসো, অত ব্যস্ত হয়ো না। এখনও হয়েছে কি বাপ, এরই মধ্যে অমন করলে চলবে কেন? এখনও যে ঢের বাকি এই ত সবে আরম্ভ হয়েছে।

২য় নাগরিক।—সে কি খুড়ো, এখনও বাকি কি? এর চেয়ে কষ্ট কি আর মানুষে সইতে পারে? তা হলে যে সব মরে যাবে। এ্যাঁ সে কি?

মদন।—ওরে বাবা, সি কি নয়—অর্দ্ধেকও নয়—একেবারে আস্ত একটী কালসাপ রাজার সিংহাসনে গিয়ে বসেছে। দেখতে পেলি না—রাজা খেলে,—রাণী খেলে,—রাজকুমারও খেলে। দেখছিস কি—কেউ বাদ যাবে না রে বাপ্ কেউ বাদ যাবে না! তবে একেবারে না খেয়ে রয়ে বসে একটা একটা করে ধরছে।

১ম নাগরিক।—বড় মিথ্যা বলনি খুড়ো, গতিক তাই বটে।

মদন।—ওরে বাবা, গতিক না হ'লে আর মদনাখ্যাপা এত কথা বলে? এই দুনিয়াদারির অনেক খেলা দেখে শুনে তবে খ্যাপা হয়েছি রে বাপ্।

২য় নাগরিক।—কে তোমাকে খ্যাপা বলে খুড়ো? তোমার মত জ্ঞানী লোক ত আর আমি দেখতে পাই না।

মদন।—না বাবা, ক্ষমা দাও, ও জ্ঞানী ট্যানীতে আর কাযনেই আমি খ্যাপা আছি বেশ আছি; জ্ঞানী হওয়ার বড় গোল রে বাপ্, বড় গোল। আজ যদি আমি জ্ঞানী হয়ে বসি,—কাল সকালে রাজপুরুষেরা এসে অশেষ রকম বায়না যুড়ে দেবেন; তখন খুড়োর প্রাণ বাঁচান ভার হবে বাপ্! তারপর যাঁরা বড় তাঁরা মধ্যে মধ্যে নজরটা আশটা না পেলে হপ্তায় হপ্তায় কারাগারে পাঠাবেন,—আর ঝোল ভাত খাওয়াবেন। আর যাঁরা ছোট খাটো রাজপুরুষ তাঁরা মধ্যে মধ্যে বকসিস্ টকসিস্ না পেলে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে দিনে দুপর করে ফাঁসী দেবার কি মুণ্ডচ্ছেদ করবার ব্যবস্থা করবেন। তা কায কি অত হাঙ্গামে বাপ্? বেশ আছি, পাগল ছাগল মানুষ,—আপন মনে হেসে খেলে নেচে গেয়ে বেড়াই, কোনও হাঙ্গামের দিকে যাইনা। আর পাগল বলে রাজপুরুষদের শুভ-দৃষ্টিও আমার উপর পড়ে না।

১ম নাগরিক। ঠিক বলেছ খুড়ো, বড় কর্ত্তাদের চেয়ে ছোট কর্ত্তাদের চোখ রাঙ্গানীর চোটটা কিছু বেশী;—তাতে গরীবদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়ে পড়ে।

মদন। তাই ত বলছি বাপ, রোসো, এখনও কিছু হয় নি, এখন ত ঢের বাকি। রোসো,—এখনও দিনের বেলায় লোকের বাড়ী ডাকাতি আরম্ভ হয় নি ত? দিন দুপুরে লোকের ঘরের মটকাতে আগুণ লাগিয়ে দিয়ে তামাসা দেখে না ত? তবে আর হয়েছে কি বল বাপ্?

২য় নাগরিক। ওরে বাবা এ সবও হবে নাকি?

মদন। হবে না ত কি অমনি নাকি? দুনিয়াটা বড় বিষম জায়গা রে বাপ, বড় বিষম জায়গা? তুমি যদি কাউকে বল বাবা, সে অমনি তোমাকে বল্‌বে চোপরও শালা! এ দুনিয়া খানার গতিকই হচ্ছে এই, বুঝলে বাপ্?

১ম নাগরিক। খুড়ো যা বলে তার একটী বর্ণও মিথ্যা নয়।

মদন। বাবা, এই স্পষ্ট কথা বলেই ত খ্যাপা খেতাব পেয়েছি যদি তুমি সত্যি কথা বল, তোমার অনেক দোষ লোকে ধরবে, তোমায় খ্যাপা বলবে, মূর্খ বলবে,—আরও কত কি বলবে। আর যদি কথায় কথায় মিথ্যা কথা বল, যদি কথায় কথায় লোকের সঙ্গে প্রবঞ্চণা কর,—তা হলেই তুমি খুব ভাল লোক বড় বুদ্ধিমান, ভারি জ্ঞানী। বুঝেছ বাপ, এ দুনিয়াদারির গতিকই হচ্ছে এই।

১ম নাগরিক। যা বলেছ খুড়ো, এ দুনিয়ার সাঁচ্চার কদর মোটেই নেই।

মদন। এই দ্যাথ্ না বাপ্ তোদের রাজা নকুলেশ্বরের অসাধ্য কায কি আছে বল? খুন দাগাবাজি, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি, ঘর জ্বালান ও সব কর্‌তে পারে। যথার্থ বল্‌তে কি নকুলে-

শ্বরটী তোমাদের যমরাজার একটী বড় বুদ্ধিমান প্রধান চেলা, তারে কিছু বাধে নারে বাবা, কিছু বাধে না। কিন্তু দেখ— এত করেও তার দপদপানি একটু কমছে? লোকের কাছে সেই ত বড়? আন্তরিক না বলুক অন্ততঃ মুখে ত তোদের দেশের লোকে তাকে বড় বলে ত?

২য় নাগরিক।—খুড়ো, চুপ কর বাবা, চুপ কর। এই সমস্ত গাছগুলোরও কাণ আছে। কে কোথা থেকে শুন্‌তে পাবে, —কৃপা করে রাজপুরুষদের কাণে গিয়ে সেটুকু উগ্‌রে দেবে, আর অমনি প্রাণপাখীটী দেহ ছেড়ে পালাই পালাই করতে থাকবে। কায কি বাবা কথায়, গরীব মানুষ, আমাদের রাজা-রাজড়ার খবরে দরকার কি বাবা?

মদন।—বড় বালাই রে বাপ্, বড় বালাই! এসব কথা পেটে থাকলে পেটটা যেন গুলুতে থাকে, আর পেট থেকে না বেরুলে সোয়াস্তি পাওয়া যায় না,—আবার বেরুলেই অমনি,— ঐ যা বল্‌লি,—প্রাণপাখীটা পালাই পালাই করে। তার চেয়ে কিছু না জানাই ভাল। ওরে বাপ্, বুড়ো রাজা অমরনাথটা কে জানে কেন এই খ্যাপাটাকে বড় ভালবাস্‌ত। আদর করে রাজবাড়ীতে এনে রাখলে, খ্যাপার সেই কাল হ'ল। যা কিছু হ'তে লাগল—খ্যাপা সব দেখলে, সব জানতে পারলে। এখন না পারে হজম করতে—না পারে ওগ্‌রাতে বড় দায় রে বাপ্, বড় দায়।

(ভানুসিংহের প্রবেশ)

ভানুসিংহ।—এখানে দাঁড়িয়ে তোমরা কি বলাবলি করছ? জান

মহারাজ নকুলেশ্বরের নামে কোনও কথা বললে তোমাদের যমের বাড়ী যেতে হ'বে ?

মদন।—আমরা সেখানে গিয়ে আর কি করব বল বাপ্ ? আমরা ত সে জায়গায় বড় একটা কল্‌কে পাব না। তোমরা যাও, আগে সেখানকার বড় বড় পদগুলি নাওগে,—তারপর আবার তোমরাই এসে আমাদের নিয়ে যাবে,—তা না হলে আগে আমরা গেলে আমাদের দেখবেই বা কে বল ? তারপর তোমরা থাকতে আমরা আগে গিয়ে বসে থাকব সেটা কি বড় ভাল দেখাবে ?

ভানুসিংহ।—দেখ পাগল, এ তোমার পাগলামী করবার জায়গা নয়। ফের যদি তুমি যেখানে সেখানে আমাদের নামে—কি মহারাজের নামে অমন যা তা বলে বেড়াবে ত রাজাকে বলে তোমায় কারারুদ্ধ করিয়ে দেব।

মদন।—কারারুদ্ধটা আর বাকি রাখছ কেন ধন ? হাতে পায়ে লোহার শেকল পরিয়ে না হয় নিয়ে চল,—খ্যাপার পক্ষে সেটা একটু নূতন রকম হ'বে বটে।

ভানুসিংহ।—সাবধান ! আমি তোমাদের ভালর জন্যই মানা করছি ; ও রকম কথা আর বোলো না।

[ভানুসিংহের প্রস্থান।

মদন।—ত্যাখ বাবা, দুনিয়ার খেলাটা একবার দেখ। কোথায় ঘাপ্‌টী মেরে আমাদের কথা শুনছিল,—সব শুনে অমনি "বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে"। যণ্ডা উনি, আর বেশি কথা বলতে গেলে হয় ত কি করতে কি করে ফেল্‌তেন তায় আর কায কি ? এই পর্য্যন্তই ভাল।

মদন। গীত।

(এ) দুনিয়াদারীর দারুণ চাকে
খাওয়ায় ভাই ঘুরপাক।
(হেথা) বিষম ল্যাঠা সবাই ঠ্যাঁটা
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে করে খাক্।
এর মাঝে কেউ হ'লে বোকা,
পদে পদে খায় সে ধোঁকা;
সেয়ান যেজন বড্ড রোখা
হাঁকের চোটে গগণ ফাঁক।
যদি নাম নিতে চা'স বড় হয়ে
ভালমানুষি থুয়ে রাখ।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:॰:—

কাননমধ্যস্থ কুটীর।

অমরনাথ ও অর্পণা।

অমরনাথ।—হায় দেবী!
ভাল মন্দ না করি বিচার,
পুষেছিনু কালসর্প হৃদয়ে রাখিয়া;
আপন স্বভাববশে সুযোগ পাইয়া,
হৃদয়ে সে করেছে দংশন,—

ঢালিয়াছে তীব্রবিষ যত ছিল তা'র ;—
সে গরলে জীবন সংশয় ।
বড় আত্মজন বলি—আনি নিজগৃহে,
যতনে যাহারে আমি করিনু পালন,
সুযোগ পাইয়া সেই শিশুপুত্রে মোর
মৃত বলি দিল ফেলি নদীর সলিলে ।
হায়, এতদিন তা'র পাইনি সন্ধান,—
বিধাতার কৃপাবলে, বিংশবর্ষ পরে
পেয়েছি খুঁজিয়া মম বংশের দুলালে ।
ছি ছি ছি ছি ! পাপের নাহিক সীমা তার ;
রাজরাণী, অচেতন করিয়া তোমারে,—
ফেলে দিল কানন মাঝারে ;
জানাইল প্রজাগণে,—
প্রসবিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছ রাণী ।
নাজানি সপত্নীদ্বেষ এত ভয়ঙ্কর !
আপন সতীত্বরত্নে দিল জলাঞ্জলি,
নারীবধে—শিশুবধে না করিল ভয়,—
অবশেষে দিল বিষ মম খাদ্যসনে ।
বিষে অবসন্ন মোরে গতপ্রাণ ভাবি,—
দিল ফেলি পর্ব্বতের পাশে ।
বোধ হয় ভেবেছিল—শিবাগণ আসি
রজনীতে দেহ মোর যাইবে খাইয়া ;—
তোমার আমার দেহ সেই সে কারণে
করে নাই ভস্মসাৎ চিতার অনলে ।

পর্ব্বতের পাশে শুয়ে যখন আমার
হ'ল পুন জ্ঞানের সঞ্চার,—
মেলিয়া নয়ন দেখিনু কাননে আমি।
স্মৃতিপথে কিছু না আইল—
না পারিনু বুঝিতে বারতা।
বিষে অবসন্ন দেহ ঘূর্ণিত মস্তক,—
দেহভার বহিবারে নহিনু সক্ষম,
ভূতলে পড়িনু পুনর্ব্বার।
কি জানি কি মাদকতা আসিল আবার
পুনর্ব্বার হারানু চেতনা।
আবার যখন জ্ঞান আসিল ফিরিয়া,—
দেখিলাম ঊষাসতী মেলিয়া নয়ন
চাহিছেন ধরা পানে ;
সুস্নিগ্ধ সমীর বহিতেছে মৃদু মৃদু,
পূরব গগণে
উঠিছেন সূর্য্যদেব বৃক্ষপার্শ্ব হ'তে।
চাহিনু ত্যজিতে ধরাসন,
সুগম্ভীর স্বরে—
কহিল জনেক মোরে রহিবারে স্থির ;
দেখিলাম—হীন জন,—কানন নিবাসী-
সুশ্রুষা করিছে মম প্রাণরক্ষা হেতু।
ঘৃণা হল মনে,—
ভাবিলাম কি ভীষণ নগরে মানব !
সভ্যতার রম্য আবরণে

আবরিত কি ভীষণ পাপ!
সুন্দর কুসুমে যথা কীটের বসতি।

অপর্ণা।— হায় নাথ, কতই সয়েছ পড়ি পাপিষ্ঠের ছলে

অমরনাথ।—লয়ে গেল সাথে মোরে রক্ষক আমার,
রহিলাম কাননে কাননবাসী সনে।
তখন ভাবিয়াছিনু—
কেহ নাই আমার আপন।
তোমাহারা পুত্রহারা অসার জীবনে
বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না,
ভেবেছিনু,—ফিরিব না সংসারেতে আর,
রাজ্যধন ছার,—
দেবতার কাযে তনু করিব নিয়োগ।
এবে মায়ের কৃপায়
তোমারে পেয়েছি ফিরে,
নন্দনের পেয়েছি সন্ধান।
অগণণ বন্যসৈন্য মায়ের মন্দিরে
সন্মিলিত কুমারের রাজ্যোদ্ধার হেতু।
প্রাণের বৈরাগ্য ত্যজি এখন আবার
দুষ্টের দমন কার্য্যে হ'ব অগ্রসর,—
কুমারে বসায়ে নিজ সিংহাসনোপরে,
বানপ্রস্থ দুইজনে করিব গ্রহণ।

অপর্ণা।— প্রভু, কহিলে আপনি—
কেবা কন্যা রূপে লক্ষ্মী,—গুণে সরস্বতী,—
সহচরীসহ রহে দেবীর মন্দিরে?

কেবা সে সুন্দরী নাথ,—কাহার তনয়া ?

অমরনাথ।—জান তুমি রাজরাণী,
কেরলীর অধিপতি সুহৃদ্ আমার!
দুষ্ট নকুলেশ্বর—মন্ত্রীসহ তা'র
না জানি কি কৈল কুমন্ত্রণা;
গুপ্তহন্তা দিয়ে মোর বন্ধুরে নাশিল,
করগত করে নিল রাজত্ব তাহার।
প্রাণভয়ে রাজরাণী শিশুকন্যা ল'য়ে
পলা'য়ে আশ্রয় নিল দেবীর মন্দিরে,—
সহচরী ধাত্রীকন্যা আসিয়াছে সাথে।
কেরলীনিবাসী বহু মিলিয়াছে আসি
বন্যসৈন্য সনে হেথা;—
প্রাণ দিবে জনে জনে রাজকন্যা হেতু।

অপর্ণা।— বিলম্ব কি হেতু তবে দুষ্টের দমনে ?
শুন প্রভু,
এতদিন ছিলনাক আশা,—
জানিতাম,—পুত্র মম নাই এ সংসারে;—
এখন জেনেছি যবে আছে সে আমার,—
ধৈর্য্য আর ধরেনাক মায়ের অন্তর,
উচাটন প্রাণ একবার দেখিতে তাহারে।

অমরনাথ।—স্থির হও রাণি,—অত হ'য়োনা উতালা।
এখনও জানুক সবে মৃত তুমি আমি,
এ ভাবে গোপনে বহু কার্য্য আছে মম।
তারপর শুন প্রিয়ে, বিলম্বের হেতু,—

প্রথমতঃ সুশিক্ষিত রাজঅনিকিনি,
বঙ্গসৈন্য শিক্ষাপূর্ণ হয় নাই আজও ;
না হলে শিক্ষিত—তা'রা হ'বে পরাজিত,
পূর্ণ হবে রণশিক্ষা অল্পদিনে আর।
তারপর জান তুমি, কুমার আমার—
জন্ম অন্ধ আমাদের অদৃষ্টের দোষে,—
যতনে আচার্য্য তা'রে দেছেন ঔষধি,—
সাধুর চিকিৎসাগুণে
লব্ধদৃষ্টি হইলে কুমার,
বঙ্গসৈন্য আক্রমণ করিবে নগরী।
রহ স্থির অল্পদিন আর ;
অচীরে হেরিবে রাণী, তনয়ের মুখ।

অপর্ণা।— কহ নাথ, কি হেতু নগরে যাও হেন বেশ ধরি ?

অমরনাথ।—শুন রাণি, কি হেতু এ ছদ্মবেশ।
জানে সবে মৃত বলি মোরে,—
নীরব নিশিথে কোথা জনশূন্য স্থানে
হেরিলে আমারে এই ভয়ঙ্করবেশে,—
শিহরিবে পাপীর অন্তর ;
প্রেতমূর্ত্তি ভাবি,—বিবেকের তাড়নায়—
আতঙ্কে সে গুপ্ততত্ত্ব ফেলিবে প্রকাশি।
এই বেশে দিব দেখা পাপী পাপিনীরে,
দেখিব কি বলে তারা !
হের দেবী, দিনদেব অস্তাচলগামী—
আছে কার্য্য,—যাইব নগরে। (উভয়ের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

কালীমন্দিরের সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ।

শিলাপরে ইন্দ্রনাথ উপবিষ্ট।

ইন্দ্রনাথ।— গীত।

হরহৃদি সরোবরে রাঙ্গা কমল পা দুখানি।
নূপুর ভ্রমরা তাহে করে গুন গুন ধ্বনি॥
জিনি রাম রম্ভা তরু,
মরি জঘন সুচারু,
কেশরী জিনিয়া মাঝা বেড়া নরকর শ্রেণী॥
গলে নরশিরহার,
যুগ্মস্তনে ক্ষীরধার,
সঞ্জিবনী ক্ষীর পানে ধরা মাতুয়ারা,—
অসি ধরা এক করে,
বরাভয় দেয় নরে,
অভয়া, বদনে সদা মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি॥

(কথায়) ওই ছায়া,—ওই আলো,—ওই বুঝি তরু!
নাহি জানি লব্ধদৃষ্টি নর কিরূপ দেখে এ ধরা!
কিবা রক্ত—কিবা পীত—কিবা কৃষ্ণ শ্বেত,—
সুনিশ্চিত এ ধরণী শোভার আগার!
কিবা আলো কিবা অন্ধকার,—
এতদিন নাহি ছিল জ্ঞান।

আচার্য্যের ঔষধের গুনে
চির অন্ধ এইবার লভিবে নয়ন।
অন্তরেতে নিত্য নব আশা হয় মম ;—
হেরিব হৃদয় ভরি কিরূপ এ ধরা,
বৃক্ষ, লতা, ফল, পুষ্প, নদী, উপবন,
দেখিব মনের সাধে।
জুড়াব হৃদয় দেখি আপন নয়নে,
কিরূপে জগতমাতা স্থজিলা জগত।
শুনিয়াছি রূপ দেখি মানব উন্মাদ হয়,—
দেখিব মানবগণে কত রূপ ধরে
আর যেবা স্থজিলা তা'সবে
কতই বা রূপ তা'র !
অন্ধের জীবন,—চির অন্ধকারময়,—
কে জানিত হ'বে তাহে এ পরিবর্ত্তন ?
এতদিন নাহি ছিল আশা—না ছিল নিরাশা-
শান্তিময় ভাবে মম বয়ে গেছে দিন।
অকস্মাৎ বহি এক ভীষণ ঝটিকা,
শান্তিময় প্রাণে সব উলটিয়া দিল,—
বাধাইয়া দিল প্রাণে বড়ই জঞ্জাল।
কভু আশা,—কখন নিরাশা,—
শান্তি কভু,—কভু বা উদ্বেগ,—
নানারূপে বহে নানা স্রোত ;—
দুর্ব্বল হৃদয় মম ভেসে যায় তাহে ;
এই হেতু বিষপূর্ণ মানব অন্তর।

(দূরে ভানুসিংহের প্রবেশ।)

ভানুসিংহ।—(স্বগতঃ) এই যে বাপধন বসে আছেন! বলি ভাবছ কি যাদু? এইবার তোমার ভাবনার খতম্ করে দিচ্ছি। বাবা, রাজপুত্তুর হওয়া অমনি নয়! হ'তে পারতে আমাদের রাজার পুত্তুর, তা'হলে রক্ষা পেতে। কেমন সন্ধান করে করে এসে ধরেছি? উঃ কোষাধ্যক্ষ ব্যাটা কি ধড়িবাজ! ঝাঁ করে অমনি নগর থেকে সরিয়ে দিয়েছে। মহারাজ খবর পেয়েছেন এ কথা ব্যাটা কেমন করে জানতে পারলে? ছোঁড়াটাকে আগে সরিয়ে দিয়ে, দুদিনের ভেতর নিজেও সপরিবারে গা ঢাকা! যাক না কোথায় যা'বে, ভানুসিংহ ঠিক তা'কে খুঁজে বা'র করবে অখন,—তখন দেখা যাবে কে তা'কে রক্ষা করে! ভাগ্যি বুড়ো দাসী মাগী কি একটা কাযে সহরে আট্‌কে ছিল তাইত বেটীকে ধরে নেগে—ভয় দেখিয়ে—আগাগোড়া সব সন্ধান পেলুম;—ঠিক জানতে পারলুম যে এই ছোঁড়াই বড়রাণীর সেই ছেলে। বাপধন! ভানুসিংহকে তোমার বাপ অনেক কষ্ট দিয়েছে, তার সোধ ত তোমার উপর দিয়েই তুলতে হ'বে। তোমার বাপের কাছে যাবার এখনও আমার সময় হয়নি ত—যে তা'র ওপর সোধ তুলব? অপরাধ কি?—না ডাকাতি করেছি। ওরে ব্যাটা, সেটা কি কেবল আমারই দোষ? তুই কি ডাকাত নোস্? তা বাপু, তুই না হয় রাজা ডাকাত,—ডাকাতি করে লোকের রাজত্বটা আস্‌টা কেড়ে নিস,—আর আমি না হয় হ্যাংলা ডাকাত,—

ক্যাংলাপনা করে পাঁচ গেরস্থর ঘটিটা বাটীটা এটা ওটা কেড়ে নিয়ে নিজের পেট চালাই; তোতে আমাতে এই ত তফাৎ! আচ্ছা বাবা, সেই সোধ এইবার তুলছি রোসো। যে রাজা হাতে পেয়েছি আর ভাবনা কি? এখন যা খুসি তাই কর, প্রাণ ভরে ডাকাতি কর, লুট কর, লোকের ঘর জ্বালিয়ে দাও,—কেউ একটা কথাও বলবে না।

ইন্দ্রনাথ।—(ভানুসিংহের পদশব্দ শুনিয়া) কে ও? চন্দ্রনাথ? এস ভাই, চল,—বড় বিলম্ব হয়েছে,—আমার প্রাণ কেমন করছে,—কেমন যেন ভয় করছে,—চল মন্দিরে ফিরে যাই।

ভানুসিংহ।—(স্বগতঃ) ইস্, ভয় করছে! যাদুর আমার ভয় করছে! মন্দিরে যাবেন! একেবারে যে শ্রীমন্দিরে যেতে হ'বে তা ত জানেন না! (প্রকাশ্যে) আমি তোমার চন্দ্রনাথও নই আর নক্ষত্রনাথও নই,—আমি সাক্ষাৎ শমনচন্দ্র বাহাদুর; এসেছি তোমাকে ভবসাগর পারে পাঠিয়ে দিতে। নাও,—তোমার ইষ্টদেবতার নাম করে নাও, আমার বেশি সময় নেই, বড় তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্রনাথ।—একি! কে তুমি? তুমি ত চন্দ্রনাথ নও,—তবে তুমি কে? আমি অন্ধ, আমার কাছে কেন এসেছ? আর আমাকে ও কথাই বা বলছ কেন?

ভানুসিংহ।—(স্বগতঃ) না, আর দেরি করা উচিত নয়, কোথা থেকে ওর চন্দ্রনাথ কি নক্ষত্রনাথ কেউ এসে পড়বে তখন পালাতে হ'বে,—আমার কায হ'বে না। (প্রকাশ্যে) কেন এসেছি জান,—তোমায় বধ করতে—তোমায়—

ইন্দ্রনাথ।—আমায়? আমায় কেন বধ করবে? আমি তোমার—

(ভানুসিংহ ইন্দ্রনাথকে ছুরিকাঘাত করণ।) উঃ মাগো!—
(পতন।)

ভানুসিংহ।—ওই কে আসছে! দেখা হ'ল না রইল কি ম'ল!

(বেগে পলায়ন।)

(অপরদিক হইতে
বেগে ভৈরবাচার্য্যের প্রবেশ।)

ভৈরবাচার্য্য।—কাতর কণ্ঠের ধ্বনি মিশাল বাতাসে!
দূর হ'তে পদধ্বনি শুনিনু শ্রবণে!
পলাইল কেবা যেন হইয়া শঙ্কিত,
কেবা যেন পড়িল ভূতলে!
একি! নির্জ্জন কানন!
কোথা গেল ইন্দ্রনাথ?
এই যে হেথায় পড়ি রাজার কুমার।
ধিক মোরে!
রক্ষিবারে যেই ক্ষুদ্র অমূল্য জীবন—
নিয়োজিত করিয়াছি আপনারে,
অবহেলি কর্ত্তব্য আপন
অরক্ষিতে রাখিনু তাহারে?
(ইন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিয়া)
উষ্ণদেহ, বহিছে ধমনী,—
না না—জীবনের নাহি ভয়, সামান্য আঘাত,—
অল্পদিনে সুস্থ হবে ঔষধ প্রয়োগে।

(গাহিতে গাহিতে চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

চন্দ্রনাথ। গীত।

(বেটী) দেখব কত বল ধরে !
জোর করে পা ধরব চেপে,
রাখব বেঁধে ভক্তিডোরে ॥

ভৈরবাচার্য্য।—(বাধা দিয়া) রাখ গীত, রাখ হাসি খেলা,
দেখ চেয়ে—জ্ঞানশূন্য নৃপতিনন্দন।
যাও দ্রুত,—দেখ ঐ অশ্বথের মূলে
পাইবে ঔষধি তথা ;—
পীতবর্ণ পত্র তার, রক্তবর্ণ ফুল,—
উজ্জ্বল স্বর্ণের আভা প্রকাশে লতায় ;
পত্র পুষ্প সহ লতা সমূলে উপাড়ি
আন ত্বরা এই স্থানে,—
শীঘ্র যাও, বিলম্বে বিপদ হ'বে।

(চন্দ্রনাথের প্রস্থান।)

নাহি জানি কে হেন চণ্ডাল !
না হল তিলেক মায়া, না টলিল প্রাণ
এ সরল যুবারে হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি ?
মাগো জগতজননী !
এই কি গো মায়ের মমতা ?
অজ্ঞান শিশুর মত সরল এ যুবা,
এ ধরার কোনও তত্ত্ব জানে না যে জন,
পাপের ছায়াও যার পবিত্র অন্তরে

পারে নাই অদ্যাবধি করিতে প্রবেশ,
দেখিবে না বলে যেন ধরার মানব
কমল নয়নদুটী খোলে নাই আজও!
জানি না কে হেন প্রাণে হানিল অশনি!
অস্ফুটিত কুসুম কোরক—
না চাহিতে নয়ন মেলিয়া,—
না হাসিতে বিকশিত হয়ে,—
দংশিল ভীষণ কীটে!
যেই যুবা নাহি জানে কালীনাম বিনা,
দিবানিশি প্রাণভরে ডাকে মা মা বলি,—
অবিরাম দুনয়নে ঝরে প্রেমবারি!
গায় কালীনাম—
রোমাঞ্চিত হয় তনু করিলে শ্রবণ!
এই কি মা, তার পরিনাম?
এই কি গো মানামের ফল?

(ঔষধ লইয়া চন্দ্রনাথের পুনঃপ্রবেশ।)

নিষ্পেষিত কর লতা রাখিয়া পাষাণে,
আন বারি উত্তরি ভিজায়ে,
ধৌত করি ক্ষত স্থান দেহ রস তাহে,
কপোলে করহ অল্প সলিল সিঞ্চন,
ক্রমে ক্রমে হ'বে তাহে জ্ঞানের সঞ্চার।

(লতা নিষ্পেষিত করিয়া চন্দ্রনাথের প্রস্থান)।

দেখি,—কত পাপ সহেন জননী।
সম্মিলিত বন্যসৈন্য দুষ্টে শিক্ষা দিতে,
জনে জনে সাক্ষাৎ শমন,
হইলে সময়,
বন্য সৈন্যগণ সবে হ'লে সুশিক্ষিত,
ধৌত হ'বে পাপ যত পাপীর শোনিতে।
ঔষধির গুণে রোগমুক্ত হইলে কুমার,
উন্মীলিত হ'লে তা'র মুদিত নয়ন,
তখন জিনিব রাজ্য করি আক্রমন;
ততদিন নাহি কায বিবাদ বাধায়ে।
সঙ্গোপনে সুরক্ষিত রাখিব কুমারে,
আর যেন আসি কেহ অসতর্ক দেখি
পারে না তাহারে পুন করিতে আঘাত।

(বারি লইয়া চন্দ্রনাথের পুনঃপ্রবেশ।)

চন্দ্রনাথ। (ইন্দ্রনাথের শুশ্রূষা করিতে করিতে) প্রভু, যদি রাগ না করেন ত একটা কথা বলি।

ভৈরবাচার্য্য। বল বাপু, কি বলবে? রাগ করব কেন?

চন্দ্রনাথ। দেখুন প্রভু, আজ থেকে কালীনাম আর করা হ'বেনা; আর মন্দিরে গিয়েই প্রতিমাখানার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করব। অমন ডাকিনীকে পূজা করবার আমাদের প্রয়োজন নেই।

ভৈরবাচার্য্য। ছি ছি! ও কথা কি বলতে আছে বাপু? পরিহাস করে দেবনিন্দা করলেও মহাপাতক হয়।

মানুষকে কতপ্রকারে মা দেখেন তা তুমি জান? ইন্দ্রনাথ মার যথার্থ ভক্ত; বিপদে না পড়লে ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা হ'বে কেমন করে? কাঞ্চন অগ্নিসংযোগ না হলে কি শুদ্ধ হয়?

চন্দ্রনাথ। না দয়াময়, অত শত বোঝবার আমার ক্ষমতাও নেই, আর বুঝতে চাইও না। আমাদের মত হাবাঙ্গারাম লোক যদি দেখে যে কালীনাম করেও লোকে এত বিপদে পড়ছে,—সে কি ভুলেও তারপর ও নাম আর মুখে আনে? সেইজন্যই ত বলছি যে আচ্ছা, আজ উনি আমাদের প্রাণের ইন্দ্রনাথকে এই বিপদে ফেললেন, কাল আমি ওঁকে জলসই করব।

ভৈরবাচার্য্য। ছি ছি! বৃথা কেন দেবনিন্দা করছ? অমন কথা আর বোলো না। ও কথা বললেও পাপ আর কাণে শুনলেও পাপ! মার ভক্ত হ'য়ে, মার সেবক হ'য়ে কোন মুখে মার নিন্দা করছ? মা যা করেন তা সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের অল্পবুদ্ধি তাই বুঝতে না পেরে মন্দ হচ্ছে বলে মনে করি।

চন্দ্রনাথ। প্রভু, এ যদি মঙ্গল হয় ত এরকম মঙ্গলে আমার প্রয়োজন নেই! আহা কি আমার মঙ্গল রে! বেশ চকচকে একখানি ছোরা না বলা না কওয়া হঠাৎ একজন এসে বুকের মধ্যে আমূল প্রবেশ করিয়ে দিলে! দেখুন প্রভু, মাই হোন আর যাই হোন বেটীর—প্রাণে কিন্তু দয়ামায়ার লেশও নেই। বুকের রক্ত দিয়ে মায়ে ছেলে মানুষ করে,—ইনি এমনি মা যে ছেলের বুকের রক্ত

খান। আমার বোধ হয় বেটী ডাকিনীদের মেয়ে,—গিরিরাজা কুড়িয়ে পেয়েছিল।

ভৈরবাচার্য্য। ওসব কথা বলতে নেই,—ছি! এস— আমরা দুজনে আস্তে আস্তে কুমারকে ধরে নিয়ে মন্দিরে যাই।

(ইন্দ্রনাথকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।)



দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

মন্ত্রণাগৃহ।

নকুলেশ্বর ও মন্ত্রী।

নকুলেশ্বর।—কহ মন্ত্রী, কি করি উপায় ?
প্রেরিলাম ভানুসিংহে বধিতে তাহারে,—
সেই হ'তে সংবাদ নাহিক কিছু তা'র।
যতদিন মহাবৈরী না হয় নিপাত,—
ততদিন নাহি সুখ শয়নে ভোজনে।
না জানি কি হইল আমার !
প্রত্যহ নিদ্রারবশে সেইদিন হ'তে
হেরি কত কুস্বপন,—ভয়ে জেগে উঠি,—
কি যেন আশঙ্কা হয়,—শিহরে হৃদয় ;—
কে যেন আসিয়া নিত্য স্বপনের ঘোরে—
কহে মোরে বজ্রসম সুগম্ভীর স্বরে,—
"যে পাপ করিলি পাপী, অন্ত নাহি তার,
নাহিক বিলম্ব আর,—
শাস্তি তার পাবি সমুচিত !"
শুনি বাণী শিহরে হৃদয়
ভয়ে কাঁপে প্রাণ মন নিদ্রা জাগরণে।

মন্ত্রী।— নাহি ভয়,—ভানুসিংহ নহে সাধারণ,
অমঙ্গল তা'র প্রভু, কভু না সম্ভবে।
কিন্তু যদি দুর্ব্বিপাকে পড়ি
হতভাগ্য হারায় জীবন,
আছে বহুজন,—রাজকার্য্য হেতু—
যাবে তারা করিবারে আসাধ্য সাধন,
জীবনের মমতা না করি।
মহারাজ! ভয় তব হৃদে?
অর্থহীন কুস্বপন হেরিয়া নিদ্রায়
ভীত তুমি নরনাথ?
ছায়া হেরি ভীত হয় শিশুগণে,
তব হৃদে হেন ভয় সাজেনা রাজন।

নকুলেশ্বর।—সত্য কহি—বিকল অন্তর মম,
কুচিন্তা গরলে হিয়া সদা জর জর।

মন্ত্রী।— ত্যজ বৃথা দুর্ভাবনা,—শুন নরনাথ,
সাহসে করহ ভর।
অতীতের স্মৃতি যত,
মুছে ফেল অন্তর হইতে তব।

(মদনাখ্যাপাকে লইয়া প্রহরীগণের প্রবেশ।)

১ম প্রহরী।—মহারাজ, মদন আজ কদিন থেকে পথে ঘাটে যেখানে সেখানে আপনার আর রাজকর্ম্মচারীদের সকলকার নামে নানারকম বদনাম ক'রে বেড়াচ্ছে। আমরা বারণ ক'র্‌লে শোনে না,—বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেয়।

নকুলেশ্বর।—তুমি আমাদের নামে কি ব'লে বেড়াচ্ছিলে? স্বর্গীয় মহারাজ তোমায় আদর দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে দিয়ে গেছেন।

মদন।—ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজছিল—তা আমি কি করব বাপ্?

নকুলেশ্বর।—জান, এতে তোমার প্রাণদণ্ড হ'তে পারে?

মদন।—তা আর জানিনা? খুব জানি। কিন্তু আমি কি করব বাপ্, আমি আপনি ত কিছু বলিনি; আমার মাথার ভেতর ঢুকে বলিয়েছে তবে ত আমি বলেছি, তাতে আমার কি দোষ বল?

মন্ত্রী।—মহারাজ, ও উন্মাদ,—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন,—ওকে কোন কথা বলা নিষ্ফল,—নগর থেকে বহিষ্কৃত করে দিলেই হ'বে।

নকুলেশ্বর।—উত্তম,—দেখ মদন, তোমার প্রাণবধ করব না, কিন্তু শোন,—কোনও কথা ও রকম করে বলে বেড়িও না,—আবার বললে আর ক্ষমা করব না। এ নগরেও আর তুমি থাকতে পাবে না, অন্য যেথানে ইচ্ছা তুমি চলে যাও। (প্রহরীগণের প্রতি) যাও,—একে নগর থেকে বার করে দিয়ে এস।

মদন।—(স্বগতঃ) আমাকে বার করে দিলে কি হবে বাপ্? নিজে সখ করে যে ফাঁদটী পেতেছ তা থেকে কেমন করে রক্ষাপাও দেখব; নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে নাকানি চোবানি খেতে হবে তা ত জান না!

(প্রহরীগণসহ মদনের প্রস্থান।)

নকুলেশ্বর। মন্ত্রী, ওকে জীবিত রাখার চেয়ে প্রাণবধ করাই

বোধ হয় ছিল ভাল,—তুমি বললে তাই ছেড়ে দিলেম, কিন্তু ও যেখানে যাবে সেইখানেইত ঐ রকম যা তা বলে বেড়াবে?

মন্ত্রী। না মহারাজ, ওকে ছেড়ে দিয়ে খুব ভাল কাযই করা হয়েছে। এ নগরের সমস্ত প্রজা ওকে বড় ভালবাসে,—ওব প্রাণবধ করলে গোলমাল হবাব সম্ভাবনা, হয়ত প্রজারা বিদ্রোহী হ'ত। আর ওকে বধ করলে হয়ত লোকে মনে করত যে ও যেসমস্ত কথা বলে বেড়ায় তা সব সত্য।

নকুলেশ্বব।—তাও বটে, কিন্তু বোধ হয় ও আমাদের গুপ্তকথা কতক কতক জানে। (নেপথ্যে কোলাহল শুনিয়া) মন্ত্রী, ও কিসের গোলমাল হচ্ছে? কে যেন কা'কে নিয়ে

(ভানুসিংহকে লইয়া কাঠুরিয়াগণের প্রবেশ।)

আসছে না? ও কে? ভানুসিংহ? মন্ত্রী, এইমাত্র বলছিলেম, দেখ আমার গুপ্তচরের কি দশা! (কাঠুরিয়াগণের প্রতি) একে কোথায় পেয়েছিস।

১ম কাঠুরিয়া। আজ্ঞে ওই কালীমন্দিবের কাছে পাহাড়ের নিচে ইনি পড়েছিলেন দেখে আমরা এনাকে দুজনে কাঁধে করে নিয়ে আস্‌ছি, পথের মধ্যে এনার জ্ঞান হ'ল।

নকুলেশ্বর। এ আবার কি ব্যাপার? ভানুসিংহ, তোমার কি হয়েছিল? যে কাযে গিয়েছিলে তা'তে কি বিফল হয়েছ?

ভানুসিংহ। মহারাজ, আপনার আজ্ঞা মত বনে গিয়ে দেখলুম—ছোঁড়া একলা পাহাড়ের কাছে বসে রয়েছে। আমি

যেতেই জিজ্ঞাসা কর্‌লে "কে?" আমি বললুম "তোর যম!" তারপর ভয় পেয়ে কত কি বললে আমি কোন কথা না শুনে ঝাঁ ক'রে একঘা মেরে দিলুম। মেরেই চেয়ে দেখি সেই বামুনটা আসছে,—কাযেই সেখানে দাঁড়িয়ে আর দেখতে পারলুম না যে ছোঁড়া মোলো কি রইল,—বনের ভিতর দিয়ে দৌড় দিলুম। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে; প্রায় আধ-ক্রোশ দৌড়ে এসে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটু হাঁফ ছাড়ছি,—এমন সময়,—মহারাজ,—বল্‌লে পেত্যয় করবেন না,—কাক্‌ জ্যোৎস্নায় আধা আলো আধা অন্ধকারে দেখলুম—আমার কাছে থেকে দশবারো হাত তফাতে আর একটা গাছতলা থেকে,—ঠিক মহারাজ অমরনাথের মতন মুখ, —তার চেয়ে লম্বা, মুখখানা শাদা ধপ্‌ ধপ্‌ কর্‌ছে, সর্ব্বাঙ্গে শাদা কাপড় জড়ান,—কে একজন আমার দিকে আস্‌ছে। দেখে গাটা শিউরে উঠল, ঘাম হ'তে লাগল; ভাবলুম মরা মানুষ কি কখন ফিরে আসে? খানিক-ক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, নড়বার ক্ষমতাও ছিল না। সে মূর্ত্তিটা যখন আমার খুব কাছে এসে পড়েছে তখন "বাবারে" বলেই দৌড়ুতে গেলুম কিন্তু দৌড়ুতে না পেরে সেইখানে পড়ে গেলুম, তারপর আর কিছুই মনে নেই। জ্ঞান হয়ে দেখি এরা আমাকে কাঁধে করে নিয়ে আসছে।

নকুলেশ্বর। ছি ছি! বীর তুমি, ও রকম ভয় তোমাকে সাজে না। প্রেতযোনী বীরের কি করতে পারে? যাও, বিশ্রাম করগে,—আবশ্যক হয় ত রাজবৈদ্যকে ডাকিয়ে একটা

ঔষধ নাও। সুস্থ হয়ে জনকতক বিশ্বাসী লোক নিয়ে আবার তোমাকে সেখানে যেতে হবে। গিয়ে দেখবে সে জীবিত আছে কি না,—যদি থাকে ত এবার তা'কে শেষ করে আসতে হ'বে। শত্রুর রক্ত,—ঐ যুবকের রক্তমাখা তরবারি যে এনে আমাকে দেখাবে কি তার নিশ্চিত মৃত্যু সংবাদ আমাকে দিতে পারবে,—সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তার পুরস্কার। যাও, একটু সুস্থ হয়ে এ কায তোমায় করতে হ'বে। শীঘ্রই যেন তা'র জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়,—তা না হ'লে আমি শান্তি পাচ্ছি না। যাও।

(ভানুসিংহ ও কাঠুরিয়াগণের প্রস্থান।)

একি পুনঃ শুনি মন্ত্রিবর?
তত্ত্ব কিছু না পারি বুঝিতে!
কম্পিত অন্তর মম শুনি বিবরণ।
কেবা সেইজন,—মৃত নৃপতির মত—
ভ্রমিতেছে কাননে কাননে?
কায়াময়—কিম্বা ছায়াময় প্রেতযোনী?
নাহি মম হিতাহিত জ্ঞান,
কি যেন অজানা ভয়ে সদা কাঁপে প্রাণ!
কর মন্ত্রী বিহিত সত্বর,
নহে ভয় হয় কি জানি কি ঘটে!

মন্ত্রী। নাহি চিন্তা নৃপমণি, রহ স্থির চিতে,
করিব বিহিত যেবা—বধিব অরাতি,
বিরাম লভহ প্রভু, নিশ্চিন্ত অন্তরে;
অধিক চিন্তায় তব অসুস্থ শরীর।

নকুলেশ্বর। সত্য তুমি বলেছ সচিব,
চিন্তাস্রোতে ভেঙ্গে দেয় তনু ;
এক চিন্তা আরও শত চিন্তা লয়ে আসে,
না দেয় বিরাম—চলে অবিরাম,—
ঘাত প্রতিঘাতে তা'র করে জ্ঞানহারা।
দূর হোক,—ভাবিব না আর
ঘটিবে ললাটে যাহা লিখেছেন ধাতা,
কি কায চিন্তায় তবে ?
চল যাই, সুরার সহায়ে করি নিদ্রা আকর্ষণ,
নিশ্চিন্তে শুষুপ্তি ক্রোড়ে লভিগে বিরাম।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

কালীমন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন।

(মদনাখ্যাপার প্রবেশ।)

মদন। খুব ঘুরপাক খাওয়াচ্ছিস বেটী,—না ? আচ্ছা, খাওয়া বাবা, তুই খাওয়া ; কিছু করতে পারব না।—কলের পুতুল বইত নয়—দড়িটী ধরে যেমন নাচাবি তেমনই নাচব, —যা করাবি—বাপের সুপুত্রটী হ'য়ে তাই করতে হ'বে।

একটু এদিক ওদিক হ'বার যো নেই। যদি বলি করব না,— ওরে বাপ্ রে! তা'হলে কি রক্ষা আছে? বেটী ভূত লেলিয়ে দেবে; আর তা'রা ঘাড়টা ধরে আর এক পথ দিয়ে—হয়ত এই ছুনিয়াখানা সমস্ত ঘুরিয়ে নিয়ে এসে আমায় দিবে সেই কাযটী করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়বে। তবে কায কি বাপ, অত ফ্যাসাদে? যা করাচ্ছে আস্তে আস্তে তাই করে যাওয়া যাক, তারপর বেটীর মনে যা আছে তা'ই হ'বে। বাপ্! এইটুকু দেহ, এরই মধ্যে ছ—ছটা ভূত পুরে দিয়েছে! এমনিতেই ত বাগে পেলে সে বেটারা গলা টিপে ধরছে। এর ওপর আবার ভূত ছাড়লে আর রক্ষা আছে? এতকাল রাজবাড়ীতে থেকে ভাল মন্দ খেয়ে পরে মদনা খ্যাপার মেজাজটা বড় উঁচু হ'য়ে পড়েছে। তা মদনা বেচারীর আর তা'তে দোষ কি? তুমি বেটীইত যত নষ্টের গোড়া! অমন রাজাটা ছিল, এক ত তা'কে যে কোথায় পাঠালি তা'র কোনও খোঁজই পাওয়া গেল না। সে যে মরেছে মদনা একথা বিশ্বাস করে না,— আর যে করে সে করুক। তারপর যে নতুন রাজার কাছে থাকব তারও ত পথ রাখলি নে, মদনার মুখ থেকে ছুটো চারটে বেফাঁস কথা বা'র করে দিলি,—তাই না শুনে ব্যাটা ষণ্ডা দরোয়ান লেলিয়ে দিলে। ব্যস,—একেবারে সহর ছাড়া। বেটী, বড় মজা দেখছ,—না? দেখ বাবা, দেখ। হয়েছে কি? এখনও অনেক বাকি! জীবনটা ত বড় সহজে শেষ হ'বে না,—কত রকম বেরকমের ভিরকুটী দেখবে, লোককে দেখাবে,—কত ভুগ্‌বে—ভোগাবে,—

তা'রপর যেদিন সময় হ'বে সেই দিন ঠিক সময়টী এলে তবে ত দস্তকটী ছরকুটে পটল তুলবে,—তা সে এখনও ঢের দেরি।

(চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

চন্দ্রনাথ।—(স্বগতঃ) এ এক অদ্ভুত মূর্ত্তি আবার কোথা থেকে এসে উপস্থিত হ'ল? যে রকম দিন কাল পড়েছে তা'তে ত কাউকে বিশ্বাস করবার যো নেই! (প্রকাশ্যে) তুমি কে হে?

মদন।—আমি? আমি কে তা'ই জিজ্ঞাসা করছ? তা' ত ঠিক বলতে পারছি নে বাপ্! সমস্ত সঠিক সন্ধান এখনও আমি নিজেই যে পাইনি তা তোমাকে কি বলব বল? তবে যদি যতটুকু জানি তা'ই নেহাত জানতে চাও ত শোন,—আমার নামটা শুনেছিলুম মদনলাল। তারপর এই মাথাটার একটু গোলমাল দেখেই হোক আর না দেখেই হোক,—কি জানি কেন লোকে আমার নামের পর একটা খেতাব জুড়ে দিয়ে আমাকে এখন মদনাখ্যাপা বলে ডাকে। তা কি জান—ও যা'র যেমন মরজি,—কেউ বলে ভবঘুরে,—কেউ বলে সন্ন্যাসী,—কেউ বলে চোর, কেউ বলে বদমায়েস,—যা'র যা খুসি সে তা'ই বলে আমাকে ডাকে। আমার যে কতগুলো নাম আছে তা বাপু আমার মনে নেই।

চন্দ্রনাথ।—বা রে, এ ত বড় মজার লোক দেখছি! আচ্ছা,—তুমি কোথায় থাক?

মদন।—আগে থাকতুম বটে,এখন আর বড় একটা কোথাও থাকি-

টাকি না। এই দুদিন যেখানে সন্ধ্যা হয় সেইখানেই—এই যে গায়ে ন্যাকড়া কাঁথাগুলো দেখছ,—এইগুলো ঢাকা দিয়ে দেহটাকে ছড়িয়ে দিই,—তাইতেই যতটুকু আরাম হয়।

চন্দ্রনাথ।—এর পূর্ব্বে কোথায় থাকতে ?

মদন।—সে অনেক কথা রে বাপ, অনেক কথা। এদেশের আগেকার রাজা অমরনাথ হঠাৎ একদিন আমাকে রাস্তায় কুড়িয়ে পান। তা'র আগে আমি হেথা সেথা পাগলামো করে বেড়াতুম,—আর ঐ যা বললুম,—সন্ধ্যা হ'লেই লোকের আনাচে কানাচে দেহটাকে ছড়িয়ে দিয়ে একটু আরাম করে নিতুম।

চন্দ্রনাথ।—যা'দের আনাচে কানাচে থাকতে তা'রা দেখতে পেলে কি বলত ?

মদন।—কেউ শেয়াল কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত, কেউ দেখেও কিছু বলত না,—আবার কেউ দেখতে পেলে আদর করে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে জায়গা দিত। এ জায়গা দিত যা'দের জায়গা নেই—গরীব তারাই। আর রাস্তার লোককে ডেকে জায়গা দেওয়ার জন্যে অন্য লোকে তা'দের বলত আহাম্মুক।

চন্দ্রনাথ।—হুঁ, তা'রপর মহারাজ তোমায় কুড়িয়ে পেয়ে কি করলেন ?

মদন।—পাগল ছাগল মানুষ বলে রাজাটা আমাকে বড় ভালবাসত। সেখানে বেশ সুখে আছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন শুনলুম রাজার ছেলে হয়েছে,—হয়েই মরে গেছে। তা'রপর শুনলুম রাণীও মলো,—শেষকালে ঐ সঙ্গে সঙ্গে

রাজাও গেল। পাগলের খেয়াল কিনা গোড়াতে ছেলে মরার কথা শুনে, কে জানে কেন, বড় বিশ্বাস হয় নি তাই সে দিন তক্কে তক্কে সন্ধানে রইলুম। ও মা! সন্ধ্যার পর দেখি একটা ছেলেকে নিয়ে একটা মাগী রাজবাড়ী থেকে বেরুল, তার পেছনে নতুন রাজাও বেরুল ছেলেটা একটুখানি গিয়েই কেঁদে উঠল, তাইতেই বুঝলুম জ্যান্ত ছেলে। নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে একটা বড় পেতলের গামলায় করে ছেলেটাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে মাগীটা আর নকুলেশ্বর দুজনে রাজবাড়ীর দিকে চলে গেল। আমিও তারপর একবার এদিক ওদিক দেখে ছেলেটাকে বুকে করে নিয়ে সেখান থেকে দৌড় দিলুম। একজন ভাল লোকের কাছে চুপি চুপি গিয়ে রেখে এলুম। তারপর সন্ধান নিতে নিতে রাজা রাণীর মরণও মিথ্যা বোধ হ'তে লাগল, কিন্তু তাদের আর খোঁজ পেলুম না। ব্যাপার কি জানবার জন্যে তক্কে তক্কে ফিরি ;— শেষে দেখি ওরে বাপ্‌রে! রাজা একটা ডাইনী পুষেছিল, সেই ডাইনীটারই এইসব কীর্ত্তি। সকলকে শেষ করে ডাইনীটা একটা মদ্দা ডানের সঙ্গে মিশেছে, তা'রাই এখন রাজত্ব করছে। তারপর আর কি? নতুন রাজা একদিন দেখলে যে মদনা বেজায় পাগল,—মেলাই আবল তাবল বকে,—তা'দের গোপন কথা সব ফাঁস করে দেবার ফিকিরে আছে; কাযেই আর সেখানে থাকতে দিলে না,— একেবারে নগর ছাড়া করে তবে ছাড়লে।

চন্দ্রনাথ।—এখন কোথায় চলেছ? কোথায় গিয়ে থাকবে মনে করেছ?

মদন।—অনেক ঘুরে লাট খেতে খেতে,—কোথায় যাই কোথায় যাই ভাবছি, এমন সময় মনে হ'ল যে একাযের যে জড় একবার তা'র কাছেই দিন কতক থেকে দেখা যাক। তা'ই এখানে এসে পড়লুম।

চন্দ্রনাথ।—কে কাযের জড় তা জানতে পেরেছিলে ত? ঐ যে বললে রাজা ডাকিনী পুষেছিল। তবে সে ডাকিনীর সন্ধান না করে এখানে এলে যে?

মদন।—এঃ, কেবল গেরুয়া পরাই সার বাপ্? কাযের জড় কে তা বুঝতে পারলে না? আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! মদনা, তুই বেশ আছিস পাগল হয়ে!

চন্দ্রনাথ।—বাঃ বাঃ! কে কোন কাযের জড় এ বনের ভেতর থেকে আমরা তা' জানব কেমন করে? আমরা নগরে ত কখন যাই না।

মদন।—ওরে খ্যাপা, মানুষ কি কখন কোনও কাযের জড় হয়? না হ'তে পারে? কাযের জড় কে শুনবে? ওইযে বেটী কালামুখী খাঁড়া হাতে—মুণ্ডমালা গলায় ভাতারের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে ধেই ধেই করে নাচছে—ঐ বেটীই সকল অনিষ্টের গোড়া। এ দুনিয়াখানার যখন যেখানে যা হচ্ছে সে সমস্ত কাযের জড় ঐ বেটী,—বুঝলে? তুমি আমি—কি রামা, শ্যামা, হরে, নফরা, কাযের জড় আমরা কেউ নয় রে বাপ্ কেউ নয়। এই যে চলে বেড়াচ্ছ, এই যে দেখছ শুনছ কথা কইছ,—মনে করছ সব তুমি করছ? সেটী মস্ত ভুল বাবা—মোটেই তুমি আমি কিছু করছি না। আমরা সব কলের পুতুল,—দড়িটী

ধরে যেমন টানছে আর অমনি হাতটী নাড়ছি, আর একটা ধরে টানছে আর অমনি হেঁটে বেড়াচ্ছি,—এই রকম সব। ভাবছ কি? বেটী বাজিকরের মেয়ে, কেবল নানা রকমের ভেল্কি দেখাচ্ছে। যা' দেখাচ্ছে চুপটী করে দেখে যাও,—আর যা' করাচ্ছে চুপটী করে করে যাও। তা ছাড়া তুমি আমি কিছুই করতে পারিনা রে বাপ,—কিছুই করতে পারিনা।

গীত।

সব ঐ বেটীর কারসাজি।
এ দুনিয়াখানা ভেল্কিখানা
নিত্য কতই হয় বাজি॥
তুমি আমি আপন মতে
কিছুই করতে নারি
(সবে) কলের পুতুল টানলে দড়ি
তবেই চলি ফিরি
(বেটী) যা' বলবে তা'ই করতে হ'বে
হও বা না হও রাজি॥
এ দুনিয়াদারির খেলায়
আপন ভালাই যদি চাও,
যেমন বলে চুপটী করে
তেমনি করে যাও,
(তোমায়) চরকি পাকে ঘুরতে হ'বে
করতে গেলে দম্‌বাজি॥

চন্দ্রনাথ।—যা বলেছ ভাই, আমারও তাই বিশ্বাস। ঐ বেটীই যত যাদু দেখাচ্ছে। এই দেখ না আমাদের প্রাণের

প্রাণ,—ও বেটীর এক প্রধান ভক্ত ইন্দ্রনাথ,—তা'কে সেদিন কে একজন এসে এমন একঘা ছোরার খোঁচা মেরে গেল যে বেচারীর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। অনেক কষ্টে গুরুদেব কত ওষুধ দেবার পর এই এখন একটু আছে ভাল।

মদন।—ইন্দ্রনাথ—ইন্দ্রনাথ? সেটী কে?

চন্দ্রনাথ।—এই একটু আগে তুমিই যা'র কথা বলছিলে;—এ রাজ্যের আগেকার রাজা অমরনাথের একমাত্র সন্তান,—তা'র বিমাতা আর খুড়োর চক্রান্তে পড়ে তা'র এই দুরবস্থা। নিত্য নিত্য নূতন বিপদে পড়ে বেচারী বড় নাকাল হয়েছে।

মদন।—আর বলতে হ'বে না বাপ, বুঝতে পেরেছি। ছেলেটাকে কুড়িয়ে কোষাধ্যক্ষের কাছে রেখে এসেছিলুম। এ কুড়ি বছর তারই বাড়ীতে সে গোপনে বাস করছিল। সেদিন শুনলুম যে ওর খোঁজ রাজবাড়ীর লোকেরা পেয়েছে, তাই বিপদ বুঝে আমি তা'কে লুকিয়ে নিয়ে এসে এখানে রেখে গিয়েছিলুম। তবে তার নাম যে ইন্দ্রনাথ তা ত আমি জানতুম না। তা যাক,—এ বনের ভেতর রেখে গেলুম—তা'তেও রক্ষা নেই? তা আর কি করব বল? আমি সার বুঝে পাগলা হয়েছি বাপ! বুঝেছি যে কেউ কোনও চক্রান্ত করতে পারে না, সব ঐ বেটীর কায। বেটী চোরকে বলে চুরি করতে, আবার গেরস্থকে বলে সাবধান হ'তে। তা'দের দিয়ে বিপদ ঘটাচ্ছে আর তোমাদের দিয়ে সামাল দেওয়াচ্ছে। বুঝলে

বাপ্! এইখানেই মদনা থাকবে। একটা আস্তানা দেখে শুনে দাও। যেখানে হোক,—একটু মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতে পারলেই হ'বে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

——:•:——

রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান।

নকুলেশ্বর ও মন্ত্রী।

নকুলেশ্বর।—শিয়রে শমন মম, না দেখি উপায়।
নিত্য নিত্য ঘোর দুঃস্বপন,
নিত্য সেই মুরতি ভীষণ
নেহারি নিদ্রার বশে ;—
প্রাণ কাঁপে ত্রাসে,
আশে পাশে চারিদিকে হেরি বিভীষিকা।
বিকৃত মস্তিষ্ক মম, যুক্তি না যুয়ায়
কোনও মতে রক্ষা কর মোরে।
ক্ষুদ্র কীট ভানুসিংহ গেছে সঙ্গি সহ
অবাধে বধিবে তারে বন্যসৈন্যগণ ;
সঙ্গিগণ তার গুপ্ততত্ত্ব জানিলে সকল,
জ্বলিবে বিদ্রোহানল,
সপক্ষ না র'বে কেহ মোর,
বিনাশিবে প্রজাগণ আমা সবাকারে ;
কহ মন্ত্রী, কি করি উপায় ?

মন্ত্রী।— যুদ্ধ বিনা নাহিক উপায়।
দেহ আজ্ঞা সাজাই বাহিনী,
নির্ম্মূল করিব তরু না হ'তে মুকুল।

নকুলেশ্বর।—নাহি জান ভীষণ বারতা?
কেরলীর নৃপসুতা
পিতৃশোকে হইয়া ব্যথিতা
আশ্রয় লয়েছে আসি দেবীর মন্দিরে।
কেরলীর প্রজাগণে,—
মিলিয়াছে বন্যসৈন্য সনে,
জনে জনে প্রাণ দিবে রাজকন্যা হেতু।
আমার বিপক্ষে দেখ কত আয়োজন,—
একে বন্যসৈন্য অত্যন্ত দুর্ব্বার,
সহ তার মিলিয়াছে কেরলীবাহিনী,—
যোগীর শিক্ষায় রণদক্ষ হইয়াছে সবে,
প্রাণভয়ে রণে পৃষ্ঠ কেহ না দেখাবে,—
সুনিশ্চিত এ আহবে হ'বে পরাজয়।
হয়ত জীবন যাবে ঘাতকের করে।
কহ মন্ত্রী, কি উপায় করি?
মঙ্গল না হেরি—
না ত্যজিলে রাজ্যধন আশা,—
না পলালে ত্যজিয়া নগরী।
বিকৃত মস্তিষ্ক মম—যুক্তি নাহি আসে,—
কর ত্বরা যে হয় বিহিত।

মন্ত্রী।— ছি ছি ছি ছি!

এ কথা কি সাজে তব মুখে ?
পালাও যদ্যপি রাজা ত্যজিয়া নগরী
কবে সবে কাপুরুষ পৃথিবী ঈশ্বর !
কুকুরের প্রায় পাছে পাছে সৈন্যগণ ধাইবে ধরিতে
অবশেষে প্রাণ যাবে হীনজন প্রায়।
ধর বাক্য মম রাজা,—যায় যাবে প্রাণ,—
কেশরী বিক্রমে—রণে প্রভু, হও আগুয়ান,
রবে মান,—বীরকীর্ত্তি গাহিবে সকলে।
সেনাপতি সাজে রাজা, সাজিয়া আপনি
অগ্রে রহি চালিবে বাহিনী,
আহ্বানিবে অরাতিরে সম্মুখ সমরে ;—
তা হলেই বন্য-সৈন্য প্রমাদ গণিবে,
পলাইবে,—নহে প্রাণ দিবে পতঙ্গের প্রায়।
হইয়া ক্ষত্রিয় পুত্র অবহেলি রণ
ভীরুসম পলায়ন তোমারে না সাজে !
জয় পরাজয়—এক পক্ষে হইবে নিশ্চয়,
কে বলিবে পরাজয় হইবে তোমারই ?
বাঁধ বুক,—সাহসে করহ ভর।
ভৈরবীর ভক্ত বলি যারা এতকাল
মন্ত্রণা করিল এত বিরলে বসিয়া—অনিষ্ট করিতে তব,
সবারে বাঁধিয়া, বলি দিব মার পদতলে
রাজপুত্র ইন্দ্রনাথ—
তার রক্তে ধুয়াব চরণ।
চপলারে আনি—রাখিব প্রাসাদে তব সেবার কারণ ;

ত্যজ ভয় মহাশয়,—বাঁধহ সাহস।

নকুলেশ্বর।—সত্য, কি কায পলায়ে ভীরু সম ?
যা থাকে অদৃষ্টে লেখা—করিব সমর।
প্রথমতঃ গুপ্তভাবে হরি চপলায়,
বন্দিনী করিয়া আনি' রাখিব হেথায়,
না দেখি' তাহারে
নিরুৎসাহে ভঙ্গ দিবে কেরলী বাহিনী ;—
মম সৈন্য পরাজিবে বন্য-সৈন্যগণে।
ভানুসিংহ আসিলে ফিরিয়া
কহ তা'রে পুনর্ব্বার যাইতে কাননে
লয়ে বহু মনোমত সাথি ;—
আনুক হরিয়া ত্বরা কেরলী বালায়।
গৃহে রাখি কামতৃপ্তি করি দিব তারে ছাড়ি ;—
কলঙ্কিনী বলি কেহ নাহি দিবে স্থান,
তা হ'লেই ঘুচে যাবে কেরলীর ভয়।

মন্ত্রী।— আজ্ঞামত কার্য্য তব হইবে সাধিত।

(ধীরে ধীরে প্রেতবেশী অমরনাথের প্রবেশ।)

অমরনাথ।—বিশ্বাসঘাতক মূঢ় !—নরকের কীট
নির্জ্জনে বসিয়া রত দোঁহে পাপ মন্ত্রণায় ?
বারেক না ভাব কভু মনে
জগতের যত পাপ খোলা
বর্ণে বর্ণে লেখা থাকে নিয়ন্তার পাশে,

খেলা অন্তে হইবে বিচার!
রে দুর্ম্মতি!
আপন ভাবিয়া তোরে রাখিয়া হৃদয়ে
এতদিন করিনু পালন,
প্রতিদান ভাল দিলি তা'র!
ক্ষুদ্র শিশু জড়প্রায়—নন্দন আমার,—
নদীজলে তারে দিলি ভাসাইয়া,—
দেখ দুষ্ট, ধর্ম্মের কি গতি,—রক্ষিত হইল শিশু;—
পালিল যতনে দয়াবান কোষাধ্যক্ষ মম।
জন্ম অন্ধ শিশু এবে পেয়েছে নয়ন,
নহে শিশু,—যুবা সে এখন,—
লক্ষ লক্ষ মহাবীর রক্ষিতেছে তা'রে।
আমারে গরল দিলি খাদ্যদ্রব্য সনে;—
অচেতন যবে রাজরাণী,—
মৃত বলি ফেলে দিলি পর্ব্বতের পাশে;
বল দুষ্ট, কোথা তোর হ'বে স্থান?

নকুলেশ্বর।—(সভয়ে) কে—কে তুই?—
কে রে তুই প্রেতসম আসিয়া হেথায়
মিথ্যাবাক্যে আমারে দেখাস্ ভয়?
ছায়া কিম্বা কায়ারূপী নারি বুঝিবারে!
না না, নহে কায়া,—নহে কায়া,—
ছায়াময় প্রেত তুই নাহিক সংশয়!

অমরনাথ।—(নকুলেশ্বরের গলদেশ ধারণ করিয়া)
ছায়া কিম্বা কায়া এই কর অনুভব।

কাপুরুষ! বিশ্বাস ঘাতক! মূঢ়! নরকের কীট!
না চাই বধিতে তোরে আপনার হাতে,
পুণ্য আত্মা মম নারি কলঙ্কিতে,—
বধি তোর সম মহাপাপীজনে।
চণ্ডালের তীক্ষ্ণখড়্গ,—বধ্যভূমে লয়ে,—
কাটিবে মস্তক তোর;
সেইক্ষণে ভীমমূর্ত্তি কৃতান্তকিঙ্কর
কেশে ধরি শূন্যে ঘুরাইয়ে লয়ে যাবে নিরয় নগরে।
তথা কুম্ভীপাকে ফেলি ভীমবলে
হানিবে ভীষণ দণ্ড পাপমুণ্ডে তোর।
লৌহযন্ত্রে জিহ্বা টানি—
রক্তবর্ণ তপ্তলৌহ দিবে তদুপরি।
যন্ত্রণায় করিলে চিৎকার
হানিবে ভীষণ দণ্ড পুনঃ শিরোপরে!
অনন্ত নরক—তোর নাহিক সংশয়,
ভুঞ্জিবি অনন্ত দুঃখ নিজ কর্ম্মফলে।
দূর হও,—না চাই বধিতে,—
নাহি বহুদিন পাপখেলা হতে অবসান।

(নকুলেশ্বরকে সবলে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে
অমরনাথের প্রবেশ।

মন্ত্রী।— দুর্গা! দুর্গা! এস শীঘ্র কে আছ নিকটে!
আন বারি,—মূর্চ্ছাগত মহারাজ।

(প্রহরীগণের প্রবেশ।)

১ম প্রহরী।—কি হয়েছে? কি হয়েছে মন্ত্রী-মশাই?

মন্ত্রী।— তোরা কা'কেও এই দিকদে যেতে দেখেছিস?

২য় প্রহরী।—আজ্ঞে না,—কই কেউ ত যায়নি!

মন্ত্রী।— যায় নি? সেকি রে! এঁ্যা?

১ম প্রহরী।—একি! মহারাজ এখানে অমন করে শুয়ে রয়েছেন কেন? কি হয়েছে মন্ত্রী-মশাই?

মন্ত্রী।— এঁ্যা? হঁ্যা,—হঁ্যা! মহারাজের অসুখ করেছে;—তোরা বাতাস কর,—বাতাস কর। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। রাজবাড়ীতে ভূত,—রাজার সামনে—মন্ত্রীর সামনে ভূত! উঃ! ঠিক মহারাজ অমরনাথের মতন দেখতে! নিশ্চয়ই মহারাজের প্রেতাত্মা! মস্ত লম্বা,—শাদা ধপ্ ধপ্ করছে! উঃ—আমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়েছে! আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তোরা মহারাজকে বাতাস কর।

১ম প্রহরী!—ভূত? এঁ্যা—সে কি? এইখানে ভূত এসেছিল না কি? মহারাজকে ভূতে পেয়েছে না কি?

মন্ত্রী।— আরে না না, ভূতে পায়নি। মেলা বকিসনি,—যা বললুম তোরা কর,—মহারাজকে বাতাস কর।

(সরলার প্রবেশ।)

সরলা।— একি! কি হেতু এ গণ্ডগোল?
মহারাজ ধরাতলে শায়িত কি হেতু?

আতঙ্ক অঙ্কিত কেন বদনে সবার ?
ভয়ে কারো না সরে বচন !
কহ মন্ত্রী, কি কারণ হেন ভাবান্তর ?
সন্ধ্যাকালে কি ঘটিল অঘটন ?

মন্ত্রী।— কি কহিব মহাদেবী, বাক্য না যুয়ায় !
এই স্থানে দুইজনে রত মন্ত্রণায়
হেনকালে অকস্মাৎ এল একজন,—
কি কহিব,—শিহরে অন্তর মনে হলে সে মূরতি !
দেখিলাম দোঁহে,—দীর্ঘকায় শ্বেতবস্ত্র ঢাকা,—
কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকসিত দেহে,
মস্তকে তাহার জ্যোতির্ম্ময় কিরীট সুন্দর ;
মুখের গঠন মৃত মহারাজ সম !
ধীরে ধীরে সে মূরতি হয়ে অগ্রসর
দাঁড়াইল এইস্থানে আসি।
জলদ গর্জ্জন সম সুগম্ভীর স্বরে
সম্ভাষিয়া আমা দোঁহাকারে
গোপন যতেক কথা কহিল প্রকাশি।
কহিল আবার হাসি বিদ্রুপের হাসি
ব্যর্থ যত হয়েছে আমার।
তারপর মহারাজ জিজ্ঞাসিলা যবে
প্রেত কি মানব সেই,—ছায়া কিম্বা কায়া,—
নৃপতির গলদেশ ধরি দৃঢ়করে
কহিল সে ভীমমূর্ত্তি সুগম্ভীর স্বরে,—
করিবারে অনুভব—

কায়া কিম্বা ছায়াময় মূরতি তাহার।
তারপর যাইবার কালে—ভীমবলে
ফেলে দিল মহারাজে ধরণীর পরে
সেই হতে জ্ঞানশূন্য পৃথিবী ঈশ্বর।

সরলা।— কেবা সেইজন অবয়ব মৃত রাজা সম ?
প্রেতযোনী যদি হয়, কি কারণ তারে এত ভয় ?
সে আসিয়া মানবের কি করিতে পারে ?
(রাজার সুশ্রূষা করিতে করিতে)
উঠ মহারাজ, দেখ মেলিয়া নয়ন,—
নাহি কোনও ভয়ের কারণ
ছি ছি! বীর তুমি,
তোমার এভয় নাহি সাজে কদাচন।

নকুলেশ্বর।—(চেতন পাইয়া) জ্বলে গেল—জ্বলে গেল প্রাণ!
মন্ত্রী, কোথা আমি ?
ওই ওই নরকের ছবি!
ওই দেখ নরকের দূত!
পালাও পালাও মন্ত্রী, চল পলাইয়া!
ধেয়ে আসে শত শত ভীষণ মূরতি,
কি ভীষণ হাসে অট্টহাসি!
কারও দণ্ড,—কারও অসি করে ঝলমল!
চল চল,—পালাও—পালাও ত্বরা!

মন্ত্রী।— মহারাজ, ক্ষান্ত হও, চেয়ে দেখ প্রভু,
নাহি অরি,—বন্ধু তব সবে হেথা।

সরলা।— এত ভয় কিহেতু রাজন ?

ক্ষত্রবীর তুমি,—ছায়াময় প্রেতমূর্ত্তি হেরি
হেন ভয় তোমারে না সাজে।

নকুলেশ্বর।—কেন ভয় তুমি কি বুঝিবে বল ?
থাকিতে যদ্যপি হেথা—দেখিতে তাহারে,
শুনিতে তাহার সেই বজ্রসম স্বর,—
তা'হলে বুঝিতে—কেন হেন হল ভাবান্তর।
দেখ—দেখ চেয়ে—ওই পুনঃ আসে,
উর্দ্ধে তুলি করদ্বয় আহ্বানে আমারে !
ওই শুন অট্ট অট্ট হাসে !
কোথা যাই—কোথা রক্ষা পাই ?
প্রাণ মোর যায় বুঝি পিশাচের করে !
নাহি জানি কি সাহসে আছ দাঁড়াইয়া !
ওই দেখ ঘূর্ণিত নয়ন চাহিতেছে আমার বদন পানে,
তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভেদি অন্তস্তল
দেখিতেছে,—অন্তরের নিভৃত প্রদেশে
কিবা গুপ্ততত্ত্ব মম আছে লুক্কায়িত।
চল—চল—কি দেখ দাঁড়ায়ে ?
চল সবে যাই পলাইয়া !
নহে—সবার জীবন যাবে পিশাচের করে।

সরলা।— (স্বগতঃ) একি হ'ল !
সত্যই কি মহারাজ হারাইল জ্ঞান ?
তাইত কি হবে তবে ! কি করি উপায় ?
কার সে মুরতি—কেন আসি এইস্থানে
নৃপতিরে করিল ভৎর্সনা ?

মুখে মহারাজে বটে দিতেছি আশ্বাস,
কিন্তু শুনি বিবরণ—দেখি ভাব সবাকার—
আতঙ্কে অন্তর মম হতেছে কম্পিত!
অজানিত বিপদের ভয়ে উঠিছে শিহরি প্রাণ;
এস্থানে রহিতে আর নাহি লয় মন।

মন্ত্রী।— স্থির হও মহারাজ, আর নাহি ভয়।
বারেক দেখহ প্রভু, নয়ন মেলিয়া
আত্মজন সবে তব হেথা।
চলে গেছে প্রেতমূর্ত্তি,—সুধু কল্পনায়—
এখনও দেখেছ তার মুরতি ভীষণ।

নকুলেশ্বর।—এঁ্যা? চলে গেছে ভীষণ মুরতি?
এই যে শুনিনু তার খল্ খল্ হাসি!
এই যে দেখিনু তার ঘূর্ণিত নয়ন!
সরলা, পলাই চল,—থেক না এস্থানে,—
কি জানি আবার যদি আসে সে পিশাচ!
চল মন্ত্রী, লয়ে চল অন্তঃপুরে, নাহি শক্তি হতে অগ্রসর

(নকুলেশ্বর, সরলা, মন্ত্রী, ও একজন প্রহরীর প্রস্থান।)

১ম প্রহরী।—ওরে শুনলি ত? এখন বিশ্বাস হয়েছে? যেটা রটে—সেটা সবটা না হোক,—তার কতকটাওত সত্যি বটে!

২য় প্রহরী।—সে কথা ঠিক,—তবে কি জানিস ভাই, অমন পুণ্যাত্মা লোকটা যে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে একথা কি চট্ করে বিশ্বাস করতে পারা যায়?

১ম প্রহরী।—সে যাই হোক,—কিন্তু ভাই, আমাদের এ রাজাটী বড় সোজা পাত্তর নন; দেখলিনে নরক নরক করে কি রকম শিউরে উঠলো? মনের ভেতর পাপ না থাকলে অমন করবে কেন?

২য় প্রহরী।—হ্যাঁ হাঁ, তা সবাই জানে, তুই চুপ কর। আমাদের ওকথায় কায কি ভাই? আমরা গরিব মানুষ,—কেউ শুনলে এখনই কাঁচা মাথাটা কচ্‌ করে কেটে নেবে,—তাহলেই কন্ধকাটা হয়ে ঘুরে বেড়াতে হ'বে। চল যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

—:০:—

কাননমধ্যস্থ পথ।

(চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

গীত।

চন্দ্রনাথ।—

দেখব কত বল ধরে।
(মায়ের) জোর করে পা ধরব চেপে,
রাখব বেঁধে ভক্তি ডোরে॥
নাজানি কোন অধিকারে,
চরণ বাঁধা দিলে হরে,
ল্যাংটা মেয়ে লজ্জা খেয়ে
নৃত্য করে বুকের পরে॥

কত বড় বাপের বেটী আমি দেখে নেব। চালাকি বাবা! অসহায় সরলপ্রাণ বেচারী ইন্দ্রনাথকে কষ্ট দেওয়া? একটু কি মায়া নেই? পাষাণের মেয়ে বলে কি বাপু, তোরও প্রাণটা পাষাণ হতে হয়? হাজার হোক তোর ছেলেত বটে! পশু পক্ষীরাও তাদের সন্তানদের কখন কষ্ট দেয়না, আর তুমি বেটী এমনি মা যে, সন্তানের বুকের রক্ত খাও! আজ যখন আগে থাকৃতে খবর পেয়েছি, তখন কার সাধ্য ইন্দ্রনাথের একগাছা কেশ স্পর্শ করতে পারে? দেখি বেটী, তোমার কত শক্তি, তুমি মহা-

শক্তি—আমি তোমার বাবা! (নেপথ্যে দেখিয়া) ওই যে দলবল নিয়ে সেই গুপ্তচরটা আসছে! আজ আর কারও নিস্তার নাই। বল দে মা! আজ তোর প্রধান ভক্তের উপর অত্যাচারের সোধ তুলি। দুষ্টের দমনে শক্তি দাও মা! একটু গা-ঢাকা হয়ে থাকি, তা নাহলে দূর থেকে দেখে সন্দেহ করে হয়ত আর আসবে না।

(অন্তরালে অবস্থান।)

(অপরদিক হইতে ভানুসিংহ ও দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।)

ভানুসিংহ।—দেখ, তোদের কোনও ভয় নেই। তোদের কাউকে কিছু করতে হবেনা কেবল আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবি, ব্যস। যদি কোনও বিপদে পড়ি,—নিশ্চয়ই পড়ব না, তবে যদি কোনও রকমে পড়ে যাই ত অল্প লোক হলে যুদ্ধ করে নিজেদের কায ফরশা করে সকলেই সরে পড়ব, আর যদি মেলাই লোক দেখিস ত লড়াই না করে তোরা দুজনে দৌড়ে গিয়ে রাজাকে খবর দিবি। আমি ধরা পড়ি পড়ব,—সে তোরা ভাবিস নে,—বুঝতে পারলি?

১ম সৈনিক।— আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি বই কি! তা আপনি যে রকম বলবেন সেই রকমই করব। হুকুম হয় ত আমরাই সাবাড় করে দিতে পারি, এ কাযটায় আর আপনি নেই বা গেলেন! কি বল মশাই, মহারাজের দুশমন,—তাকে না মারলে যে আমাদের ভারি পাপ হ'বে।

ভানুসিংহ।— হ্যাঁ হ্যাঁ;—মহারাজের ভারি দুশমন;—ভারি দুশমন!

২য় সৈনিক।—যে মহারাজের দুশমন সে আমাদেরও দুশমন,—সকলকারই দুশমন;—তাকেত মারতেই হ'বে। আচ্ছা মশাই, ছোঁড়াটা দেখতে কেমন বলতে পার? না হয় আগে আমরাই এক হাত দেখি তার পরে যদি না পারি ত তখন না হয় আপনি যাবে।

ভানুসিংহ।—না না, তোদের দেখে কায নেই,—তোদের দেখে কায নেই,—সে তোরা পারবিনে। দেখতে কি রকম জানিস বেশ সুন্দর রং, টানা টানা ডাগর চোখ, কিন্তু দেখতে পার না, অল্প অল্প গোঁফের রেখা দিয়েছে, বেশ গান গাইতে পারে। দেখ,—আমার বোধ হয় সেদিন আর বাছাধনকে উঠতে হয়নি,—ঝেড়ে এক ঘা যা লাগিয়েছিলুম তাইতেই কাবার হয়ে গিয়েছে। যদিই না হয়ে থাকে,—যদি কোনও রকমে সেদিন রক্ষে পেয়ে থাকে ত আজ তাকে শেষ করে যাব।

চন্দ্রনাথ।—(অন্তরালে স্বগতঃ) সেদিন যদি না হয়ে থাকে ত আজ শেষ করবেন। আচ্ছা,—কে কা'কে শেষ করে দেখা যাক! আহা,—দয়ার সাগর!—দয়া করে অন্ধ অসহায় বালকটীকে গুপ্তহত্যা করে যেতে এসেছেন! এরা কি মানুষ? এদের শরীরে কি মানুষের রক্ত বইছে না হিংস্রক পশুর রক্ত বইছে? এসব মানুষও কি দয়াময়ী জগতজননীর সন্তান? না বাবা,—তা কখনই হতে পারে না; এরা সব ডাকিনীর বাচ্ছা। তা সে যা'ই হোক,—আজ এসে যখন আমার ফাঁদে পা দিয়েছেন তখন আর এঁদের একজনকেও জ্যান্ত ফিরে যেতে হচ্ছে না। মা মহিষমর্দ্দিনী! বল দে মা,—

যেমন তোর প্রাণের ভক্ত ইন্দ্রনাথের উপর এরা অত্যাচার করতে এসেছে,—তেমনই এদের বধ করেই আজ তোর নরশোনিত পানের পিপাসা মেটাই।

ভানুসিংহ।—(স্বগতঃ) ওদের দুজনের হাজার, আর আমার একলার হাজার। হ্যাঁঃ,—ওদের আর অত দিয়েছি! একশো একশো দিয়ে বেটাদের ভাগিয়ে দেওয়া যাবে এখন। তাহলে ওই আটশো আর আমার হাজার এই মোট হল আঠার শো সুবর্ণ মুদ্রা,—করকরে ঝকঝকে সোনার চাকতি! ওঃ এবার আর আমাকে পায় কে? আমিই বা কে আর রাজাই বা কে? একটী পরিষ্কার বাড়ী নিয়ে,—সেটীকে বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে ওপাড়া থেকে সোনামুখী সোনামনিকে এনে তাইতে রাখব। মাগ বেটীকে দুর করে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব.—বেটী ভারি ঘ্যানঘেনে,—ওর জ্বালায় একটু আমোদ করবার যো নেই,—কি একটু মদ খাবার যো নেই। তারপর সোনামনিকে নিয়ে নতুন করে আমার সোনার সংসার পেতে বসব।

১ম প্রহরী।—কি মশাই,—অত ভাবনা কিসের গো! ভয় খাচ্ছ নাকি?

ভানুসিংহ।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ভয় খাব কিরে? ভয় কা'কে বলে ছেলেবেলা থেকেই তা আমি জানি নে। ভাবছিলুম কি জানিস? টাকার কথা। ব্যাটারা,—বড় মানুষ হয়ে গেলি যাঃ। তোদের দুজনের দুশো সুবর্ণমুদ্রা মহারাজ হুকুম করেছেন,—আর চাস কি?

২য় প্রহরী।—সে কি গো মশাই,—দুশো কি বল? তবে যে

শুনলুম এত দেবেন তত দেবেন যা চাইব তাই পাব শেষ-কালে কি না মোটে দুজনের দুশো? একটা মানুষ মারা কি চারটীখানি কথা মশাই? আমি ত এ কাযে আর থাকছি নে,—তুই কি বলিস রে?

১ম প্রহরী।—কি জানিস দাদা, রাজার মাইনে খাই ত? যদি বলত "যা এইটে করে আয়" আর যদি টাকার নামটী পর্য্যন্ত না করত—ত কি করতিস ভাই? এ চোরের রাত্রিবাসই লাভ,—যা পাই সেটা উপরি ত?—তবে তার আর কম কি বেশি সে কথায় কায কি? আর একটা কথা কি জানিস? শুনতে পাই ছোঁড়াটা রাজার দুশমন,—সে হিসেবে ত সে আমাদেরও দুশমন বটে?—তাকে মারাই ত আমাদের উচিত।

ভানুসিংহ।—হ্যাঁ হ্যাঁ,—রাজার দুশমন'—আমাদের সকলেরই দুশমন,—তাকে মারা আমাদের কর্ত্তব্য।

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে অন্তরাল হইতে চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

চন্দ্রনাথ।—হ্যাঁ রাজার দুশমন বই আর কি,—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে? কিন্তু ঐ গোড়ার "দু" টী বাদ দিলে দুশমনের যা থাকে আমরা রাজার তাই। এদের অবোধ পেয়ে বেশ বোঝাচ্ছিস ত! ধর্ম্মভয় যে পথ দিয়ে গিয়েছে সে পথ কি একেবারেই চেননা বাপু?

ভানুসিংহ।—নিশ্চয় চর,—নিশ্চয় শত্রু। মার, একেও মার,—রাজার শত্রু,—আমাদের শত্রু! মার মার,—এর মাথা নিয়ে গিয়ে মহারাজকে দেখাতে হ'বে! মার মার!—(চন্দ্রনাথকে মারিতে উদ্যত হওন)

চন্দ্রনাথ।—খবরদার! যদি আর এক পদ অগ্রসর হও,—তা হলে এইখানেই তিনজনকে বলিদান দিয়ে রেখে যাব। সাবধান! ওরাই যেন জানে না,—তুমি ত জান যে কার প্রাণবধ করতে তোমরা এসেছ! একটু মনে ভয় হয়না? একটু মনে সঙ্কোচও কি হয় না? দেবতা যা'দের রক্ষা করছেন,—গুপ্তভাবে এসেছ তাদের প্রাণের সামগ্রিটী হরণ করতে? আমাদের কোনও অনিষ্ট করা কি তোদের রাজার ক্ষমতা?

ভানুসিংহ।—দাঁড়িয়ে দেখছিস কি ব্যাটারা? মার না,—না হয় বন্দি করে ফেল। মার মার,—শত্রুর চর,—মেরে ফেল,—মেরে ফেল।

চন্দ্রনাথ।—যদি বিন্দুমাত্র প্রাণের মমতা থাকে,—আপন আপন হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে বেশ ভালমানুষের মতন দাঁড়িয়ে যা বলি তা শোন।

ভানুসিংহ।—এই বলাচ্ছি তোমায় দাঁড়াও—

(অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক চন্দ্রনাথকে মারিবার চেষ্টা সেই সময় চন্দ্রনাথের হঠাৎ পশ্চাৎ অপসরণ ও ভানুসিংহের সবেগে ভূতলে পতন।)

চন্দ্রনাথ।—এই ত ক্ষমতা!—এরই এত বড়াই? ছি ছি ছি ছি! মানুষ বলে পরিচয় দিস তোরা? মনে করছিস আমি একা,—নির্ব্বিঘ্নে আমাকে বধ করে তার পরে নিজেদের পাপকায সাধন করে এখান থেকে চলে যাবি? কিন্তু জানিস এখনই ইঙ্গিত করলে যমের মত সহস্র সহস্র মহাবীর বন্যসৈন্য

এসে পড়বে?—জানিস যে মুহূর্ত্তে এখানে এসেছিস সেই মুহূর্ত্ত থেকে তোরা অস্ত্রধারী বন্যসৈন্যদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছিস? সেই মুহূর্ত্ত থেকে সহস্র সহস্র চক্ষু সতর্ক দৃষ্টিতে তোদের লক্ষ্য করছে, তখন থেকেই তোদের এখান থেকে পালাবার উপায় নেই,—তা জানিস? কিন্তু তোরা সামান্য পতঙ্গ বইত নয়!—পাপিষ্ঠ নকুলেশ্বরের ক্রীতদাস বইত নয়! তাই তোদের বধ করে হস্ত কলুষিত করতে বন্য-সৈন্যদের ঘৃণা হয়। এখনও বলছি,—যদি ভাল চাস ত নিজের নিজের হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে ভালমানুষের মত দাঁড়া। আর আমার কথা না শুনিস ত আমাকে তা'র উপায় করতে হ'বে!

ভানুসিংহ।—মনে করেছ ভয় দেখিয়ে আমাদের বশে আনবে? সেটী হচ্ছে না। মার না বেটারা,—তোরা না রাজার নুন খাস? নেমকহারাম ব্যাটারা! মার না,—মেরে ফেল না,—হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি?—

(অস্ত্র লইয়া সকলের চন্দ্রনাথকে মারিবার চেষ্টা।)

চন্দ্রনাথ।—(বস্ত্রমধ্য হইতে ক্ষুদ্র বংশী লইয়া বাদন ও ধনুর্ব্বাণ দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে করিতে) দেখি কেমন করে আজ তোরা রক্ষা পাস! কেমন করে এখান থেকে ফিরে যাস! ওই দ্যাখ,—অদূরে বন্যসৈন্যের আবাস চেয়ে দেখ!—লক্ষ লক্ষ শমন সমান বীরের বিরুদ্ধে তিনজনে এসেচিস গুপ্তভাবে তাদের মাথার মনিটী হরণ করতে? তোদের রাজা স্বয়ং সসৈন্যে এসেও তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না,—

তা জানিস? এখনও আমার কথা শোন,—অস্ত্র ত্যাগ করে আমাদের বশ্যতা স্বীকার কর; না হলে তোদের কারও মঙ্গল নেই,—এইখানেই সকলকে বধ করব।

(কয়েকজন বন্যসৈন্যের প্রবেশ।)

ভানুসিংহ।—দেখ, ক্রমে ক্রমে শক্রর চর বাড়তে লাগল! এখন এদের সঙ্গে পারবি? চেষ্টা করে দেখ, জানিস এরা রাজার শক্র, আমাদের সকলেরই শক্র!

চন্দ্রনাথ।—মিথ্যা কেন প্রাণ হারাবে বল? যদি আপনাদের ভাল চাও ত ধরা দাও।

ভানুসিংহ।—তোমাদের কথায় ভয় পেয়ে ধরা দেব? ক্ষমতা থাকে যুদ্ধ করে—হারিয়ে আমাদের বন্দী কর, বিনা যুদ্ধে ধরা দেব তেমন কাপুরুষ আমরা নই।

চন্দ্রনাথ।—কাপুরুষ তোমরা? ওরে বাপরে! সে কথা কি বলতে পারি? অন্ধ বালককে তিনজনে সশস্ত্রে এসেছ লুকিয়ে হত্যা করে যেতে, তোমাদের মত বীর, তোমাদের মত সাহসী আর এ পৃথিবীতে আছে? তোমরা কাপুরুষ? কে বললে?

১ম বন্যসৈন্য।—এতক্ষণ বুঝতে পারিনি; এরা পাপিষ্ঠ রাজা নকুলেশ্বরের চর, এরাই আমাদের ইন্দ্রনাথকে হত্যা করবার চেষ্টায় সেদিন ছোরা মেরে গিয়েছিল। জয় মা জগদম্বে! আর দেখি আজ আমাদের হাত থেকে কেমন করে রক্ষা পাস্।

(উভয়পক্ষে যুদ্ধ, এবং ভানুসিংহ ও তৎসঙ্গীগণকে বন্দী করন।)

চন্দ্রনাথ। এখন কি বল? আমাদের ক্ষমতা আছে কি? সে

সব বড়াই কোথায় গেল? যাক,—এখানে আর এদের মারবো না,—গুরুদেবের কাছে নিয়ে চল, তিনি বিচার করে যা বলেন তাই করা যাবে। মা ভৈরবী অনেকদিন নররক্ত খাননি আজ তাঁর সে সাধ মেটাব;—নিয়ে এস।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কালীমন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন।

ভৈরবাচার্য্য।

ভৈরবাচার্য্য। মায়ার কুহকে পড়ি সংসার কাননে,
সুখ দুঃখ নানাভাবে ভুঞ্জি কতকাল,
ছেদিয়া বন্ধন,—আইনু পলায়ে—
লইতে আশ্রয় জননীর অভয় চরণে!
মুখে সদা কালীনাম, সেই ধ্যান অবিরাম,
বাসনা অন্তরে—সেবিবারে রাঙ্গা পাদুখানি।
এতদিন ত্যজি গৃহবাস,—ছেদি মায়ার বন্ধন-
ভুলেছিনু সংসারের জ্বালা;
মমতার লেসমাত্র ছিলনা অন্তরে।
কিন্তু হায়! বিধিলিপি কে করে খণ্ডন?
এ বৃদ্ধ বয়সে রহি বনবাসে
হইলাম বদ্ধ পুনঃ সংসারের পাশে।

মায়ার মোহিনীজাল আবরিল হৃদি,
চিন্তা সহচরী তার আসি সাথে সাথে
নিত্য নবপথে মোরে করায় ভ্রমন।
ধন্য লীলা তব লীলাময়ী!
কি খেলা খেলাও নরে—কেবা পারে বুঝিবারে?
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—তপ করি নিরন্তর
অক্ষম যে লীলা বুঝিবারে,—
ক্ষুদ্র নর আমি,—তাহা বুঝিব কেমনে?
মুক্ত কর এ সন্তানে মায়াপাশ হতে,—
শক্তি দে মা সনাতনি পূজিবারে পাদুখানি,—
নিরন্তর তোরই কার্য্যে রহিতে ব্যাপৃত।
স্রোতে ঢালিয়াছি কায়,—ঘটুক যা আছে তোর মনে।

(ভানুসিংহ ও তৎসঙ্গিগণকে লইয়া চন্দ্রনাথ ও বন্যসৈন্যগণের প্রবেশ।)

চন্দ্রনাথ। কালি অমাবশ্যা নিশি,
করিব মায়ের পূজা মানব শোনিতে।
হের প্রভু, তিনজন গুপ্তহত্যাকারী—
এসেছিল ইন্দ্রনাথে করিতে বিনাশ,
পেয়ে সমাচার,—আনিয়াছি বন্দি করে,—
বলি দিব মায়ের চরণে অনুমতি পেলে তব।
আজ্ঞা দেহ গুরুদেব, রাখি গুপ্তগৃহে
বন্দি করি দুরাশয়গণে।

(মদনাখ্যাপার প্রবেশ।)

মদন। তাইত বলি,—এত গোলোযোগ কিসের! এই যে দলবল নিয়ে সর্দ্দার ধরা পড়ে গেছেন। আমি বলেছিলুমত বাপ্! পাঁচ দিন চোরের একদিন সাধের! তা তখন মদনাকে সহর-ছাড়া করে দিয়েছিলে এখন এ খ্যাপাটার কথা ফললো ত?

ভৈরবাচার্য্য। কে তোমরা? কি অভিপ্রায়ে এ দেবমন্দিরে এসেছিলে?

মদন। ওরা আপনি কি এসেছিল বাপ? সাধ্য কি তা আসে? ওদের আসিয়েছে তবেত এসেছে!

ভানুসিংহ। আমরা রাজার অনুচর, রাজবিদ্রোহিদের সন্ধান নেবার জন্য এসেছিলুম।

ভৈরবাচার্য্য। রাজবিদ্রোহী! দুরাচার! কা'কে কি বলছিস জানিস? অকৃতজ্ঞ মহাপাপী গুপ্তহত্যাকারী রাজার অনুচর হয়ে প্রকৃত রাজভক্তদের বলছিস রাজবিদ্রোহী? প্রকৃত রাজার অন্ধ অসহায় তনয়কে গুপ্তহত্যা করতে এসেছিলি? যে মহারাজ অমরনাথের শাসনগুণে সমস্ত প্রজা সুখে নির্ভাবনায় কাল কাটাত,—ষড়যন্ত্রকারী,—খল,—পরস্বাপহারী মহা অত্যাচারী, রাজপরিচ্ছদাবৃত পিশাচ নকুলেশ্বরের আজ্ঞামতে সেই চিরস্মরণীয় মহারাজ অমরনাথের একমাত্র পুত্রকে গুপ্তহত্যা করতে এসেছিলি! নরকের কীটগণ! কোন শাস্তি তোদের উপযুক্ত? আমার বোধ হয় নরকেও তোদের রাজার বা তোদের মত মহাপাতকিদের উপযুক্ত স্থান নাই; আর পৃথিবীতেও তোদের মত পাপাত্মার উপযুক্ত শাস্তি কিছু নেই।

১ম সৈনিক। প্রভু! আমরা যথার্থই অপরাধী। না জেনে না বুঝে আমরা যে পাপ করতে যাচ্ছিলাম,—তা'র জন্য আপনার বিচারে যা হয় সেই শাস্তিই আমরা মাথা পেতে নেব। আর যদি প্রাণরক্ষা করেন ত এখন থেকে প্রাণপণে মহারাজ অমরনাথের কার্য্য করব।

মদন। এই এতক্ষণে ধাতে এসেছ বাপ! তা না জেনে বলছ কেন বাপধন,—না জেনে বলছ কেন? একটু চোখ চেয়ে এদিক ওদিক একবার দেখে নিলেই ত পারতে। তা জানবেই বা কেমন করে বাপ,—জানতে কি কিছু দিয়েছিল? সকল কর্ম্মই যে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে করেছিল।

২য় সৈনিক। প্রভু, অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য যে শাস্তি হয় দিন,—আমরা হাসতে হাসতে—মাথা পেতে তা নেব। কিন্তু ভানুসিংহ জ্ঞানপাপী,—ও নিশ্চয়ই সমস্ত জানত।

মদন। ওরে বাবা,—জ্ঞানপাপী কেউ নয় আবার সবাই জ্ঞান-পাপী! ওকি আপনি কিছু করেছে? ওকে ঘাড় ধরে করিয়েছে তবে ত ও করেছে! না যদি করে ত অমনি ভূত নেলিয়ে দেবে। সর্দ্দারটী তোমাদের পাপ করে করে এমন হয়ে দাঁড়িয়েছেন যে পাপ করতে আর বাধে না। পাপ করছি মনে হলে ওকি এ কায করতে আসে বাপ্?

চন্দ্রনাথ। (ভানুসিংহের প্রতি) এখন বল্,—তোর কি বলবার আছে?

ভানুসিংহ। আমি ওদের মত ভীরু ত আর নয়, যে ভয়ে শত্রুর আশ্রয় নেব? তাতে আমাকে বধ করতে হয় কর,—আর ছেড়ে দিতে হয় দাও। আমার আর কিছু বলবার নেই।

মদন। অত ত্যাওড়াচ্ছ কেন বাপ? ও ধারাটা ছেড়ে একটু সুবোধ হয়েই না হয় দিন কতক দেখ না! ও ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই ত অনেকদিন করলে,—চিরদিন কি এক ভাবে যায় বাবা? তাহলে আর ভাবনা ছিল কি?

চন্দ্রনাথ। চল তবে ভৈরবী সেবায় জীবন উৎসর্গ করবি চল।

ভৈরবাচার্য্য। না চন্দ্রনাথ, আজ্ঞাবাহী ভৃত্যকে বধ করে কোনও ফল নেই; বিশেষতঃ প্রাণবধে আর ওর কি শাস্তি হবে? সময় হলে যদি কখন আপনার কুকার্য্য বুঝতে পারে তখন আপনার অনুতাপানলে আপনি দগ্ধ হবে,—তা'তে প্রাণবধের চেয়ে অধিক শাস্তি হবে। ওকে বধ করে হস্ত কলুষিত করবার কোনও আবশ্যক নেই, ছেড়ে দাও।

ভানুসিংহ। হ্যাঁ, ছেড়ে দাও, আমাদের এখন অনেক কায। রাজ্যের ভেতর এমন একটা ডাকাতের আড্ডা হয়েছে, সেটাকে উচ্ছেদ করতে হবে ত?

মদন। ঠাকুর, বলছিলে না যে নিজের অন্যায় যখন বুঝতে পারবে তখন আপনার অনুতাপানলে আপনি দগ্ধ হবে? দেখছ ত বাপ, ওর ভাবটা? ওর কি কখন অনুতাপ হবে না ও কখন নিজের অন্যায় বুঝবে? তা বোঝবার হলে কি এই সকল কায কখন করে বাপ্?

চন্দ্রনাথ। জানিস দুরাচার, এখনও তুই আমাদের হাতের মধ্যে? ইচ্ছা করলে এইখানে এই দণ্ডেই তোর প্রাণবধ করতে পারি—তা জানিস?

ভানুসিংহ। তা না জেনে কি আর এ কাযে হাত দিয়েছি? এ কাযে যে পদে পদে প্রাণ যায়,—তা আমি খুব জানি; কিন্তু

ভানুসিংহ প্রাণের মায়া করে না, আর ভয় কা'কে বলে তাও জানে না।

চন্দ্রনাথ। তোর মত নির্লজ্জ, তোর মত পাপিষ্ঠ বোধহয় ত্রিভুবনে আর নাই। দুঃসাহসিক! সিংহের মুখের সামনে দাঁড়িয়েও তোর ভয় নেই,—তাকে বিরক্ত করছিস।

ভৈরবাচার্য্য। চন্দ্রনাথ, যেতে দাও, পাপিষ্ঠের সঙ্গে তর্ক করায় কোন ফল নেই।

চন্দ্রনাথ। দূর হ পিশাচ! বড় ভাগ্য যে প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেলি।

(ভানুসিংহের গলদেশে হস্ত দিয়া বহিষ্করণ।)

ভানুসিংহ। এর শাস্তি শীঘ্রই পাবে।

(প্রস্থান।)

মদন। ইস্! দুনিয়াদারির চোটটা একবার দেখছ বাপ? এত ধাক্কা খেয়েও নিজের ধারাটী ছাড়তে পারলে না। বেটী! খুব খেলাচ্ছিস,—না? ভবঘুরে মদনাখ্যাপাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কত জায়গায় কত খেলাই দেখালি মা! আরও কত দেখাবি কে জানে?

চন্দ্রনাথ। গুরুদেব, আর না! এত অত্যাচার ত আর সহ্য করতে পারা যায় না! আমরা মায়ের নাম করে, মা মহাশক্তির শরণাপন্ন হয়ে—অত্যাচারী নকুলেশ্বরকে শাস্তি দেবার জন্য এখানে সকলে সমবেত হয়েছি। আমাদের সম্মুখেই যদি পাপিষ্ঠ আপনার পাপকার্য্য অবাধে করে যায়,—তা হ'লে আর আমাদের এত পরিশ্রম—এত সাধনার ফল কি? যদি এই পাপের স্রোত অবাধে বইতেই থাকে—আর আমরা

তার প্রতিকার না করে স্থির হয়ে বসে দেখি,—তা হলে আর লোকে ক্ষণিক সুখদ পাপকার্য্যে রত হয়ে পুণ্যকার্য্যের মস্তকে পদাঘাত না করবে কেন? প্রভু, আজ্ঞা দিন বন্যসৈন্য দল নিয়ে পাপিষ্ঠকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে আসি।

ভৈরবাচার্য্য।—অত অধীর হলে কি চলে বাপু? এখনও ইন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়নি, আর বন্যসৈন্যরা এখনও তেমন রণদক্ষ হয়নি,—এ অবস্থায় নকুলেশ্বরকে আক্রমণ করলে ত জয়লাভ করতে পারবে না। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর তারপর নকুলেশ্বরকে শাস্তি দিয়ো! আর হয়ত আক্রমণ করতেও হবে না, পতঙ্গ আপনি এসে আগুণে ঝাঁপ দিয়ে আপনার পাপের ফল আপনি গ্রহণ করবে।

চন্দ্রনাথ।—প্রভু, মহারাজ অমরনাথ কি এখনও জীবিত?

ভৈরবাচার্য্য।—সে কথা নিশ্চিত বলতে পারি না। কিন্তু প্রেত-মূর্ত্তির মত সেই মূর্ত্তি দেখলে তিনি বলেই বোধ হয়। অমন পুণ্যাত্মা লোক যে প্রেতযোণী প্রাপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবেন তা ত আমার বিশ্বাস হয় না।

(ইন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

ইন্দ্রনাথ।—গুরুদেব, কৃপায় করহ মম সন্দেহ ভঞ্জন,—
ত্যজি শান্তি সুধাময় কালীনাম,
বিফল সংসার সুখে মাতি অবিরাম,
প্রবল রিপুর তেজে হইয়া তাড়িত
কি সুখে মানব ভ্রমে ধরণী মাঝারে,—
হিংসা দ্বেষ পূর্ণতেজে বিরাজিত সদা যেইস্থানে?

ভ্রমে অন্ধপ্রায়,
যথার্থ যে সুখ তাহা দেখিতে না পায়,
জ্ঞানবুদ্ধিহারা সবে রিপুর তাড়নে।
নাহি জানি কেন এই বিকার সবার,
মর্ম্ম তার না পারি বুঝিতে।

মদন।—বিষম সমস্যারে বাপ, ওটী বড় বিষম সমস্যা;—কিছু বোঝবার যো নেই। চোখ থাকতেও সব ব্যাটাই কানা, দেখেও কিছু দেখে না, বুঝতে পেরেও বোঝে না। সামনে দিব্যি সরবতের বাটী, নিয়ে খেলেই প্রাণ জুড়িয়ে যেত,—তা নয় সেটা পা দিয়ে উলটে ফেলে দিয়ে ব্যাটারা ছুটছে পচা পানাপুকুরে তেষ্টা মেটাতে। মদনা ত বলেই দিয়েছে বাপ, যে এ দুনিয়াটা একটা ভেলকিখানা, চারদিকে খালি ভেলকি দেখে যাও। সব আজগুবিরে বাবা, সব আজগুবি,—শাদা সিধে এর কিছুই নয়।

ভৈরবাচার্য্য।—সত্য এ বচন।
মায়াপাশে বদ্ধ বৎস, ধরাবাসিগণ।
রাখিতে সংসার—সৃজন মায়ার;—
এ লীলা মাতার সাধ্য কার পারে বুঝিবারে
সংসারের পাশ দুর্নিবার,—
দারাসুত আদি পরিবার—
রাখে অনিবার বাঁধি নরে বিষম বন্ধনে;
সুখ অন্বেষণে ব্যস্ত সদা পরস্পর,
নাহি অবসর চাহিতে ধর্ম্মের পানে।

সাধি সংসারের কর্ত্তব্য আপন—
যেই মহামতি রাখে মতি মায়ের চরণে,
সেইজনে জননীর কৃপা অতিশয় ;
অন্তকালে পদতলে দেন তারে স্থান।
ছেদি বন্ধন মায়ার—ত্যজিয়া সংসার,
অবহেলি নিরূপিত কর্ত্তব্য ধরায়
করে যেবা মার সেবা আসিয়া বিজনে,
কাপুরুষ কহি সেইজনে ;—
নারিল রহিতে—সংসারের তাড়না সহিতে,—
পালিতে আদেশ জননীর,—
ভয়ে পলাইল—আশ্রয় লইল অভয়ার অভয় চরণে।
সংসার আলয়—শান্তি সুখময়,—
কার্য্যক্ষেত্র,—পরীক্ষার স্থল ;—
পরীক্ষায় না টলে যে জন,—
করি নিজ কর্ত্তব্য সাধন
সংসারের ধর্ম্মপথে করে বিচরণ,
করে কার্য্য কোনরূপে লিপ্ত না হইয়া
অবহেলে স্থান সেই পায় মার কোলে।

ইন্দ্রনাথ।— যদি এ সংসার সুখের আগার
দুঃখ পায় কিহেতু মানব তবে ?

ভৈরবাচার্য্য।—নিজ পূর্ব্বজন্মকৃত করমের ফলে
সুখ দুঃখ ভুঞ্জে নর এ মহীমণ্ডলে।
মানবের শিক্ষাদাতা বিবেক প্রধান,—
অন্তরে রহিয়া,—দয়াময়ী দেন নরে সতর্ক করিয়া

অগ্রসর হয় যবে কুকার্য্য সাধিতে।
মদমত্ত বিকৃত অন্তর,—প্রলোভন দেখি বহুতর,—
বিবেকের বারণ না মানে,—
ধায় নর পাপকার্য্য করিতে সাধন।
জেনেও না জানে বুঝেও না বুঝে,—
অবশেষে উপযুক্ত পায় প্রতিফল।

ইন্দ্রনাথ।— কি হেতু মানব প্রভু, হিংসে পরস্পরে ?

ভৈরবাচার্য্য।—স্বার্থ চিন্তা প্রধান সংসারে ;
স্বার্থসিদ্ধিহেতু—অসাধ্য সাধন নর পারে করিবারে।
নিজ সহোদর পেলে অবসর
তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধরি হয় অগ্রসর বধিবারে সহোদরে !
পিতা পুত্রে বধ করে, পুত্র হরে পিতার জীবন।
পতি যারে প্রাণ সম করে জ্ঞান,—
হেন নারী স্বার্থসিদ্ধিতরে
বধ করে অকাতরে পতিরে আপন ;—
পতি কভু স্বার্থসিদ্ধিতরে
পতিগতপ্রাণা পত্নীবধে করয়ে যতন।
সুহৃদ দুজন,—একত্রে নিবাস,
একসঙ্গে শয়ন ভোজন,
কাতর অন্তর হত
একজন অপরের না পেলে দর্শন,—
স্বার্থে কভু পাইলে আঘাত
বন্ধুত্বের হয় অবসান,
দ্বন্দ্ব করে পরস্পরে—বিনাশে পরাণ।

স্বার্থের ছলনে মুগ্ধ জনে জনে
হিংসে পরস্পরে বৎস, সিদ্ধি হেতু তা'র।

ইন্দ্রনাথ।— শুনি কথা শিহরে অন্তর,
সংসারে মানব তবে হিংস্রজন্তু প্রায়
ধায় সবে নিজ নিজ সুখ অন্বেষণে,
বাধা পেলে দ্বন্দ্ব করে হয়ে রোষান্বিত ;—
কোথা সুখ তবে দয়াময় ?

মদন।—সুখ আছে রে বাপ, সুখ আছে। আনন্দময়ীর রাজ্য এ দুনিয়াখানা,—এখানে সুখ থাকবে না ত থাকবে কোথায় বাপ? তবে যদি কেউ সুখ না চায়,—কেবল মনের মধ্যে জিলিপির প্যাঁচ পাকিয়ে আপনার অশান্তি আপনি নিয়ে আসে, তবে সে কার দোষ বাবা? বুকের ভেতর মা আপনি বসে বলে দিচ্ছে ও কাযটী কোরো না বাবা, তা হলে বড় কষ্ট পাবে। আমরা এমনি সুবোধ ছেলে যে যেটী মা বারণ করেন আগে সেই কাযটী করে বসি ; কাযেই দুঃখ পেতে হয়। নিজের কাযটী করে যাও, অপরের কোনও ধান্ধায় থেকো না, আর মন যেটী বলে সেইটী কর, যেটী বারণ করে সেটী কখনও করতে যেও না, ব্যস, তাহলেই তোমার কখন কোনও কষ্ট হবেনা। মন যেটী বারণ করবে—জেনো সে কাযটী মা ভগবতীই তোমাকে বারণ করছেন কাযেই সেটী মন্দ কায তাতে সন্দেহ নাই,—বুঝলে বাপ্?

ভৈরবাচার্য্য।—স্থির হও, পরিপক্ক হলে জ্ঞান বুঝিবে সকল।
ত্যজহ বিকার,—এ সংসার সুখের আগার,
আপনার কর্ম্মদোষে দুঃখ পায় নর।

নিজ নিজ কার্য্যে সবে করহ গমন,
যাও বন্যসৈন্যগণ,
সাবধানে রক্ষা কর মন্দিরের দ্বার,
রজনী আগতা,
অরি কেহ লুকায়ে না আসে যেন হেথা।

(চন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রনাথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

ইন্দ্রনাথ।—(স্বগতঃ) ক্রমে যেন কাটিতেছে স্বপনের ঘোর।
নয়ন আছিল দৃষ্টিহীন,—
সেইহেতু স্বপ্নসম মনে হয় অতীতের কথা।
আচার্য্যের কৃপাগুণে এতদিন পরে
দৃষ্টিশক্তি লভিতেছি অল্প অল্প করি,—
ছায়াসম সকলি নেহারি,
বুঝিতে না পারি বর্ণ কিম্বা অবয়ব।

চন্দ্রনাথ।— কহ ভাই, কি ভাবিছ মনে মনে ?
চপলার কণ্ঠস্বরে লাজ দেয় পিকবরে,—
সেস্বরে অন্তরে তব হয়েছে কি প্রেমের বিকাশ ?
অথবা মুরতি তার কল্পনার বলে
চিত্রি অন্তস্তলে,—হেরিতেছ মানস নয়নে ?

ইন্দ্রনাথ।— অন্ধজনে মুরতির মর্ম্ম কিবা জানে ?
নাহি জানি রূপ কিবা দেখিনি কখন,
শুনেছি কেবল নররূপমুগ্ধ হয়
করে কার্য্য রূপতৃষা করিতে নির্ব্বাণ।
সত্য বটে বাণী তা'র অমিয় সমান

চাহে মন অবিরত করিবারে পান ;—
হতজ্ঞান,—না মানে বারণ !
এখন সেচিন্তা কিন্তু নাইক অন্তরে।
ভাবিতেছি কিরূপে অন্ধের আঁখি হ'বে
নেহারিবে জগতের সৃষ্ট বস্তু যত।

চন্দ্রনাথ।— সরল অন্তর তব নাহি জান ধরণীর কোন বিবরণ,—
কি বুঝিবে প্রেমের কি ভাব ?
লব্ধদৃষ্টি হ'বে যবে আঁখিদুটী তব,—
সুবিমল রূপরাশি নেহারিবে তার ;
হ'বে প্রাণে প্রেমের সঞ্চার,
ভেসে যাবে অন্য চিন্তা প্রেমের জুয়ারে।
প্রেয়সীর ছবি সতত জাগিবে মনে,
যাচিবে হৃদয় সদা প্রেমালাপ করিতে নির্জ্জনে,
কঠিন পাষাণে ফুটিবে কোমল পুষ্পরাজি।
ওই আসিছে চপলা,—
যাই আমি,আছে প্রয়োজন।

(প্রস্থান।)

(অপরদিক হইতে চপলা ও চাঁপার প্রবেশ।)

চাঁপা।—একলা বসে ভাবছ কি ?

ইন্দ্রনাথ।—নিজের কথাই ভাবছি।

চাঁপা।—একজন তোমার জন্য পাগল, দিন রাত তোমার কথা ভাবে, আর তুমি নির্জ্জনে বসে নিজের কথা ভাবছ ? তুমিত বড় নিষ্ঠুর !

চপলা।—(জনান্তিকে চাঁপার প্রতি) মরণ আর কি !

ইন্দ্রনাথ।—আমি হীনজন,—

কহ সুধামুখী, কেহ মম আছে কি আপন ?
শুনিয়াছি এ জগতে ধনরত্ন সার
বিহীন সম্পদে—ত্রিজগতে কেহ নহে কার !
আমি অতি দীন,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে ভেসে যাই।
স্রোত মুখে যেন ক্ষুদ্র তৃণ,—
বল সুবদনী,—
এজগতে কেহ কি আমার চিন্তা করে ?

চাঁপা।— তুমি জ্ঞানহীন, সরলতা মাখান অন্তরে,—
কি বুঝিবে প্রেমের কি ভাব ?
মাধুরিমাময় প্রেমপূর্ণ ও তব বয়ান
বিকশিত কুসুম সমান,—
নাহি জান কি লহরী খেলে তায় !
আঁখিযুগ লব্ধদৃষ্টি হলে,—
বসিবেন রতিপতি ফুলশরাসন পাতি
যুড়ি তাহে পঞ্চ ফুলশর,
মরিবে রমণীকুল হয়ে জর জর।
সখী মম রূপে রতিসমা
প্রেমাধীনা বদ্ধ হবে তব প্রেমফাঁশে,
প্রেম ডোরে বন্দি রবে দোঁহে দোঁহা পাশে।

ইন্দ্রনাথ।— অন্ধ আমি, নাহি জানি রূপ কারে বলে !
নাহি জানি পঞ্চশর, না জানি মদন ;—

না জানি ভ্রূকুটী কিবা দেখায় নয়ন।
মাত্র অন্ধকার এতদিন নেহারিল আঁখি,
এবে ঔষধির গুণে
অস্পষ্ট ছায়ার মত নিরখি সকল!
বড় আশা হয় অন্তরেতে,—
নয়নে লভিয়া দৃষ্টি,—
প্রাণভরে হেরিব কি আছে ধরা'পরে।
জানি না প্রণয় কভু,—
কিন্তু চপলার বাণী শ্রুতিসুখকর
হয় সাধ অবিরত করিতে শ্রবণ।
ভাবি মনে—লভিয়া নয়ন—
হেরিব কিরূপ রূপ ধরে সেইজন
কণ্ঠস্বরে শুধু যার বিমোহিত প্রাণ,—
অস্থির পরাণ,—ক্ষণে ক্ষণে উঠে শিহরিয়া—
কি জানি কি অজানা আবেশে,—
অবশ হইয়া থাকে কায়!
কহ বালা, এই কি প্রণয়?

চাঁপা।— সরল অন্তরে তব অঙ্কুরিত প্রণয়ের বীজ।
দৃষ্টিশক্তি লভিলে নয়ন
অতুলনা রূপরাশি করিলে দর্শন,
ফলে ফুলে প্রেমতরু হইবে শোভিত।
সখী মম প্রেমকথা করিয়া শ্রবণ—
লজ্জা পেয়ে নতমুখে নিরখে ধরণী।

ইন্দ্রনাথ।—তুচ্ছ কথা দিল ব্যথা সরল অন্তরে!

ক্ষম সুধামুখী,—
অজ্ঞান যেজন,—
নাহি জানে ধরণীর কোনও বিবরণ,
অপরাধী কে করে তাহারে?

চাঁপা।— বুদ্ধি তব বালকের প্রায়,—
প্রেমের কুটীল গতি বুঝিবে কেমনে?
লাজে নতমুখ,—নয়ন উৎসুক কিন্তু বদন হেরিতে।
প্রণয়ীর সুধাময় বচন শুনিয়া
শ্রবণ না তৃপ্ত হয়,—আরও শুনিবারে চায়,—
লাজ সুধু বাধা দেয় তাহে
তাই প্রকাশিতে নারে অন্তরের কথা।
প্রণয়ের এই ভাব,—
মনে বড় সাধ,—কিন্তু লাজ অন্তরায়।

চপলা।— রতিপতি জিনি রূপ কুমার তোমার,—
সংসারের কুটীলতা পশেনি হৃদয়ে।
তাই তব সরলতা করিয়া দর্শন,—
সাধ হয় বিকাইতে পায়;
না মানে লাজের বাধা অস্থির অন্তর,—
বাসনা অন্তরে—চোখে চোখে রাখি নিরন্তর,
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি হয়।
দূর হতে এতদিন দেখেছি তোমায়,
গোপনে অন্তরে রাখিয়াছি অন্তরের সাধ;
লাজ অন্তরায় তাই করিনি প্রকাশ।
আজি কিন্তু হৃদিবেগ নারি সম্বরিতে

প্রাণের সকল কথা বলিনু তোমারে,—
কোরো না হে ঘৃণা,—কর মোরে ক্ষমা,—
চপলা চঞ্চলা অতি জ্ঞান চিরদিন।

ইন্দ্রনাথ।— সুধামুখী, হীনজন আমি,—
কেন এত মিনতি আমারে?
শুনি বাক্য তব বিচলিত হৃদয় আমার,—
সত্য কহি সুবদনী,—খরস্রোত বহে ধমনীতে।
না জানি কি ভাব প্রাণে হইল আমার,—
কি এক বিকার—বাক্যে তাহা নারি প্রকাশিতে।

চাঁপা।— দেখিতে দেখিতে সমাগতা সন্ধ্যাদেবী,
হেথা অবস্থান আর না হয় উচিত।
পাপিষ্ঠের গুপ্তচর আছে চারিদিকে,—
চল সবে ফিরে যাই মন্দির ভিতরে।

ইন্দ্রনাথ।—সত্য কথা,—কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়েছে আগতা,
চল যাই মন্দির ভিতরে।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাননমধ্যস্থ পথ।

ভানুসিংহ ও কয়েকজন সৈনিক।

ভানুসিংহ।—তোমরা সকলেই ক্ষত্রিয় সন্তান ; ভয় কাকে বলে তা তোমরা জাননা,—ভয় কথাটা ক্ষত্রিয়দের শিখ্‌তে নেই। এই রাজ্যের মধ্যে রাজধানীর সীমার কাছে বন্যসৈন্য নাম ধারণ করে একদল ডাকাত এসে পুরোন কালীমন্দিরের আশে পাশে আড্ডা করে বসে আছে। রাজার কাছেই শুনলে ত যে তারা মহারাজের পরম শত্রু;—আমাদের সকলেরই পরম শত্রু! আবার শুনলুম তারা নাকি মহারাজের শত্রু কেরলীর রাজকন্যাকে আশ্রয় দিয়ে কেরলীর অনেক লোককে অনেক সৈন্যকে আপনাদের দলে নিয়ে দল পুরু করেছে, সেইজন্য তারা আরও অপরাধী। আমরা সবাই রাজভৃত্য ; মহারাজের শত্রুদের দমন করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য আর মহাধর্ম্ম! এস ভাই, সকলে মিলে রাজার শত্রুরদল যাতে ক্ষয় হয় সেই চেষ্টা করি।

১ম সৈনিক।—চল না দেখি—অত কথায় কায কি? মেলা বকলে কি হবে? চল দেখিয়ে দাও তারা কোথায় আছে তারপর যুদ্ধ করে—

ভানুসিংহ।—না, না,—এখনও সেসময় হয়নি, আমরা সে জন্য আসিনি। তারা দলে পুরু, আমরা এই কজনে গিয়ে তা'দের

কোনও ক্ষতিই করতে পারবনা। এখন আজ কেবল কৌশল করে সেই কেরলীর রাজকন্যাটাকে হরণ করে নিয়ে যেতে হ'বে। ব্যস,—তা'হলেই এ কাযটা অনেক হালকা হয়ে আসবে। রাজকন্যাকে না দেখলেই কেরলীর সৈন্যেরা আর অকারণ বন্যসৈন্যদের দলে মিশে থাকবে না, যে যা'র ঘরে চলে যা'বে, এদের দলটাও বেশ হালকা হয়ে পড়বে। তখন এসে যুদ্ধ করে ব্যাটাদের ঝাড়ে বংশে নির্ব্বংশ করা যাবে,—কাযটা তখন খুব হালকা হবে।

(মদনের প্রবেশ।)

মদন।—কা'কে হালকা করছিস বাপ, কা'কে হালকা করছিস? সেটী কি হ'বার যো আছে বাবা? সে যো মোটেই নেই। যেই তুমি হালকা করতে যা'বে—হালকা ত হ'বেই না উল্‌টে একেবারে বিশমোন ভারি হয়ে পড়বে।

ভানুসিংহ।—এ কে? মদন খুড়ো? তুমি এখানে এসে জুটে বড় ভাল করনি। জান এখানে মহারাজের শত্রুরা এসে আড্ডা করে আছে? এখানে আসাটা তোমার ভাল হয় নি। একবার মহারাজের নামে বদনাম রটানতে তোমাকে নগর থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল; আবার এখানে এসে মহারাজের শত্রুদের সঙ্গে মিশেছ?

মদন।—সহর থেকে বার করে দিয়েছ কাযেই বনে এসে বনবাস করেছি বাপ! এর আর অন্যায়টা দেখলে কোথায়? একটা কোথাও থাকতে হ'বে ত? তারপর শত্রু কে বাপ, শত্রু কা'কে বলছ? আর তোমাদের মহারাজই বা কে?

এখন ত নগরে মহারাজ নেই বাপ! মহারাজ আর কেউত নয়, মহারাজ অমরনাথ ;—এখানে যা'রা থাকে তা'রা মহারাজ অমরনাথের শক্র নয় বাপ, পরম মিত্র।

১ম সৈনিক।—এ কি! এসব কি কথা? মদন খুড়ো এসব কি বলছে? এখানে যারা থাকে তা'রা মহারাজ অমরনাথের মিত্র, অথচ এখনকার রাজার শক্র, এর মানে কি?

ভানুসিংহ।—তুমিও যেমন, ওর কথা আবার শোনে! ও পাগল কত রকম আবল তাবল বকে, জাননা সেইজন্যে ওকে নগর থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল?

১ম সৈনিক।—আবল তাবল বকার জন্য নগর থেকে বার করে দিতে হয় এমনত কখন শুনিনি। নিশ্চয়ই তা'র ভেতর কোনও কথা আছে। তারপর খুড়ো যেসব কথা বলে তা সকল সময়ত পাগলের কথার মত বোধ হয়না,—ও অনেক সময় অনেক কথা বেশ জ্ঞানীর মত বলে। এর ভেতর নিশ্চয়ই একটা কিছু লুকোন কথা আছে,—তোমরা সেটা সকলকে জানতে দিতে চাওনা।

মদন।—ওরে বাবা, লুকোন কথা বলে কথা?—একটা বিষম রহস্য! কি জানিস বাপ, মহারাজ অমরনাথ একটী কালনাগিনী পুষেছিল। সেই কালনাগিনীটী একটু বড় হয়ে সুদে একটী রাজপুত্তুর হয়েছে দেখে পয়লা হাত তা'কে ছোবলালে, তারপর সেই রাজপুত্তুরের মা রাজরাণীটীকে দংশালে, শেষে এমনি তা'র তেজ যে রাজা বেচারীকেও খেলে। তারপর এখন আর একজনের কাছে পোষ মেনে তা'র কাছে রয়েছে। তা

সাপিনী পোষা ত আর অমনি নয় বাপ,—সময় পেলে হয়ত তা'কেও ছোবলাবে, তারপর—

ভানুসিংহ।—দেখছত কি রকম আবল তাবল যা ইচ্ছে তা'ই বলছে? ওর কথা আবার মানুষে বিশ্বাস করে?

মদন।—বাবা, আবলই বল আর তাবলই বল ভবি ভোলবার নয়! তারপর এই মন্দিরের সন্ন্যাসী ঠাকুরটী সেই ক্ষুদে রাজপুত্তুরটীকে কুড়িয়ে পেয়ে তার বিষটিষ ঝাড়িয়ে এইখানে যত্ন করে রেখে দিয়েছেন।

ভানুসিংহ।—মদনখুড়ো, ও তুমি কি সব মিছে বকছ? তোমার ওকথা কেউ শুনছে,—না বিশ্বাস করছে; অমন বাজে বকে যদি আমাদের বিরক্ত কর, কি কাযে বাধা দাও ত তোমাকে তা'র ফলভোগ করতে হ'বে। এস হে এস, চল যাই,—মেয়েটাকে না নেযেতে পারলে হবেনা,—মহারাজ বড় রাগ করবেন।

১ম সৈনিক।—নারী হরণ? কেবল এই কাযের জন্যই কি তুমি আমাদের সঙ্গে করে এনেছ নাকি? ছি ছি ছি ছি! নারী হরণ! সে কি ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কায? ক্ষত্রিয়ের ভয় নেই বলছ,—আবার অবলা নারীকে গোপনে হরণ করে নিয়ে গিয়ে শত্রুসংখ্যা কমাবার মতলব করছ? একি কাপরুষের কায নয়? ছি ছি, তুমি আবার ক্ষত্রিয় বীর বলে পরিচয় দাও? তার চেয়ে সম্মুখ যুদ্ধে হেরে যাওয়াও যে বেশি গৌরবের কথা! যে যায় সে যাক,—অবলা নারীজাতির উপর বল প্রকাশ করা আমার কায নয়,— আমি একাযে আর নেই।

২য় সৈনিক।—আমিও এ কাযে নেই।

সৈনিকগণ।—আমরা কেউই নেই, এমন নীচের কায আমরা কেউই করতে পারবনা।

মদন।—ঠিক বলেছিস বাপ, ঠিক বলেছিস! কায যেটা করতে হয় সেটা মনের মতন না হ'লে কি করা যায়? তা নয় মেয়ে চুরি! সেটা কি তোদের মত বীরের কায? না ক্ষত্রিয় বীরেরা কেউ কখন পেরেছে? ও সব কায ইতর হাড়ি ডোমেই করে থাকে।

ভানুসিংহ।—দেখ মদনখুড়ো, তোমার পাগলামি অনেকক্ষণ সহ্য করেছি, আর সহ্য করতে পারছি না। এখান থেকে সরে যা'বে ত যাও, নইলে এখনই তোমার প্রাণবধ করব।

মদন। বধাবধিতে আর কায কি বাপ, বধাবধিতে কায কি? এই চললো মদনা গুটি গুটি; পাগলামি যদি ভাল না লাগে—বেশ—আর পাগলামি করব না। কিন্তু মনে করিসনি বাপ্ তোর ভয়ে মদনা চল্লো? বধ করব বললেই কি তুই অমনি খপ্ করে আমায় বধ করে ফেলতে পারিস? তা'ত পারিস, নে বাপ! ঠিক সময়টী আসবে,—আমার এখানকার সব কায সারা হয়ে যা'বে, তোর হাত ধরে সেই কালামুখী বেটী আমায় বধ করাবে তবেত তুই বধ করবি! সে অনেক ফেরের কথারে বাপ, অনেক ফেরের কথা! (সৈনিকগণের প্রতি) আর তোদেরও বলি বাপ, যা করবি আগে বেশ করে সমঝে দেখে তবে করিস,—এই দুনিয়াদারীর ধোঁকায় পড়ে যেন একটা যা তা করে ফেলিস নি। করে ফেলে শেষকালে সমঝালে তখন আর আপশোসের শেষ থাকবে না। (ভানুসিংহের প্রতি) তোমরা যে ফাঁদটী পেতেছ বাপ, নিজেরা যখন সেই ফাঁদে পড়ে

হাঁক পাঁক করতে থাকবে তখন বুঝতে পারবে মদনাখ্যাপা আবল তাবল বলে কি কি বলে।

(মদনের প্রস্থান।)

১ম সৈনিক। যাও ভানুসিংহ, ফিরে যাও! তোমার রাজাকে গিয়ে বল যে অপরের কথা কি আমরাই আর তাঁ'র অধীনতা স্বীকার করব না। অনেক সময় তাঁ'র অনেক অন্যায় আজ্ঞা পালন করেছি, কিন্তু আর নয়, আমরা সমস্ত বুঝতে পেরেছি, তুমি যাও, আমরা এইখানে এই সন্ন্যাসী ঠাকুরের দলে গিয়ে মিশব, আর নগরে ফিরে যা'ব না।

(ধীরে ধীরে প্রেতবেশী অমরনাথের প্রবেশ।)

অমরনাথ।—হরিবারে চপলায় করিয়াছ অভিপ্রায়;
মিথ্যা বাক্যে ভুলাইয়া সৈনিক সকলে,
আনিয়াছ পাপকার্য্য করিতে সাধন;
জীবনে মমতা যদি থাকে,—ফিরে যাও আপনার স্থানে।
(সৈনিকগণের প্রতি) চিনেছ কি সৈনিক সকলে!
বল দেখি কা'র প্রতিকৃতি দেখিতেছ বদনে আমার?

১ম সৈনিক।—চিনেছি চিনেছি মহারাজ!
কিন্তু ছায়া কিম্বা কায়া তুমি নারি বুঝিবারে।

অমরনাথ।—ছায়া হোক, কায়া হোক ক্ষতি নাহি তা'য়,
বিন্দুমাত্র রাজভক্তি আছে যা'র প্রাণে
যাক সেই দেবীর মন্দিরে;—
শিক্ষা দিতে দুষ্টমতিগণে

হউক মিলিত তথা বন্যসৈন্যসনে ;
যাও সবে,—বিস্তারিত বিবরণ শুনিবে তথায়।

ভানুসিংহ।—তু--তুমি কে ? আ-ম-রা রা-জ—

অমরনাথ।—দুরাশয় ! জীবনে কি নাহিরে মমতা ?
কহ কথা সম্মুখে আমার !
দূর হও সম্মুখ হইতে,—চাহ যদি আপন মঙ্গল।

ভানুসিংহ।—ওরে বা-বা রে—

(ভানুসিংহের বেগে পলায়ন।)

অমরনাথ।—যাও রাজভক্তগণ !
এ কুসঙ্গ ত্যজি সবে হওগে মিলিত—
কাননে দেবীর স্থানে বন্যসৈন্যসনে ;
সেইস্থানে বিস্তারিত শুনিবে বারতা।
নাহি ভয়, অমঙ্গল হ'বে না কাহারও।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান।)

১ম সৈনিক।—ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারছি না ;—এর ভেতর নিশ্চয়ই একটা কিছু মস্ত কারখানা আছে। মহারাজ আমাদের অমন পুণ্যাত্মা ছিলেন,—দেশ বিদেশে লোকে তাঁ'র গুণ গাইত,—তিনি যে এমন ভূত হয়ে বেড়িয়ে বেড়াবেন তা'ত আমার বিশ্বাস হয়না। কে জানে ?—হয়ত তিনি বেঁচে আছেন। চল আমরা যাই, এ ব্যাপারটা কি জানতে হ'বে। আর ত সহরে ফিরে যেতে পারব না !

২য় সৈনিক। তাই চল ;—সহরে আর ফিরে যেতে আমরা কেউই চাই না। যেমন রাজা—তাঁ'র তেমনি সব লোকগুলিও

জুটেছে; তাঁ'দের সকল রকমের হুকুম তামিল করতে না পারলে ত হ'বে না; নকুলেশ্বরের মত রাজার কাছে কায করে আপনাদের পাপের বোঝা কেন মিছে ভারি করি? তা'র চেয়ে চল আমরা বঙ্গসৈন্যদের দলে গিয়ে মিশি।

১ম সৈনিক।—চল।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কালীমন্দির-পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যান।

ইন্দ্রনাথ।—

গীত।

প্রেমে নাচিছে তটিনী সুন্দরী, প্রেমেতে ফুটিছে ফুল।
প্রেমে মাতি আহা মলয় বহিছে, প্রেমে হাসে তারাকুল॥
নানামতে ধরা সৃজিয়া যতনে—প্রেম মাখায়ে তা'য়,—
প্রেমময়ী প্রেমে খেলে প্রেমখেলা লহরি বহিয়ে যায়,
ধীর সমীর প্রেমেতে অধীর নাচায় কুসুমকুল॥
প্রেমের নাটে ধরা-নটশালে নট ধরাবাসীগণ,
লীলাময়ী শ্যামা কি লীলা দেখায় মোহে সবে অচেতন;
কে খেলায় কা'রে নির্ণয় কে করে,—খেলে সদা প্রেমাকুল॥

(কথায়) মাধুরী মাখান আহা কুসুম নিচয়
হেলে দুলে কত করে খেলা!
রেণুগুলি হরি তা'র মহারঙ্গভরে
কত খেলা খেলিছে পবন!

কভু রঙ্গ ভরে উঠি শূন্যোপরে—
সুমধুর বাজায় বাঁশরী,—
আকুল কুসুমকুল সে বাঁশরী তানে
তাল দেয় নাচি ধীরে ধীরে।
আহা প্রেমময় ধরা!
প্রেমময়ী জননীর প্রেমলীলাভূমি!
স্বার্থপর নর সুধু মর্ম্ম নাহি বোঝে,—
জননীরে নাহি মানে,—না জানে মহিমা,—
ধায় সবে আপনার সুখ অন্বেষণে।
ব্যাকুল চিন্তায়—কূল নাহি পায়,—
স্বার্থ হেতু বন্যজন্তু প্রায় পরস্পর করে হানাহানি;
নাহি জানি কিবা সুখ পায় তাহে!
মানবের ভোগ হেতু জগতজননী
সুখ দুঃখ সমভাবে করিলা সৃজন,—
বিনা দুঃখ সুখের কে করিত যতন?
আঁধার তমসাপূর্ণ রজনীর শেষে
পুলকিত যথা সবে সূর্য্যকর হেরি;
সেইরূপ দুঃখ অন্তে সুখ যবে আসে
মোহন মূরতি তা'র দেখিয়া তখন
দুঃখের ভীষণ ছবি ভুলে যায় নর,
মুহূর্ত্তেকে লভে শান্তি অশান্ত অন্তরে।
ছিনু চিরদুঃখী,—চক্ষুরত্নে বঞ্চিত অভাগা,
দুঃখ দিন গত,—এবে রোগমুক্ত আঁখি,—
নেহারি পুলকে ধরার সৌন্দর্য্য রাশি!

পুলকিত প্রাণ চপলার রূপরাশি হেরি ;
মরি মরি,—এ ধরণী শোভার আধার !
কি মধুর বহে পরিমল !
নিদ্রা মম আসিছে নয়নে ।
(পুষ্পবেদিপরে শয়ন ও নিদ্রিত হওন ।)

(ক্ষণপরে গাহিতে গাহিতে চপলার প্রবেশ ।)

গীত ।

কি জানি কি স্রোতে বহিছে জীবন,—কি জানি কি টানে বহিয়া যায় ।
আবেশে অবশ নাহি মানে বশ, খর টানে যেন কোথা নে যায় ॥
রোমাঞ্চিত তনু থাকিয়া থাকিয়া, থাকে থাকে প্রাণ উঠে উথলিয়া,
না জানি নয়ন কি ভাবে মগন, চঞ্চল কিবা খুঁজিয়া বেড়ায় ॥
পীকবর রব পশিলে শ্রবণে, খরশর যেন হৃদয়েতে হানে;
মলয় পবন করেগো দহন, চন্দনে জ্বালা আরও বাড়ায় ॥

(কথায়) কেন প্রাণ হতেছ চঞ্চল ?
আবেগ কররে সম্বরণ,
কেন অনুক্ষণ তুষানলে মর জ্বলি ?
শক্র যা'রে করিতে হনন,—নিয়ত করিছে অন্বেষণ,
প্রেম আকিঞ্চন সে কি কভু পারে করিবারে ?
এত কেন অধীর হতেছ ?
সুদিন আসিলে মনোরথ পুরিবে তোমার।
কা'রে হায় শান্ত করি—কে শুনে শান্তনা ?
হৃদয় উন্মাদকারী সুকুমার বদনচন্দ্রমা,
লাজ দেয় সুধাংশুরে,

কোথা ফুল সৌন্দর্য্যে যে সমতুল হয় তাঁ'র ?
সে মূরতি হৃদয়ে এঁকেছি,
সাধে ফাঁশি আপনি পরেছি,—
শান্তনা মানিবে কেন অধৈর্য্য অন্তর ?
একি ! পুষ্পবেদি'পরে
নিদ্রা যান অকাতরে হৃদয়ের নিধি !
নাহি কেহ বাদি হ'তে দর্শনে আমার !
মরি মরি ! বিকশিত কুসুমনিচয়
হেরি শোভা অধোমুখে রয় !
মলয় কুসুম ভ্রমে সুবাস হরিতে
আসি ধীরে ব্যজন করিছে বদনেতে।
নিরালায় মিটাইব সাধ,
দেখি কত সুখ স্পর্শিলে ও মনোহর তনু।
হেথা কেহ না হেরিবে,—
হৃদয় জানিবে শুধু তৃপ্ত হ'বে প্রাণ।
একি ! কে যেন রাখিছে ধরি,—না দেয় যাইতে,
নাহি দেয় স্পর্শিতে প্রাণেশে !

(গাহিতে গাহিতে চাঁপার প্রবেশ।)

গীত।

চাঁপা।

লাজে সই, দেয়লো বাধা চলে না আর পা দুখানি।
না মানে বশ নেবায় আহা প্রেমের টানে আকুল প্রাণী॥
প্রাণ চাহেলো মিলাতে প্রাণ, লাজে আবার রাখেনা মান,
দোটানার বিষম টানে আকুল মরি চাঁদবদনী॥

(কথায়) একি! গগন ছাড়ি ধূলায় পড়ি সুধার নিধি চাঁদ।
ধরা আলো করে মনটী হরে পেতে প্রেমের ফাঁদ॥
না হেরে প্রাণনাথে গগনপথে ব্যাকুল হয়ে অতি।
কুমুদি তিনটী ভুবন খুঁজে যখন পেলে প্রাণপতি॥
নিরালায় চুপটী করে হৃদয় ভরে দেখছে রূপের রাশি।
পেয়ে প্রাণপতিরে ঘুমের ঘোরে সুখসাগরে ভাসি॥
মেটেনা প্রাণের আশা প্রেমপিয়াসা দেখলে রূপের জ্যোতি।
পিয়াসা বাড়ে দ্বিগুণ জ্বালায় আগুন দেয় গো জ্বালা অতি॥
নিরালায় আছে কে আর দেখবে যে তা'র প্রাণের টানে গতি।
চুমিতে চাঁদবদনে ফুল্লমনে যথায় প্রাণের পতি॥
পোড়া লাজের দায়ে বাধে পায়ে দেয়না যেতে পাশে।
যেথা প্রাণের টানে নেযায় টেনে জড়ায় প্রেমের ফাঁশে॥

চপলা। রঙ্গ এত রঙ্গময়ী শিখলি কোথায় থেকে?
নিজের প্রাণে প্রণয় বুঝি উঠল লো তোর জেঁকে?
আপনি যেমন সবাই তেমন ভাবছ বুঝি মনে
তাইতে বল প্রণয় আমি করছি সঙ্গোপনে॥

চাঁপা। থাকনা মেনে কায কি কথায় বুঝেছি গো ভাব।
ঐ উঠলো তোমার মানসচোর ঘুচলো লো অভাব॥
আর কায কি কথা বালাই নিয়ে যাইগো, নিরজনে—
প্রাণে প্রেম বাঁধনে বাঁধাবাঁধি কর দুজনে॥

ইন্দ্রনাথ। (নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া) কেও চপলা?
একাকিনী সন্ধ্যাকালে এস্থানে কি হেতু?
জাননা কি পায় পায় শত্রুগণ ফিরে?
চল যাই ঘরে ফিরে,—রজনী আগত।

চাঁপা।— ভেবেছিনু,চাঁদের তরেই ভেবে বুঝি আকুল কুমুদিনী
তা নয়ত, চাঁদটীওযে ভেবে আকুল প্রাণী॥
যেমনটী যা'র না হ'লে কি প্রেমের বাঁধন পড়ে ?
যেমন তেমন হ'লে বাঁধন রয়না,—অমনি ছেঁড়ে॥

ইন্দ্রনাথ।—নহে তবে একাকিনী সখী আছে সাথে!
কহ বালা, সন্ধ্যাকালে উদ্যানে কি হেতু ?

চাঁপা।— তুমি নিদ্রাঘোরে অচেতন পুষ্পবেদী'পরে,
দেখি ধীরে ধীরে আসি প্রেয়সী তোমার
নির্জনে দাঁড়ায়ে তব হেরে রূপরাশি।
সুধু দরশনে বুঝি নাহি মিটে আশা,
জ্বলে প্রাণে দ্বিগুণ পিপাসা—
তা'ই বুঝি সাধ হ'ল স্পর্শিবারে তনু,
অগ্রসর ধীরে সখি ফুলবেদিপানে,—
হেনকালে আসে হেথা চাঁপা কালামুখী,
মনসাধ তা'ই না পুরিল।

ইন্দ্রনাথ।—সত্য কি এ কথা ?
কহ সুধামুখি, আমাকে নিরখি
সত্য কিগো সুখী হও তুমি ?
আমি অতি দীন,—
ধরামাঝে স্রোতে যথা তৃণ
ভেসে যাই যথা যায় লয়ে।
কহ সত্য,—আমারে হেরিয়া,
সুখী কি গো হয় তব হিয়া ?
সত্যই কি তবে এই বিশাল সংসারে

আছে হেনজন—আপনার ভাবে যে আমারে,—
আমার কারণ বিচলিত হয় কভু অন্তর তাহার ?

চপলা।— বল দেখি—সুধাপানে অসাধ কাহার ?
হীন ভাবি আপনারে কত বল বারে বারে,—
সুধালে আমারে কিন্তু কি দিব উত্তর ?
নাহি রাজ্যেশ্বর,
তুলনায় মোর চক্ষে সম যেবা তব।
নাহি জানি কেন প্রাণ ধায় !
না মানে প্রবোধ—নিতান্ত অবোধ,—
তাই প্রাণ সঁপেছি তোমায়
রেখ পায় এই মাত্র ভিক্ষা মাগি।

ইন্দ্রনাথ। সত্য ?—কি স্বপন ?
সত্যই কি এ সংসারে আছে হেন জন—
আমারে আপন ভাবে ?
এ জনমে আমি কভু দেখিনি নয়নে
আত্মীয় স্বজন, আমার আপন কোন জনে !
শুনি—আমি রাজার কুমার,
কিন্তু ভাবি প্রমাণ কি তা'র ?
কোথা রাজ্য,—কোথা আত্মপরিজন,
রত্ন ধন রাজধানী কোথায় রাজার ?
তুমি সুধামুখী আপনার বলেছ আমায়,—
আপনার বলিতে তোমারে আমারও অন্তর সদা ধায়,
ডরে শুধু না প্রকাশি মনের বাসনা ;
পাছে লোকে বলে

অন্ধ হয়ে কেন তোর এহেন দুরাশা ?
বামন হইয়া কেন সাধ চন্দ্রমা ধরিতে ?

গীত।

চাঁপা।

(আহা) মিললো ভাল প্রাণে প্রাণে ঘুচলো যত ভয় ভাবনা।
বলিহারি ফুলশরাসন, তোমার খেলা না যায় জানা ॥
আহা মরি কি বাঁধনে,—বেঁধে দেছ প্রাণে প্রাণে,
আড়াল থেকে বাণ মেরে হায় দিয়েছ কি আকুল করে,—
ধায় দুজনে দোঁহার পানে—মানেনা আর কোনও মানা ॥

(প্রেতবেশী অমরনাথের প্রবেশ।)

অমরনাথ। পালাও সত্বর সবে, যাও মন্দিরেতে
শত্রুচর অদূরে ঘুরিছে বনমাঝে,
বিলম্বে বিপদ হ'তে পারে।

(ইন্দ্রনাথ, চপলা ও চাঁপার প্রস্থান, অপরদিক হইতে মদনের প্রবেশ।)

মদন। কে বাপ, তুমি ? ভরসন্ধ্যাবেলায় আগাপাস্তলা শাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে জুজুবুড়িটী সেজে বেড়াচ্ছ ? শুনতে পাই মহারাজ অমরনাথের প্রেতমূর্ত্তি নাকি মধ্যে মধ্যে এখানে এসে পায়চারি করে বেড়ান, আর এই পাহাড়ে দেশের পাহাড়ে হাওয়া খান। তা তুমি কি সেই নাকি বাপ ? কাক-জ্যোৎস্নার আধা আলো আধা অন্ধকারে ভাল বুঝতে পারছি নে, কিন্তু মুখখানা যেন আমার সেই রাজার মতই ঠেকছে।

অমর। কে মদন? তুমি এখানে কতদিন এসেছ?

মদন। তা সব বলছি, আগে বল দেখি তোমার এ ধারাটা কি? আমার রাজা—মহারাজ অমরনাথ যে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একথা আর যে বিশ্বাস করে করুক, কিন্তু বাপ্, মদনাখ্যাপা কখন একথা বিশ্বাস করবে না। তা সে কথা যাক আজ যখন তোমায় এখানে নিরিবিলি পেয়েছি তোমায় বলতেই হয়েছে যে তোমার এ ভাবটা কি? তুমিত সত্যি ভূত নও তবে এমন বিকট সেজে বেড়াচ্ছ কেন?

অমরনাথ। তোমার মত যথার্থ উপকারি বন্ধুর কাছে অবশ্য বলতে কোনও দোষ ছিলনা, কিন্তু তুমি কথা গোপন রাখতে পারনা; আবার তা'র উপর আজ কাল শুনতে পাই তোমার মস্তিষ্ক একেবারে বিকৃত হয়ে গেছে।

মদন। প্রাণে ধোঁকা দাও কেন বাপ? তুমি কি আমাকে পাগল বলে আদর করে এনে ঘরে জায়গা দিয়েছিলে? পাগল যা'র কাছে তা'র কাছে,—তোমার তা'তে কি বাপ? তুমি যেমনটী জানতে মদনা ঠিক তেমনিটীই আছে,—একটুও বদলায়নি,—আর তা'র মাথাও বেগড়ায়নি। তারপর তোমার শত্রুর গোপন কথা লোকের কাছে বলেছি বলে যে তোমার কথাও পাগলামি করে সবাইকে বলব তা'কি কখন হয় বাপ? মদনার আর যত দোষই থাক নেমকহারামিটা মদনা একেবারেই জানেনা,—তা কি তুমি জাননা, রাজা?

অমরনাথ।—হ্যাঁ তা জানি,—তুমি আমায় ক্ষমা কর মদন, এখন বুঝতে পারছি পাপিষ্ঠ নকুলেশ্বরের লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে

নানা মন্দ কথা রটিয়েছে তা'ই শুনেই আমি তোমার উপর সন্দেহ করেছিলেম।

মদন।—যেতে দাও বাপ, ও কথা যেতেদাও, তা'রা ত রটাবেই,—মদনা যে তা'দের অনেক কাণ্ড চোখে দেখেছে! পাছে কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে একটা কোনও রকম গোলমাল বাধায়, সেইজন্যে রটিয়েছে যে মদনার মাথাটা একেবারে বিগড়ে গিয়েছে;—যত কথা বলে তা' পাগলের পাগলামো বই আর কিছু নয়।

অমরনাথ।—বুঝেছি, ও কথা যেতে দাও। তুমিই কি ইন্দ্রনাথকে কোষাধ্যক্ষের বাড়ী থেকে এনে দেবীর মন্দিরের কাছে দিয়ে গিয়েছিলে?

মদন।—হুঁ্যা। কিন্তু সে কি আমি করেছিলুম বাপ? আমায় করিয়েছিল তবেত আমি করেছিলুম!

অমরনাথ।—কে করিয়েছিল?

মদন।—যে এই দুনিয়াখানাকে ঘোরাচ্ছে। কি জান বাপ,—একদিন আড়াল থেকে শুনতে পেলুম একবেটী দাসীতে আর ভানুসিংহতে ফুস্ ফুস্ করছে; ভাবে বুঝলুম যে ছেলেটা বেঁচে আছে তা বেটারা জানতে পেরেছে। কাযেই আর কি করি বাপ, কা'কেও কিছু না বলে, একটা সন্ন্যাসীর সাজ পরে,—শাদা দাড়ি গোঁপ জটা পরে আমার এ সবচিন্ সুঠাম মুখখানা ঢাকা দিয়ে, চুপি চুপি ব্যাপারটা কোষাধ্যক্ষকে বলে ছেলেটার হাত ধরে সহর থেকে সরে পড়লুম। তাড়াতাড়ি এখানে রেখে আবার ভালমানুষটীর মতন রাজবাড়ীতে ফিরে গেলুম। কোষাধ্যক্ষও সেইদিনই সপরিবারে গাঢাকা হ'ল। সহরে

থাকলে ছেলেটা ত যেতই,—সঙ্গে সঙ্গে তা'কে রেখেছিল বলে কোষাধ্যক্ষ বেচারীও সপুরি একগাড় হ'ত। মা বেটী আমায় দিয়ে ছেলেটাকে সরিয়ে দিলে, আর তা'র পালক বেচারীকেও দেশছাড়া করিয়ে দিলে। সব ঐ বেটীই করছে বাবা, আমি কে? তবে আর দিনকতক রাজবাড়ীতে থেকে ওদের হালচালগুলো দেখবার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু কি করব বাপ, মদনার পাগলামীতে পাগলা হয়ে তা'কে দেশছাড়া করে দিলে। যাক, সে ঢের কথা পরে হ'বে, এখন তোমার এ ভাবটা কি বল দেখি?

অমরনাথ।—মদন, কে তোমাকে পাগল বলে? এমন বুদ্ধিমানের মত কায,—কেবল পরোপকারের জন্য,—ক'জন করতে পারে? তুমি আমার পুত্রের প্রাণরক্ষক;—একবার নয় দু দুবার তুমি তা'কে রক্ষা করেছ। আর কেউ না জানুক, তোমাকে আমি সমস্ত কথা ভেঙ্গে বলছি;—কিন্তু এখানে নয়, এখানে শত্রুর লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ কোথাও থেকে শুনতে পাবে। আমার সঙ্গে এস, আমার বনমধ্যস্থ নির্জ্জন কুটীরে নে'গে তোমায় সব বলছি। সেখানে রাণীও আছেন।

মদন।—এ্যাঁ! রাণীও—

অমরনাথ।—হ্যাঁ। চুপ, গোল কোরোনা, এস।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্দির প্রাঙ্গন।

কয়েকজন বন্যসৈন্য,—তন্মধ্যে একজন সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে।

১ম বন্যসৈন্য।—না ভাই, আমারত ওকে পাগল বলে একেবারেই মনে হয়না। আমার বোধহয় ওর সমস্তই ভান। দেখতে পাও না একটা ভক্তির কথা হ'লে অমনি খুড়োর মুখে খই ফুটে গেল, কত রকম বাঁকা বাঁকা কথা অমনি বলতে লাগল। হঠাৎ শুনলে পাগলামী মনে হয় বটে,—কিন্তু একটু তলিয়ে বুঝে দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে সে কথাগুলো ভক্তি মাখা। লোকটা আমার বোধহয় ভারি ভক্ত, কিন্তু কা'রও কাছে ধরা দিতে চায়না।

২য় বন্যসৈন্য। ভক্ত যে তা'তো সকলেই জানে; কিন্তু তবু ভাই, ওর কথাগুলো কেমন থাপ্ছাড়া থাপ্ছাড়া বলে মনে হয়।

৩য় বন্যসৈন্য। আরে নে ভাই, থাপ্ ছাড়াস এখন,—আগে দেখ দেখি ওটা কতদূর ঘোঁটা হ'ল! এ সময় ভাই, মিছে ব্যাজর ব্যাজর ভাললাগে না। মৌতাতের সময় অনেকক্ষণ হয়ে গেছে,—সন্ধ্যার সময় খাই,—আজ কত রাত হ'ল দেখ দেখি! ভারি গা মাটি মাটি করছে, হাই উঠছে। যে যা'র মৌতাত করে বেশ নেশাটী জমলে,—তারপর সকলে বসে গল্প করলে তখন বেশ লাগবে।

১ম বন্যসৈন্য। হ'ল রে ভাই হ'ল! অত তাড়াতাড়ি করলে চলে কি দাদা? একটু আধটু নয়,—কম সম করে দুসের আড়াইসের সিদ্ধি,—এমনি মুখের কথায় কি ঘোঁটা হয়ে যায় ভাই?

৩য় বন্যসৈন্য। ঘুঁটছিস আর কই বল? কেবল গল্পই ত করছিস।

১ম বন্যসৈন্য। গল্পও করছি—ঘুঁটছিও। কেবল বসে বসে মুখটী বুজে সিদ্ধি ঘুঁটতে কি ভাললাগে ভাই?

২য় বন্যসৈন্য। হ্যাঁরে আজ সন্ধ্যা থেকে খুড়ো কোথায় গা ঢাকা হয়েছে বলতে পারিস?

৪র্থ বন্যসৈন্য। ওরে ভাই, ওর সবই বিদখুটে! সন্ধ্যার সময় সেই যে মহারাজ অমরনাথের প্রেতাত্মা এখানে ঘুরে বেড়ায় দেখেছিস,—তা'র সঙ্গে ঐ পশ্চিমদিকের বনপানে খুড়ো কোথায় যাচ্ছিল।

২য় বন্যসৈন্য। সে কিরে? একে সন্ধ্যাবেলায়,—তায় আবার সেই প্রেতাত্মার সঙ্গে? তবেই হয়েছে আজ খুড়োর—

(মদনাখ্যাপার প্রবেশ।)

মদন। আজ খুড়োর কি হয়েছে বাপ? কোনও কাযকর্ম্ম নেই তাই কি খুড়োর গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ করছিলে নাকি বাবা?

২য় বন্যসৈন্য। এই যে নাম করতে করতেই খুড়ো এসে হাজির! তুমি বাঁচবে অনেকদিন। ভরসন্ধ্যাবেলায় রাজার প্রেতাত্মার পেছন পেছন বনপানে কোথায় গিয়েছিলে খুড়ো? শুনে আমাদের বড় ভয় হয়েছিল।

মদন। ওরে বাবা, রাজাটা মদনাকে বড় ভালবাসত, তাই তা'র পেছু নিয়েছিলুম, যে যদি কিছু বলে, তা কিছুই বললে না। তবে পাগল সন্ন্যাসী মানুষ, তাই ধরে ঘাড় ভাঙ্গেনি, দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে,—বুঝলি বাপ?

২য় বন্যসৈন্য। কিন্তু তোমার বুকের পাটা ত খুব! আমরা ত

তাঁকে দেখলেই শিউরে উঠি,—ভয়ে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

মদন। আমার প্রাণে ত অত দরদ নেই বাপ, কাযেই ভয় হয়না। আমার মলেও হয়, বাঁচলেও আপত্তি নেই। মলে যদি বাপরে মারে কোথায় গেলিরে! কি ওগো, তুমি কোথায় গেলে গো! আমার দশা কি করে গেলে গো! বলে কাঁদবার একটাও লোক থাকত তাহ'লে হয়ত মরতে একটু কষ্ট হ'ত। আমার ত বাপ, সবই সমান, এখানে এই দেহখাঁচাটার মধ্যে বন্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি;—মলে—এই খাঁচাটা এখানে ফেলে রেখে চোঁ চাঁ দৌড় দিয়ে যেখানকার মানুষ সেইখানে ফিরে যাব,—তা'তে আর দুঃখ কি বাপ,—আর ভয়ই বা করব কেন? মার বাছা মার কাছে যা'ব তা'র চেয়ে আর কি আমোদ আছে বাপ?

৩য় বন্যসৈন্য। হ্যাঁরে ওটা হ'ল?

১ম বন্যসৈন্য। হ্যাঁ হয়েছে, ঘটি টটি গুলো দে।

মদন। আর কেন বাপ নেশা করা? মারপেটথেকে পড়ে অবধিই ত সব নেশায় জরে আছি, তা'র ওপর আবার কেন বাপ? এখন কিসে এ নেশা কাটবে সেই ভাবনাটাই ভাবি আর না!

১ম বন্যসৈন্য। কই কি নেশা মদনখুড়ো? মারপেটথেকে পড়েই কে আবার কবে নেশা করতে শেখে? কই আমরা ত ছেলেবেলায় কোন নেশাই করিনি।

মদন। এই দুনিয়ার নেশা! সে নেশা করিনি একথা বললে ত কেউ শুনবে না বাপ, সে নেশা সবাই করেছে।

১ম বন্যসৈন্য। কই খুড়ো, সে নেশাওত আমাদের বড় একটা নেই! আমরাত দুনিয়ার বার।

মদন। নেই কিরে বাপ, নেই কি বল? দুনিয়ার নেশা নেই? এ নেশা সবারই আছে; নেই একথা কেউ বলতে পারে না রে বাপ, কেউ বলতে পারে না! তবে কম আর বেশী কেউ নেশায় ভোঁ হয়ে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে টলতে টলতে এক দিকে চলেছে, আবার কেউ ওরই মধ্যে একটু টন্‌কো আছে—অত টলছে না,—ঠিক সমান সিধে পথে যাচ্ছে,—বুঝলে বাপ?

২য় বন্যসৈন্য। না বাবা, তোমার ও বাঁকা কথার ভেতর ঢুকতে পারি‍্‌আমাদের তেমন বিদ্যে নেই, একটু ভেঙ্গে চুরে সোজা কথায় বলত বুঝতে পারি।

মদন। বুঝতে পারলিনে বাবা? আচ্ছা, এই যে সব তোমরা কায করছ,—দুনিয়ায় চুপ করে কেউ বসে ত থাকতে পারে না? তা এই সব কাযের একটা একটা কারণ আছে, আর সেই সব কাযের উপর এক একটা সবার ঝোঁকও আছে ত? ওই ঝোঁকটাই হচ্ছে নেশা,—তা নইলে আর নেশা বলে কা'কে? কেউ বাদ যায়না রে বাপ, কেউ বাদ যায়না। তবে নেশার রকম আছে।—এই ধর,—যা'রা সংসারে থাকে তা'দের সংসারের নেশা; কিসে টাকা আনতে পারব, কিসে সুখে থাকব,—কিসে পরিবারকে দুখানা গয়না দিতে পারব,—এই রকম আর কি? তোমরা এখানে এই ভাঙ্গা মন্দিরে জড় হয়ে জটলা করছ,—কিসে মহারাজ অমরনাথের রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে,—কিসে দুষ্ট নকুলেশ্বরকে শাস্তি দিতে পারবে,

তোমাদের ওইটেই নেশা। বড় মজা রে বাপ, বড় মজা ;—সবাই নেশার ঝোঁকে মনে করছে আমি এই সব করছি, আমি ত তবে একটা মস্ত জানোয়ার—কিন্তু যে সত্যি এই সব করছে সে আমাদের নেশা করিয়ে দিয়ে বসে বসে মজা দেখছে, আর আপন মনে হাসছে। যিনি সংসার ছেড়ে বনে বসে ভগবানকে ডাকেন, তিনি মনে করেন যে তাঁ'র মোটে নেশা নেই, তিনি সব ঘোর কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু বোঝেন না যে সেটী তাঁ'র মস্ত ভুল! সেই যে মনে মনে তিনি ভগবানকে ডাকছেন যে হে ভগবান, আমায় উদ্ধার কর,—আমায় অষ্টসিদ্ধি দাও, সেই গুলোই তাঁ'র নেশা। এ দুনিয়ায় থাকতে নেশা কা'রও কাটেনারে বাপ,—আর নেশা কাট্‌লেই এ দুনিয়ায় আর থাকা হ'বে না,—তখন যেতে হ'বে।

১ম বন্যসৈন্য। হ্যাঁ, তা সে হিসেবে যে নেশা একেবারেই নেই একথা কেবল আমরা কেন কোনও যোগী ঋষিতেও বোধ হয় বলতে পারেনা। যাক ওকথা,—একটু খাবে ?

মদন। কি—সিদ্ধি ? খাচ্ছিস ত বাপ, কিন্তু এদিকে সিদ্ধি হ'ল ;

১ম বন্যসৈন্য। কোন দিকে ?

মদন। এই বনের মধ্যে ভাঙ্গা মন্দিরে বসে যেদিকে সাধনা করছিস সেইদিকে ?

১ম বন্যসৈন্য। সেত দেখতেই পাচ্ছ খুড়ো, এখনও খালি বন সরগরম করে বসে আছি, কোনও কায হয়নি। ওদিকে পাপিষ্ঠ নকুলেশ্বর আপনার মনে লোকের উপর অত্যাচার করছে, নানারকম ভয়ানক কত পাপ আমাদের চোখের উপরই করছে।

মদন। ছি ছি!—বুঝতেও পারলে না বাপ? আমি কি ওই সাধনার কথা বলছিলুম? ওত আমি দেখতেই পাচ্ছি!

১ম বন্যসৈন্য। না বাবা, তাহ'লে তোমার কথা কিছু বুঝতে পারা গেল না।

মদন। বুঝবে কি করে? পুরো নেশার ঘোর রয়েছে, কিছু বোঝবার ক্ষমতা কি আছে বাপ্?

গীত।

বিষম মোহের নেশা খেয়ে এসেছি সব ধরা'পরে।
হোঁচট খাই ভাই, পদে পদে,—সামলে চলি কেমন করে॥
যেদিকেতে বাড়াই পা—সামনে পড়ে খাত,
বুঝতে নারি চলতে গিয়ে হইরে ভাই, চিৎপাত,—
কাটবে কবে বিষম এ ঘোর নেশার বালাই যাবে দূরে॥
পা টিপে ভাই, চল, নইলে পড়তে হ'বে ফাঁদে,
তখন পারবেনাত উঠে যেতে,—দিন যাবে শেষ কেঁদে,
(এযে) বড় বালাই—ভাল মন্দ বুঝতে নারি নেশার ঘোরে।
কাটিয়ে নেশা পালিয়ে যাব দেখবনা আর পেছন ফিরে॥

(সকলের প্রস্থান।)

—*—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

সরলা।

সরলা।— প্রাণ মম উচাটন
নাহি জানি কিসের কারণ!
হৃদিপিণ্ড কাঁপে কাঁপে ঘন ঘন,—
কি জানি কি ত্রাসে যেন নাহি সরে ভাষ!

কি বিকার হইল আমার ?
সদা মনে অজানিত ভয়ের সঞ্চার,
অনিবার কেহ যেন আসি
নিবারে পাপের পথে হ'তে অগ্রসর !
সপত্নীবিদ্বেষবশে রাক্ষসীর প্রায়
নারীবধে শিশুবধে না করিনু ভয় !
নিজ হস্তে বিষ দিনু স্বামীর খাদ্যেতে
সে সময় কই—মম কাঁপেনিত প্রাণ !
আজ কেন অস্থির এমন ? সে সাহস কোথায় এখন ?
দিবানিশি শান্তি নাহি পাই,—
অবিরাম কাঁপে প্রাণ অজানিত ত্রাসে !

(নকুলেশ্বরের প্রবেশ।)

মহারাজ ! মহারাজ ! রাজ্যভোগ আর নাহি কায,—
খেলা তব কর অবসান।
যা'র রাজ্য তা'রে করি দান,
চল, পলাইয়া যাই দূর দূরান্তরে।
নহে সত্য কহি, নাহি পরিত্রাণ,—
যা'বে প্রাণ, হ'বে শেষে নরকে বসতি,—
সাধের এ পাপরাজ্য ভোগ নাহি হ'বে।
প্রকাশি কেমনে
কয়দিন কি জ্বালায় জ্বলে মরি প্রাণে ?
তিলেকের শান্তি নাহি পাই !
যাচি তাই রাজ্যআশা দিতে বিসর্জ্জন।

নকুলেশ্বর।—একি! কে তুমি দাঁড়ায়ে হেথা সরলার বেশে?
সত্য কি সরলা তুমি?—তা'ই যদি হও—
কোথা তব বিলোল চাহনি?
কোথা সেই প্রেম আলাপন?
কুটীল ভ্রূভঙ্গি কোথা—বিশ্বদগ্ধকারী?
কোথা তব সে ভাব মোহন?
মিষ্টভাষে অল্পে অল্পে স্বকার্য্য সাধন?
এত ভয় যদি তব প্রাণে
বল কি কারণে—বাঁধি মোরে প্রেমের বন্ধনে
ধীরে ধীরে পাপপথে লয়ে গিয়েছিলে?

সরলা।—মহারাজ! মহারাজ!—

নকুলেশ্বর।—মিষ্টভাষে তুষ্ট করি চুম্বিয়া বদন,
ভুজপাশে করিয়া বন্ধন,—
বল মোরে—শিশুবধে কে দিল মন্ত্রণা?
কে কহিল—জ্ঞানহীনা মহিষীরে
মৃত বলি করিতে ঘোষণা?
কা'র অভিপ্রায় বধিতে রাজায়
বিষ দিয়ে খাদ্যসনে?
হইনু কাতর—সভয় অন্তর,—
নারিনু দানিতে বিষ,—আইনু পলায়ে,—
বল কেবা আমারে ভৎ'সিয়া,
নিজ হস্তে গরল লইয়া
নৃপতির খাদ্যসনে দিল মিশাইয়া?

সরলা।—একে জ্বলে মরি—পায়ে ধরি
আর জ্বালা দিওনা আমায়।

নকুলেশ্বর।—সিন্ধুস্রোত ভীমবেগে ধায়,
স্বেচ্ছায় ঢালিলে তাহে কায়—
বল কেবা পায় পরিত্রাণ?
স্বইচ্ছায় দুর্নিবার ভীষণ এ ঘটনার স্রোতে
ঢেলেছ আপন কায় আমারে লইয়া;
এখন উঠিতে গেলে—ঘূর্ণিপাকে পড়ি
ডুবিতে হইবে দোঁহে অতল সলিলে;
এ ভীষণ ঘটনার উর্ম্মিমালা হ'তে
উঠিবার উপায় নাহিক কিছু আর।
যেদিকে চলেছ চল,—উঠিতে চেয়োনা,—
দেখ শেষে কোথা লয়ে যায়।
শান্ত কর মন, বৃথা শঙ্কা করহ বর্জ্জন,
দৃঢ়তার দিয়ে আবরণ লুকাও মনের ভয়।
ইন্দ্রনাথে রাজ্য যদি যাই ফিরে দিতে,—
প্রজাগণ সকলই জানিবে,—সর্ব্বনাশ হ'বে,—
বিদ্রোহী হইয়া সবে তোমারে আমারে বিনাশিবে,
প্রাণ যা'বে হীন জন প্রায়।
ত্যজ ভয়,—সাহসে বাঁধহ মন।

(নকুলেশ্বরের প্রস্থান

সরলা।—(স্বগতঃ) আরে মন! এত ভয় কিসের কারণ?
বধি স্বামী, বিসর্জ্জিয়া মহামূল্য সতীত্বরতন

কি কায সাধিলি তবে ?
কলঙ্কিনী নাম কিনিলি কি অকারণ ?
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে জ্বালিয়া অনল
পোড়াইব শত্রুদলে,—
তবে ক্ষোভ মিটিবে আমার।
রমণীর কোমলতা দিব বিসর্জ্জন,—
কোমল হৃদয়ে—কঠিনতা করিব স্থাপন,—
দেখাইব—রমণী হৃদয় কত বিষ পারে উগারিতে !
নারী,—কিবা নারী ! অপরূপ সৃজন ধাতার !
খরশান পঞ্চবাণ—নয়নেতে অধিষ্ঠান,—
তাহে কিবা বিলোল চাহনী !
মত্তপ্রাণে ধায় নর,—নাহি চায় ফিরি।
মুখে মৃদু হাসি—বিকসিয়া কুন্দ দন্তপাতি,—
সুধারাশি দেয় যেন ঢালি,
পরে ফাঁসী—অবাধে অবোধ নর !
তুঙ্গ কুচদ্বয়,—মন্মথের মোহন আলয়,
বস্ত্র মাঝে মারে উঁকি ঝুঁকি
জ্ঞানহারা চেয়ে রয় নর,
মুখে তা'র নাহি সরে ভাষা !
নিতম্ব দুলায়—ভুবন ভুলায়,—
যোগযাগ ছাড়ে যোগী ঋষি !
এত বল যা'র—কি ভয় তাহার ?
বৃথা শঙ্কা তা'র কি কারণ ?
কোমল হৃদয়ে কঠিনতা হ'লে অধিষ্ঠান

ভয় তাহে কোথা পা'বে স্থান ?
এস এস নরকনিবাসী ! কালানল জ্বাল মম হৃদে,—
দগ্ধ হোক শত্রুদলে !—
না না, কাল নিশিথিনী অন্তরেতে বড় দেয় জ্বালা !
স্বপ্নঘোরে নরকের ছায়া—
নীলবহ্নি—নীলশিখা বিস্তারিয়া ঘোর,
গ্রাসে যেন অগনন অশরীরি প্রাণী,—
ধেয়ে আসে শেষে শিখা আমারে গ্রাসিতে !
(হঠাৎ নেপথ্যে দেখিয়া) ওকি ? ওকি ?—
কে আসিছে ধীরে ধীরে ?
দেব কি দানব,—প্রেত কি মানব,
নারি কিছু বুঝিবারে !
শ্বেত কায়—শ্বেত বস্ত্র ঢাকা,
কিরিটী ঝলসে শিরে !
এ্যা ! একি ?—সত্য কি যা দেখি !
মৃত মহারাজা—প্রেতমূর্ত্তি ধরি,
আসিছে পাপের দণ্ড দিতে
কোথা যাই—কোথায় পালাই ?
রক্ষা কর—রক্ষা কর—কে আছ কোথায় ?
যায় প্রাণ অশরীরী প্রেতাত্মার করে !

(পলায়নের চেষ্টা, পতন ও মূর্চ্ছা,—
ধীরে ধীরে প্রেতবেশী অমরনাথের প্রবেশ।)

অমরনাথ।—এত ছল কুটীল হৃদয়ে ?

সাপিনি, সুন্দরসাজে ঢাকিয়াছ কায়,
কিন্তু হায়, কে না জানে—বিষপূর্ণ হৃদয় তোমার ?
পাপিয়সী ! পাপের প্রত্যক্ষ অবতার !
আজি তোর জীবনের হ'বে অবসান।
যে জ্বালা দিছিস প্রাণে, জ্বলি তা'য় নিশিদিনে,
এতদিনে প্রতিশোধ হইবে তাহার,
খেলা তোর এতদিনে হ'বে অবসান। (ছুরিকা গ্রহণ)
আদরে হৃদয়ে ধরি কত প্রেমভরে
করেছিনু কতই সোহাগ,—
উপেক্ষিয়া প্রেমময়ী জ্যেষ্ঠা মহিষীরে,—
ভাল তা'র দিলি প্রতিদান !
যে বুকে আদরে তোরে করেছি ধারণ,—
কালক্রমে সেই বুকে করিতে দংশন,
না টলিল পাষাণী পরাণ ?
আজি তা'র দিব প্রতিশোধ।

(ছুরিকা উত্তোলন ও হঠাৎ নিবৃত্ত হইয়া।)

না না,—বৃথা কেন রমণী বধিয়া
কলঙ্কিত করি আপনারে ?
থাক দুষ্টা ভুঞ্জিতে অশেষ কষ্ট ধরণী মাঝারে,—
জীবনান্তে রৌরবেতে করিতে বসতি।
আমি কেন বধি পাপিনীরে
নারীহত্যাপাপ লই মস্তক উপরে ?
কালীর কৃপায়—শুভদিন হইলে উদয়,—
সমুচিত প্রতিফল পা'বে জনে জনে।

ওই কে আসিছে বুঝি! রহিব না আর
সবারে এ মূর্ত্তি মম কি ফল দেখায়ে?

(ধীরে ধীরে প্রস্থান।)

(পরিচারিকাদ্বয়ের প্রবেশ।)

১মা পরিচারিকা। হ্যাঁ, তুইও যেমন নেকি! কে আবার চ্যাঁচাবে? দেখ দেখি—মিছি মিছি নিয়ে এলি!—

২য়া পরিচারিকা।—না লো না, আমি ঠিক শুনেছি। ওমা! এই যে রাণীমা পড়ে রয়েছেন! ওমা একি গো! ভিরমি গিয়েছেন যে! যা যা,—জল নিয়ে আয়—জল নিয়ে আয়, দেখতে পাচ্ছিসনি দাঁতকপাটী লেগে গিয়েছে? মা! মা! রাণীমা! রাণীমা!

সরলা।—(মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া) কেরে পিশাচ!
নরকের ভয় দেখাও আমারে?
সরলা না ডরে কভু নিরয়নগরে।
ওই ওই! ওকি ওকি? অট্টহাসি তাণ্ডব নর্ত্তন!
নীলবহ্নি জ্বলিছে ভীষণ!
কৃতান্ত-কিঙ্কর দণ্ড করে ধাইছে চৌদিকে!
ওকি—ওকি ভয়ঙ্কর! এস রক্ষ কে আছ কোথায়!
কোনও দোষে দোষী নই আমি,—
প্রাণ যায়—রক্ষা কর অবলায়।

(বেগে প্রস্থান।)

২য়া পরিচারিকা।—ওমা, এ আবার কি হ'ল গো? ভূতে পেলে নাকি? কি হ'বে মা? তা'ইত! চল চল দেখিগে কোথায় গেলেন।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্দিরপার্শ্বস্থ উদ্যান।

চপলা ও চাঁপা।

গীত।

উভয়ে।—

পছিম গগন লোহিত বরণ—অস্ত অচলে যায় দিনমণি।
হাসি খুসি ছেড়ে তা'ই ঢলে পড়ে কমলিনী জলে হয়ে বিষাদিনী
পাখীগুলি ওই বসি শাখীশিরে, কাতর হইয়া হাহাকার করে
ভ্রমর তা' হেরে ফুলকুল ছেড়ে, কেঁদে ফিরে যায় আকুল প্রাণী॥
পূরব গগনে হেরি শশধরে, কুমুদিনী প্রেমে হেসে ঢলে পড়ে,
মলয়ের সনে হরষিত মনে নেচে নেচে কত খেলে আমোদিনী॥

চপলা।— সখি! যত দেখি প্রকৃতির এ সুন্দর খেলা,
দেখিবারে তত হয় সাধ!
কিন্তু সই, যে মোহন ছবি—
আঁকিয়াছি অন্তরের নিভৃত প্রদেশে,—
তুলনায় তা'র সম কিছু নাহি আর।
শশধর সনে সে মুখের করিলে তুলনা,—
শশীরে কলঙ্কি বলি হয় বিবেচনা;
ফুলকুল হাসে খেলে—মনে হয় তা' দেখিলে—
পেয়েছে সৌন্দর্য্য ফুল তাঁহারই পরশে,—
তাঁ'রই হাসি দেখে শিখে এত হাসি হাসে।

বিহঙ্গের গান শুনি
কেন সই, নাহি জানি—মনে হয়—
তাঁ'রই গান শুনে পাখী শিখেছে গাহিতে,
না হ'লে কেমনে মোরে পারিবে ভুলাতে ?
সখি, তাঁ'র সরলতা হেরিলে লো
কত কথা মনে হয় কি বলিব আর ?
ধরার এ কোলাহল—যেন তাঁ'র অন্তস্তল
পশে নাই,—পশিবেনা জন্মাতে বিকার,—
ধারিবেনা কভু যেন এ ধরার ধার।
না জানি মোহিনী কিবা আছে সখি তাঁ'র
চঞ্চলা চপলা বাঁধা চরণে যাঁহার !

চাঁপা।—ওলো সই !

সকল কথাই জানি আমি, বলবি কত আর ?
প্রেমের ডোরে পড়লে বাঁধা—ভোলে লো সংসার ॥
প্রেমের কথা বলব কি সই, সবই চমৎকার।
মনের মতন পেলে রতন. বিকায় পায়ে তা'র ॥
আর সবারে কুরূপ হেরে, হো'ক না সে যে হয়।
হো'ক না শশী—কিম্বা হো'ক না পার্ব্বতীতনয় ॥
কি ক'ব সই পোড়া বিধি বাদ সেধেছে মোরে।
দিয়েও নিধি,—চোখের উপর—রেখে দেছে দূরে ॥
পেলে সই, হৃদয়রতন করব যতন,—ছাড়বনা প্রাণ গেলে।
প্রাণের ব্যথা মনের কথা ক'ব লো প্রাণ খুলে ॥
রেখে এ হৃদয় পরে যত্ন করে দিব প্রেমের মধু।
নিশিদিন চোখে চোখে মুখে মুখে করব লো প্রেম মধু ॥

চপলা।—সখি লো, একি আবার? একি কথা শুনি?
কা'রে হেরে সঁপিলে প্রাণ হ'লে পাগলিনী?

চাঁপা।— চাঁদের মত মুখখানি তা'র চাঁদের মত হাসি।
আমারে সে চায়না,—তবু আমি তা'র পিয়াসী॥
সই, দিয়েছি প্রাণ, পাইনা ফিরে,—বলব কি আর তোরে।
তা'ই আপন মনে বেড়াই কেঁদে,—বলি না আর কা'রে
নীরবে দেখেছি তা'য় কাননমাঝে—হারিয়েছি লো প্রাণ
নীরবে ভালবেসে প্রাণে প্রাণে হলেম হতমান॥
এ প্রাণের কথা প্রাণেই র'বে,—বলব না আর কা'রে।
সুধু রাখতে নারি প্রাণের আবেগ বলেফেলনু তোরে॥

চপলা।— বুঝিয়াছি সখি তব অন্তরের কথা,—
চন্দ্রনাথে সঁপিয়াছ প্রাণ;—
না জানি লো কি আছে অদৃষ্টে তোর!
দেখিতেছি সেত যোগী,—সংসার বিরাগী,—
কাননেতে কালীর অর্চ্চনা করে!
তুমি ক্ষত্রিয় কুমারী,—
না জানি সে ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কুমার;—
তা'রে প্রাণ দিয়ে সখি, পাইবি কি ফিরে?
অগ্রপর নাহি ভাবি কি কায করিলি?
হয়ত পুড়িতে হ'বে নিজ প্রেমানলে!
প্রেমবহ্নি চিরদিন অন্তর মাঝারে—
জ্বলিবে নিয়ত তোর তুষানল সম,
কেঁদে কেঁদে দিন যা'বে কেটে।

চাঁপা।— তা'ইত সখি, কাঁদি এত ভাসি নয়নজলে।
প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাইনি ফিরে, তা'ইত মরি জ্বলে॥

(দূরে লুক্কায়িতভাবে ভানুসিংহের প্রবেশ।)

ভানুসিংহ।—(স্বগতঃ) এই যে রঙ্গিনীরা ফুলবাগানে ফুলের হাওয়া আহার করছেন, আর আপন আপন প্রেমের কথা কইছেন। সন্ধ্যাকাল,—এ বাগানে কেউ কোথাও নেই, এমন যুত আর হ'বেনা। ও দুটোকেই নে যেতে হ'চ্ছে,—মহারাজ যে একাই মজা লুটবেন তা'ত হ'চ্ছে না, আমাদেরওত একটা চাই? মহারাজ রাজামানুষ,—রাজকুমারীটাকে নিন,—আমা-দের বেশি চাই না,—ওই সখীটা হ'লেই চলবে।

চপলা। ওকি সখি, ও কিসের শব্দ হ'ল? ওই যে,—ওই না কে একজন গাছের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে এদিকে আসছে?

চাঁপা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা'ইত! কে আসছেই ত বটে! নিশ্চয় শত্রুর চর! চল সখী, পালাই চল,—সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

(উভয়ের পলায়নোদ্যোগ।)

ভানুসিংহ। (সম্মুখে আসিয়া, গমনে বাধা দিয়া ও চাঁপাকে ধরিয়া বন্ধন করিতে করিতে) যদি কথা কও—কি পালাবার চেষ্টা কর ত এই চকচকে ছোরাখানি তোমার ঐ নরম বুকে বসিয়ে দেব,—আর কথা কওয়া জন্মের মত শেষ হয়ে যা'বে। তা'ই বলছি বেশ ভালমানুষের মত চুপটী করে থাক।

চাঁপা। কে তুই,—চোরের মতন এ উদ্যানে এসে আমাদের উপর বল প্রকাশ করছিস? জানিস এ দেবতার স্থান? শত শত বীর এস্থান রক্ষা করছে,—জানতে পারলে এখনই তোদের সকলের প্রাণবধ করবে?

ভানুসিংহ। তা' জানি বই কি গো ঠাকরোণ,—খুব জানি! এটা যে একটা বড় রকমের ডাকাতের আড্ডা—তা' আমরা বেশ জানি। আর দেবতার স্থানও বটে,—ডাকাতেরা একটা পুরাণ ভাঙ্গা কালীমন্দির দেখেই ত চিরদিন আড্ডা করে থাকে। কিন্তু সে যা'ই হো'ক, তুমি কিন্তু যাদু, কথাটী ক'রোনা, দুজনে বেশ ভালমানুষের মতন সুড় সুড় করে আমাদের সঙ্গে চলে এস, তা' না হ'লে ভাল হ'বে না। তোমরা চ্যাচামেচি করলেই যে আমরা ভয়ে তোমাদের ছেড়ে পালিয়ে যা'ব, তা' মনে কোরো না, গোল করলে আরও বিপদে পড়বে। চুপটী করে ভালমানুষের মত চল। কইরে তোরা কোথা গেলি?

(প্রহরীগণের প্রবেশ।)

চল, এই দুটী সুন্দরীকে নিয়ে চল।

(পশ্চাৎ হইতে চন্দ্রনাথ ও কয়েকজন বন্যসৈন্যের প্রবেশ।)

চন্দ্রনাথ।—দুরাচার! দস্যুর নফর! নির্জ্জনে অবলা রমনীর প্রতি বলপ্রকাশের ফলভোগ কর।

(ভানুসিংহের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক অসি আঘাত ও ভানুসিংহের পতন।)

মনে করেছিলি আমরা অসতর্ক হয়ে আছি,—তাই সন্ধ্যাবেলা আপনাদের পাপকার্য সাধন করতে এসেছিলি! তুই যে রকম মহাপাপী,—পৃথিবীতে তোর সাজা হ'ল না, যা এখন অনন্ত নরকে গিয়ে পাপের ফলভোগ করগে যা।

ভানুসিংহ। উঃ—মা—গো! যাই—গোঃ— (মৃত্যু।)

চন্দ্রনাথ। বন্দি কর দুরাচারগণে,—
এস সবে মম সাথে।

(প্রহরীগণকে বন্দি করিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান,
অপরদিক হইতে মদনের প্রবেশ।)

মদন।—কিসের হৈ চৈ বাপ? ইস—তা'ইত! এযে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ডরে বাবা! ওরে বাপরে!—তা'রও ওপর একেবারে খুনোখুনি দেখছি যে! বেটী, খুব নাচানটা নাচাচ্ছ,—না? বেশ বাবা, তোর ধারাই দেখছি এক আলাদা,—চোরকে বলিস চুরি করতে আবার গৃহস্থকে বলিস সাবধান হ'তে। দেবতারাই তোর ভাব বুঝতে পারেনা,—তা আমি বেটা কে? তা যা'ক আজকের এ গতিকটা ত কিছু বুঝতে পারছি নে; দেখছি ভানুসিংহ পড়ে রয়েছে! যাই,—জিজ্ঞাসা করে দেখিগে। আর কি,—কোনও কুমতলবে এসেছিল,—ধরা পড়ে হানাহানি করেছে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

সরলা ও দাসী।

সরলা— সপত্নী! সপত্নী হবে স্বামীসোহাগিনী?
নারিব দেখিতে কভু!
ফেটে যা'বে বুক, খসে যা'বে বুকের পাঁজর!
জন্মিয়াছে সোহাগের শিশু,—
নিজ করে বিষ দিয়ে বধিব তাহারে!
জ্যেষ্ঠা রাণী স্বামীসোহাগিনী—
তা'রেও বধিব বিষদানে।
কা'র সাধ্য মম সুখে সাধে বাদ?
একি! একি! ওরে জ্বলে গেল—জ্বলে গেল বুক!
আঁখি মোর ঝলসিয়া যায়!—
ভীষণ জ্বলন্ত ছবি কি দেখি সম্মুখে?
কবন্ধ পিশাচগণ—রক্তমাখা গায়—
কি তাণ্ডব নৃত্য করে ঘেরিয়া আমায়!
নাচে মুণ্ডহীন দেহ ছড়ায় অনল!
ওরে—ওরে,—একি জ্বালা!
ধেয়ে আসে চতুর্দ্দিকে ভীষণ মূরতি,
স্পর্শ যদি করে মোরে—ভস্ম হয়ে যা'ব!
এস শীঘ্র,—রক্ষা কর কে আছ কোথায়!

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

দাসী।—(স্বগতঃ) কি হ'বে মা! এযে একেবারে ঘোর পাগল

হ'ল দেখতে পাই! যে কায করলে প্রাণে এত জ্বালা, সে কায করাইবা কেন বাপু? (প্রকাশ্যে) মা! মা! উঠুন, কই কেউত হেথা আসেনি, —কেউত কোথাও নেই! এত ভয় কেন মা? ভয় নেই,—উঠুন।

সরলা।— ভয়—ভয়? কেন ভয় পাই?
অন্ধ কি হ'লিরে তুই—পাসনা দেখিতে—
চারিদিকে কত হেরি বিভীষিকা?
ওই দেখ—ওই দেখ,—
শত শত পিশাচ মূরতি—আসে বায়ুগতি—
করে অসি তীক্ষ্ণধার!
রক্তমাখা গায় —পাছে পাছে ধায় মোর!
ওই দেখ—ওই দেখ—
ছিন্নমুণ্ড লয়ে খেলিতেছে কি ভীষণ খেলা!
ওকি ওকি—কা'র মুণ্ড?
ওযে আমারই মস্তক,—সদ্যচ্যুত স্কন্ধদেশ হ'তে!
উষ্ণ রক্তস্রোত হের ছড়ায় চৌদিকে!
দেখ্ দেখ্—কি ভীষণ খেলিতেছে খেলা!
ওকি ওকি—ওরে ওকি হ'ল?
পদাঘাতে চূর্ণ হ'ল পাপিনী মস্তক!
এস এস কে আছ নিকটে,—রক্ষা কর—রক্ষা কর,-
যায় প্রাণ পিশাচের করে!

দাসী।—ভয় কি মা? কই কেউত কোথাও নেই! স্থির হ'ন।

(নকুলেশ্বরের প্রবেশ।)

নকুলেশ্বর।—একি! কি হেতু এ গণ্ডগোল?

দাসী।— জ্ঞানশূন্যা মহারাণী;—
প্রলাপ কহেন কত তুলি উচ্চরোল।

নকুলেশ্বর।—যাও তুমি,—আমি র'ব রাণীর নিকটে।

(দাসীর প্রস্থান।)

রাণী, এ কিরূপ আচার তোমার?
হেরি তব ব্যবহার—শঙ্কাযুক্ত হৃদয় সবার,
সন্দেহে নেহারে সবে বদনে আমার।
কঠিন মমতাশূন্য হৃদয় তোমার, সে কঠিন প্রাণে
কি গরলে কহ এত জন্মালে বিকার?

সরলা।— গরল? গরল?—এই লহ,—দুগ্ধসহ দাও মিশাইয়া,
মুহূর্ত্তে হইবে নাশ বিষম অরাতি!
বিষধর ধরি—ত'ার দন্ত উপাড়িয়া,—
বহুযত্নে তীব্রবিষ এনেছি হরিয়া;
খাদ্যসহ করিলে ভক্ষণ,
তখনই যাইবে অরি শমন সদন।
যাও পাকশালে,—
নৃপতির খাদ্যদ্রব্যে দাও ত্বরা এ গরল ঢেলে,—
ভোজনান্তে যমপুরে যা'বে মহীপতি।

নকুলেশ্বর।—একি কথা কহিছ সরলা?
শুনিলে এ সব বিবরণ
বিদ্রোহী হইবে জনে জন,
আমার স্বপক্ষে আর'না রহিবে কেহ,
ঘাতকের করে শেষে জীবন যাইবে।

সরলা।— হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

কি হেতু পুরুষ বলি কর অহঙ্কার ?
পুরুষের এই কি আচার ?
কোমলতা দাও বিসর্জ্জন,
কঠিনতা আনি হৃদে করহ স্থাপন,—
নহে কিসে ঘুচিবে প্রাণের জ্বালা ?
যাও ত্বরা—স্বকার্য্য সাধনে,—
মমতার এ নহে সময়।

নকুলেশ্বর।—জ্ঞানশূন্যা—উন্মত্তা হয়েছে রাণী,
হেন বাণী সে হেতু সতত।
একি পাপ ? প্রকাশে সকল কথা উন্মত্ত প্রলাপে,—
সমূহ বিপদ—যদি শোনে কোন জন !
এ বিপদে কিসে পুনঃ পাই পরিত্রাণ ?

সরলা।— হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—
কি ভাবিছ প্রাণেশ্বর ? যাও ত্বরা,
অন্যথা না কর বাক্য মোর !
পারিবে না ?—পারিবে না ?—
দেখ তবে আপনি চলিনু আমি !
দেখ তবে রমণীর কত কঠিনতা !
রোষদীপ্ত রমণী হৃদয়ে
নরকের কালানল হ'লে প্রজ্বলিত—
কত তীব্রবিষ দেখ পারে উগারিতে !
না—না—নরক !—নরক !—
কি ভীষণ না জানি নরক !
মনে হ'লে অন্তর শিহরে !—প্রাণ কাঁপে থর থর !

ওকি—ওকি—ওকি রে আবার!
রক্তশূন্য মাংসশূন্য অস্থিময় দেহ—
করে করে তাল দিয়ে নাচিছে ভীষণ!
ধেয়ে আসে—ধেয়ে আসে—
ওই বুঝি করে আলিঙ্গন!
কোথা যাই?—এ সঙ্কটে কিসে ত্রাণ পাই?
যাই—যাই,—পালাই এ স্থান হ'তে।

(বেগে প্রস্থান।)

নকুলেশ্বর।—উপায় না দেখি কিছু আর।
শুনিলে প্রলাপ সরলার
গুপ্তকথা যত সব হইবে প্রচার,
নাহি যা'বে এ বিকার জীবন থাকিতে।
বধিলে বালায়, সব জ্বালা দূর হয়ে যায়;—
তাই কি করিব তবে?
শাণিত ছুরিকা বক্ষে বসায়ে আমূল
চিরদিন তরে জিহ্বা দিব স্তব্ধ করে?
না না—হত্যা! হত্যা!
পুনঃ হত্যা নারিব করিতে!
বন্দিভাবে গৃহমধ্যে রাখিব গোপনে
দেখাও পাবেনা কেহ,—কিছু না জানিবে।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাননমধ্যস্থ কুটীর।

অমরনাথ ও অপর্ণা।

অপর্ণা।— কত দিন? কত দিন কহ প্রভু, আর
রহিতে হইবে হেথা
নয়ন আনন্দ মোর নন্দনে ত্যজিয়া?
ধৈর্য্য আর নাহি মানে মন, সদা প্রভু, হয় উচাটন;
কৃপায় পুরাও আকিঞ্চন—
একবার দেখাইয়া তনয়ে আমার।
দেখ প্রভু,—মাতা আমি তা'র,—
কতকাল কতবর্ষ বাছার বিহনে—
কাঁদিয়া দিবস নিশি করেছি যাপন!
আর যে পারিনা নাথ, হইয়াছি বড় উচাটন!
বারেক দেখাও মোরে,—দেখিব কেবল,—
গোপনেতে দূর হ'তে ক্ষণেকের তরে,—
যদি নাথ, বাধা থাকে প্রকাশ্যে দেখিতে,—
পরিচয় দিতে তা'রে জননী বলিয়া!
নিমেষের তরে একবার দেখাও রাজন,
দেখিয়াই পুনঃ হেথা আসিব ফিরিয়া।

অমরনাথ।—স্থির হও রাণী,—তুমি অবোধ ত নও!
বোঝনাকি কি কারণে
অদ্যাবধি পাও নাই হারানিধি তব?

কুচক্রী অরাতিগণ জানে যদি কেহ
তুমি আমি অদ্যাবধি রয়েছি জীবিত,—
নিয়োজিয়া গুপ্তহন্তা সবারে বধিবে।
কোন পাপকার্য্য দেবী, অসাধ্য তা'দের ?
অল্প দিন—অল্প দিন আর—
রহ রাণী স্থির হয়ে, ধৈর্য্যে বাঁধি প্রাণ,
উপস্থিত প্রায় আসি শুভদিন তব।
প্রেতসম মূর্ত্তি মম নেহারি নয়নে,—
উন্মত্তা হয়েছে দুষ্টা রাণী !
প্রলাপের সনে
বহু গুপ্তকথা সেই করেছে প্রচার ;
দাস দাসী পরিজন যত
একে একে জানিয়াছে সকল বারতা।
প্রণয়ী তাহার,—হীনমতি জ্ঞাতিভ্রাতা মম—
আতঙ্কে অস্থির সদা ভাবি পরিণাম,—
জ্ঞানহীন,—যুক্তি তা'র নাহি আসে কিছু।
কিছুদিন রহ আর,—
অচিরে পুরিবে প্রিয়ে, বাসনা তোমার।

চপলা।— মহারাজ ! ধৈর্য্য আর মানে না অন্তর,
কি করি ?—তথাপি—
তোমার আদেশে প্রভু, র'ব প্রাণ বাঁধি।
কি কহিব নাথ, বড় উচাটন প্রাণ,
শূন্যপথে বায়ু সনে চায় উড়ে যেতে—
নয়নআনন্দ মম নন্দন যথায় ;

কি করি ;—রয়েছি স্থির তোমার আজ্ঞায়।

অমরনাথ।—ক্রমে ক্রমে বহুজন,—এক এক করি
আসিয়াছে কাননেতে নগর হইতে—
পুষ্ট হইয়াছে তাহে বন্যসৈন্যদল ;
মাসেকের মধ্যে রাণী, আক্রমি পামরে—
দণ্ড দিব সমুচিত, নিজ রাজ্য করিব উদ্ধার,
ততদিন রহ রাণী, ধৈর্য্যে বাঁধি প্রাণ।

অর্পণা।— রহিব,—কি করি আর,—উপায় ত নাই !
কাঁদিয়ে কাটিল এতদিন,—
এখন না হয়—যা'বে দিন বাছার চিন্তায়।
কিন্তু নাথ, তোমার কারণে—প্রাণে মম বড় হয় ভয়।
সতর্ক প্রহরী ঘেরা রাজার প্রাসাদ,
অতিক্রমি সে সকল, না জানি কেমনে—
দেখা দাও নিত্য জনে জনে !
ভয় হয়—যদি কোন দিন—
সন্দিহান হয়ে কেহ আসে পাছে পাছে !
তা'রপর যদি প্রভু, ছদ্মবেশ বুঝি—
গোপনে পশ্চাৎ হ'তে করে অস্ত্রাঘাত !
না না—স্মরণেও মম কাঁপে অন্তস্তল।

অমরনাথ।—ত্যজ ভয় প্রাণেশ্বরী !
গোপনে যাইয়া,—নির্জ্জনে নিরখি যা'রে—
তা'রেই দেখাই এই ভীষণ মুরতি।
অন্তঃপুরে যাই যদি—
উলঙ্ঘি' প্রাচীর,—গবাক্ষ ভিতর দিয়া

পশি গিয়া রুদ্ধ কক্ষ মাঝে,
পথে কেহ না পায় দেখিতে।
যদি কেহ দূর হ'তে পায় দেখিবারে
আতঙ্কে শিহরি' ত্বরা যায় পলাইয়া,—
করে না সাহস কেহ নিকটে আসিতে,
কিম্বা মোরে জিজ্ঞাসিতে কোন কথা।
সে দিন নকুলেশ্বরে দেখিনু উদ্যানে,—
নির্জ্জনে মন্ত্রণা করে মন্ত্রীর সহিত;
অমনি যাইয়া দেখা দিনু সেই স্থানে,—
ভয়ে মন্ত্রী বাক্‌হীন রহিল দাঁড়ায়ে,
আতঙ্কে নকুলেশ্বর হারাইল জ্ঞান।
এইরূপে একদিন—লঙ্ঘিয়া প্রাচীর।
সরলার কক্ষে গিয়া করিনু প্রবেশ,
দেখিয়া আমারে—চিৎকারি বিকট রবে
মূর্চ্ছা গেল পাপিয়সী,—
জ্ঞানহারা সেদিন হইতে।
নাহি ভয় প্রাণেশ্বরী, আমার কারণ—
রহ স্থির আর কিছু দিন,
অচিরে বাসনা তব পুরিবে মহিষী।

অর্পণা।— কিন্তু নাথ, তবু প্রাণে বড় হয় ভয়,—
কি জানি,—আমার অদৃষ্ট ভাল নয়

অমরনাথ।—কি ভয় তোমার রাণী,
শঙ্কায় আমার পাশে নাহি আসে কেহ;
আবার কেহবা—দেখি মোরে,—

গুপ্ত পাপকথা বহু আতঙ্কে প্রকাশে,—
যা'তে বহু কার্য্য মম হয় সংসাধিত ;
সেই হেতু এতদিন অস্তিত্ব আমার
রেখেছি গোপন করি।
তা'রপর জানত প্রেয়সী,—
ছদ্মবেশ আবরণে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার
সদা লয়ে যাই আমি,—কিবা ভয় তবে ?
সশস্ত্র যখন আমি,—সম্মুখে আমার
পারে রহিবারে স্থির এ রাজ্যেতে কেবা ?
আমার অনিষ্ট তরে যে জন আসিবে—
প্রাণ লয়ে সেত আর গৃহে না ফিরিবে !
কথায় কথায় দিবা হ'ল অবসান,
চল প্রিয়ে, যাইব মন্দিরে আমি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মন্দির।

ভৈরবাচার্য্য পূজায় নিযুক্ত

নিকটে ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, মদন্ ও কয়েকজন বন্যসৈন্য।

ভৈরবাচার্য্য।—"করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং ॥

দিয়েছিনু তা'রপরে,—
প্রতিদান ভাল দেছে মোরে!
সরলা কনিষ্ঠা রাণী,—তা'র হৃদিমাঝে
জ্বলিল ভীষণ বহ্নি সপত্নী বিদ্বেষে,—
জ্যেষ্ঠা রাণী গর্ভে যবে জন্মিল কুমার
বিষ দানে মহিষীর চেতনা হরিয়া
হরিল কুমারে দোঁহে মন্ত্রণা করিয়া।
রাণী মরিয়াছে,—তা'র শিশুও মরেছে
লোকমাঝে এই কথা করিল প্রচার;
নিশীথে শিশুরে লয়ে পিশাচ পিশাচী—
ফেলে দিল তটিনীর তীরে;
রাণীরেও ফেলে দিল পর্ব্বতের মূলে—
নির্জ্জন কানন মাঝে।
কিন্তু দেখ ধর্ম্মের কি সূক্ষ্ম গতি—
রক্ষিত দোঁহারই প্রাণ!
এই সেই হারানিধি তনয় আমার,
রক্ষিবারে জীবন যাহার—
হেথা এত আয়াস সবার!
পালিত সে ধর্ম্মভীরু কোষাধ্যক্ষ গৃহে,—
রক্ষিতা মহিষী বন্য রমণী হইতে।
অবশেষে নিষ্কণ্টক হইবার তরে—
বিষ দানে অচেতন করিল আমারে,
বোধ হয় ভেবেছিল গিয়েছে জীবন,—
কিন্তু ধর্ম্মবলে সে ইচ্ছা না হইল সম্পূরণ

অচেতন যবে আমি,—লইয়া আমারে—
গোপনে ফেলিয়া দিল কানন মাঝারে;
নাহি জানি কি হেতু না করিল সৎকার,
না জানি কি কথা রাজ্যে করিল প্রচার!

ভৈরবাচার্য্য।—বস্ত্রে আচ্ছাদিত দেহ লইয়া শ্মশানে,—
তিন দিনে তিন দেহ,—রাজা, রাণী, শিশুপুত্র আর,—
সবার সমক্ষে লয়ে করিল সৎকার।
নাহি জানি মৃতদেহ কোথায় পাইল,
কেহ কিন্তু সন্দ' না করিল—
বলিল যখন দুষ্ট কাঁদিতে কাঁদিতে,
পুত্র প্রশবিতে রাণী ত্যজিল জীবন,
মাতৃহীন শিশুও না রহিল জীবিত,
তা'রপরে মহারাজ পত্নী পুত্র শোকে
ম্রিয়মাণ হয়ে অতি ত্যজিল পরাণ।

অমরনাথ।—কিন্তু দেখ ধর্ম্মের প্রভাব!—
হীনজন,—বনবাসী অসভ্য বর্ব্বর—
অচেতন হেরি মোরে কানন মাঝারে,
বহু সেবা করি মোর চেতনা দানিল,
যতনে লইয়া গৃহে রক্ষিল জীবন;
সেই বন্য পল্লীমাঝে রাণীরে পাইনু।
সে অবধি প্রেতসাজে সাজি—
ভ্রমি আমি যথা তথা;—
হেরিলে আমারে এই ভয়ঙ্কর বেশে
শিহরে পাপীর প্রাণ।

বাসনা আছিল মনে—
শঙ্কায় শিহরি ভয়ে হয়ে আত্মহারা,—
পাপ কথা করিলে প্রকাশ,
জানাইব প্রজাগণে,—সেনানি নিচয়ে,
এইরূপে ক্রমে রাজ্য করিব উদ্ধার।
কিন্তু তব কৃপাবলে
আয়াস বিহনে কার্য্য হইল সাধিত,—
আজি হতে প্রেতবেশ কৈনু পরিত্যাগ।

(প্রেতবেশ পরিত্যাগ।)

সকলে।—জয় জয় জগত জননী!

মদন।—মিছে বলনি বাপ,—তোমার এ চেহারা দেখলে আমাদেরই পিলে চম্‌কে ওঠে,—তা যা'রা পাপ করেছে তা'দের ত উঠবেই। তা যাক এখন তোমাকে যে আমরা ফিরে পেয়েছি এই ঢের।

ইন্দ্রনাথ।—পিতা! পিতা!
শ্রীচরণে স্থান দেহ তনয়ে তোমার!
এতদিন পিতৃ মাতৃ স্নেহে দাস আছিল বঞ্চিত,
জীবন সার্থক আজি হইল আমার—
তোমার চরণরেণু ধরিয়া মাথায়।

(নতজানু হইয়া অমরনাথের পদধূলি গ্রহণ।)

অমরনাথ।—আয় রে হৃদয়নিধি নন্দন আমার!
জুড়াইল প্রাণ মম এতদিন পরে!
মম ভাগ্যদোষে বৎস,
বহুক্লেশ পাইয়াছ এতদিন,
রাজার কুমার হয়ে পরের আবাসে

বাল্যকাল হ'তে—
লুকাইয়া পরিচয় অরাতির ভয়ে,—
হইয়াছ লালিত পালিত ;—
পাও নাই এতদিন সুখের আস্বাদ ;—
এস হৃদে,—তৃপ্ত হোক তাপিত অন্তর।
(ইন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করণ।)

ভৈরবাচার্য্য।—শুনি বার্ত্তা পুলকিত হ'ল এ হৃদয়,
স্বপনেও মহারাজ, ভাবে নাই কেহ—
তোমারে ফিরিয়া পা'বে মহারাণী সহ!
এ শুভ দিবসে ভিক্ষা মোরে দেহ নরনাথ,—
বৃদ্ধ মন্ত্রী তব—অতি ধার্ম্মিক সুজন,
পাপিষ্ঠের পাপচক্রে হইয়া পতিত
বিনাদোষে রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হয়ে—
আশ্রয় লইয়াছিল দেবীর মন্দিরে।
হেথা বৃদ্ধ মর্ম্মাহত হয়ে অতিশয়,
ভুঞ্জি নানা রোগ দুঃখ গেল পরলোকে,
পত্নীও স্বামীর শোকে ত্যজিল জীবন।
মৃত্যুকালে দুইজন শিশু তনয়েরে
সঁপে গেল মম করে ;
এতদিন মমোপরে ছিল রক্ষাভার
আজি সমর্পিনু তা'রে তোমারে রাজন,
রক্ষাভার লহ তা'র এই আকিঞ্চন।

(চন্দ্রনাথের হস্তধারণ পূর্ব্বক অমরনাথের হস্তে প্রদান।)

অমরনাথ।—বৎস! ক্ষম অপরাধ!

সন্তশ্ছিন্নশিরঃখড়্গাবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধধপাণিকাং॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম॥
কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্মভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
শবাণাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিতচোচ্চয়াম।
শবরূপমহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥
শবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।
এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম্॥

(ধ্যান ও পূজা করণ—পরে প্রণাম।)

জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥

(প্রণাম করণ।)

সকলে।— গীত

জয় কালী করালী কপালী কল্যাণী, মহেশ্বরজায়া ঈশানী ভবানী।
বরাভয়দায়িনী দনুজদলনী, ত্রিতাপহারিণী শিবানী সর্ব্বাণী॥
আতঙ্কভঙ্গিনী সমর-রঙ্গিনী, জলদঅঙ্গিনী যোগিনী সঙ্গিনী।

নৃমুণ্ড-মালিনী নৃমুণ্ড-ধারিণী, নরকরহারকটীতটশোভিনী॥
গিরীশ নন্দিনী গিরিশ মোহিনী, উমেশ সঙ্গিনী জগতজননী।
মহামায়া কায়া মহাশক্তি রূপিনী, দেহি পদছায়া মহেশ্বর মোহিনী॥

(সকলের প্রণাম করণ।)

(নেপথ্যে কোলাহল।)

ভৈরবাচার্য্য।—একি! কিসের এ কোলাহল?
অদূরে কে যেন কোথা করে আর্ত্তনাদ!
চন্দ্রনাথ,—আন বার্ত্তা;—দেখ কেবা করিছে রোদন।

মদন।—ইস্ তাইত! চারদিকে যে মার মার কাট কাট রব উঠলো আবার একটা খুনোখুনি না কি রে বাবা?

(বেগে চপলা ও চাঁপার প্রবেশ।)

চপলা।—রক্ষা কর, রক্ষা কর কে আছ হেথায়!
আসিতেছে দস্যুগণ পশ্চাতে ধাইয়া!
মন্দির দ্বারেতে দ্বারিসনে বেধেছে সমর,
পলায়েছি সেই অবসরে।

চন্দ্রনাথ।—মা মা দনুজদলনী!
একি আজ করি মা শ্রবণ?
তোর এই পবিত্র মন্দিরে
পিশাচ কি করিবে নর্ত্তন!
শক্তি দেমা মহাশক্তি সমররঙ্গিনী!
শক্তি দে মা!—শক্তি দেমা!—
অরির শোণিতে ধুইতে এ কলঙ্কের কালী,
শক্তি দে মা শক্তিরূপা

অরাতির ছিন্নমুণ্ড পদে দিতে ডালি!
জয় মা—জয় মা কালী দানব দলনী!

(উন্মুক্ত অসিহস্তে বেগে প্রস্থান।)

ভৈরবাচার্য্য।—একাকী ধাইল বীর করিতে সমর,
যাও বীরগণ,
পৃষ্ঠরক্ষা কর গিয়ে তা'র!
দেখ যেন পাইয়া একাকী—
বহুজন মিলি বীরে না করে সংহার।

বন্যসৈন্যগণ।—জয়—জয় রণচণ্ডী—শক্তিস্বরূপিণী!

(উন্মুক্ত অসিহস্তে বন্যসৈন্যগণের প্রস্থান।)

ভৈরবাচার্য্য।—কহ মাতা,
কি প্রকারে দস্যুগণ আসিল হেথায়?

চপলা।— সখীসনে পুষ্পোদ্যানে করিতে ভ্রমণ
অদূরে দেখিনু চেয়ে—
আসে বহুজন অস্ত্রে শস্ত্রে হইয়া সজ্জিত
আমাদেরই লক্ষ করি।
পলাতে লাগিনু দোঁহে শঙ্কায় শিহরি,
দস্যুগণ আমাদের ধাইল পশ্চাতে;
দূর হ'তে তাহাদের করি নিরীক্ষণ
ছুটে এল দ্বার-রক্ষিগণ
আমাদের রক্ষার কারণ
ধরিত নিশ্চয় যদি না পাইত বাধা।

বাধিল সমর ঘোর দ্বাররক্ষি সনে,
সেই অবসরে দোঁহে আইনু পলায়ে।
আসিয়াছে বহুসৈন্য, এসেছে নৃপতি,
না জানি কি হয় আজি রণে।

(রক্তাক্ত কলেবরে ছিন্নমুণ্ড হস্তে চন্দ্রনাথের
পুনঃ প্রবেশ।)

চন্দ্রনাথ।—রুধির পিয়াসী ভীমা দনুজদলিনী!
নে মা নে গো নরবলি!—
মিটা মা, রুধিরতৃষা পিয়ে রক্তধারা!
কি কহিব—
ভীরুগণে এসেছিল করিতে সমর,—
পলাইল রণে ভঙ্গ দিয়ে,
মিটিল না সমর পিপাসা!
আয় মা, রুধিরধারে ধুয়াই চরণ,
কলঙ্ক ও সুধানামে হইল স্খালন।

(প্রতিমার পদতলে ছিন্নমুণ্ড স্থাপন।)

ভৈরবাচার্য্য।—শান্ত হও চন্দ্রনাথ,
কহ মোরে কি হইল?
এসেছিল কেবা আজ পাপ অভিলাষে?

চন্দ্রনাথ।—আপনি নকুলেশ্বর সৈন্য লয়ে সাথে
এসেছিল আজি প্রভু!
বন্দী হইয়াছে রাজা,—রেখেছি বাহিরে,

হত প্রায় সৈন্য তা'র যে ছিল সংহতি ;
কয়জন পলাইল রণে ভঙ্গ দিয়া।

ভৈরবাচার্য্য।—যাও,—রাখ নৃপতিরে বদ্ধ করি গৃহে,
অকারণ কষ্ট তা'রে না কর প্রদান ;
যে হয় বিহিত পরে হ'বে যুক্তি মত।

মদন।—আর কি হ'বে বাপ্—আবার কি হ'বে বল, এর পর যা চিরদিন হয়ে থাকে তা'ই হ'বে আর কি? ভুলোনা যেন বাপ, যে রাজা একটা জলজ্যান্ত ডাইনী পুষেছিল, সেটাকেও ধরে আনতে হ'বে। বাপ্ কি বিষ!—কি তেজ!—একেবারে রাজ-পুরিটা সমস্ত ছারখার করে দিলে! সে থাকতে রক্ষা নেই—মেয়ে ত নয় বাপ্, পুরুষের বাবা!

ভৈরবাচার্য্য।—অচিরে করহ বন্দী পাপিষ্ঠা রাণীরে!
সৈন্য লয়ে রাজপুরি কর অধিকার।

(ধীরে ধীরে অমরনাথের প্রবেশ।)

অমরনাথের।—প্রণমি চরণে যোগীরাজ!
শুন প্রভু,—অদ্ভুত সমর
হেরিলাম মন্দিরদ্বারেতে!
সুকুমার নাহি জানি কাহার কুমার
অসিহস্তে পশি রণে কৈল মহামার ;
বিস্মিত—স্তম্ভিত আমি রণ দেখি তা'র!
একাকী সে বহুসৈন্য করিল বিনাশ,
পরাজিল পাপিষ্ঠ রাজায় ;—
বন্দী সে দুর্জ্জন সুধু যুবার বিক্রমে।

ধন্য তব রণশিক্ষা !—আশ্চর্য্য কৌশল !
মুষ্টিমেয় বঙ্গসৈন্য অবহেলে গিয়া—
পরাজিল অগণন রাজ অনীকিনী ;—
এতদিনে চেষ্টা তব হইল সফল।
আপনি পতঙ্গ আসি মরিবার তরে—
জলন্ত অনলে দিল ঝাঁপ,—
দেখিতে দেখিতে সব ভস্ম হয়ে গেল।
এখন সদলবলে প্রবেশি নগরে
রাজধানী কৈলে অধিকার
কার্য্যপূর্ণ হইবে সবার।

ভৈরবাচার্য্য।—বঙ্গসৈন্যদল গিয়া বেড়িয়া নগরী,
রাজধানী অধিকার করিবে অচিরে,—
কার্য্য মম হবে সম্পূরণ।
কিন্তু ঘুচাও সংশয়, মোরে কহ মহাশয় !
কেবা তুমি প্রেতবেশে,—
ভূতপূর্ব্ব নৃপতির সম অবয়ব—
শুভ্র পরিচ্ছদধারী ?
শুনিয়াছি মহারাজ পরলোক গত,—
এ বেশে কে তুমি তবে ভ্রমিছ সতত ?

অমরনাথ।—হৃদয়ে রাখিয়া যারে অতীব যতনে
বাল্যাবধি করেছি পালন,—
অকৃতজ্ঞ মূঢ় সেই জ্ঞাতিভ্রাতা মম
রোগগ্রস্থ যবে আমি,—
রাজকার্য্যভার বিশ্বাস করিয়া

মম দোষে পিতা মাতা তব
বহুক্লেশ পাইয়াছে নির্ব্বাসনে!
পাপিষ্ঠের ছলে—আর পীড়ার তাড়নে—
মতিভ্রম হয়েছিল মোর।

চন্দ্রনাথ।—একি কহ ধরণী ঈশ্বর?
অপরাধী কেন কর অকৃতি সন্তানে?

মদন।—বেশ বেটী, বেশ,—কত খেলাই দেখালি! বেঁচে থাকলে হয়ত আরও কত দেখব। আমার এমন রাজা—লোকের কথায় মাথা বিগড়ে অবিচার করবে,—এ কথা অন্যে বল্‌লে মদনা বিশ্বাস করত না। সর্ব্বনাশীর সর্ব্বনেশে চক্রে ঘুরতে ঘুরতে কখন কি হয় তা কে বলবে বাপ? সাধ করে মদনা বলে যে বেটী বাজিকরদের মেয়ে? মহারাজ, এখনও সে ডাইনীটা আছে,—আর কেউ না আসে ত শেষকালে সেই ঢাল খাঁড়া নিয়ে লড়াই করতে আসবে, তা'র ভারি ঝাঁজ মহারাজ, ভারি ঝাঁজ! দেখলে না বিশ বছর লাগলো তা'র বিষ কাটাতে? আগে সেটাকে ধরে আনতে লোক পাঠাও তা'কে না ধরতে পারলে ভেবনা বাপ তোমাদের শত্রুর জড় মরেছে!

ভৈরবাচার্য্য।—সত্য কথা,—
পিশাচিনী রহিয়াছে নগরেতে,
যাও চন্দ্রনাথ, লয়ে বহুসৈন্যগণে
ত্বরা গিয়ে রাজধানী কর অধিকার,
বন্দী করে আন পিশাচীরে!
এস সবে,—বহু কার্য্য আছে বাকি।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

সরলা।

সরলা।—আরে পাপ শিশু!

কেন মোরে কর জ্বালাতন?
কোথা হ'তে এল এই পাপ?
ছাড়িয়াও না চাহে ছাড়িতে!
আজি তোর নাহি ত্রাণ,—
জীবনের অবসান এখনই হইবে;—
কোথা যা'বে কোথা পা'বে স্থান?
দাঁড়া,—তোর এখনই বধিব আমি প্রাণ!
একি একি! ওরে শূন্য পথে কেমনে চলিলি?
আয় আয় নেবে আয়,—
নাহি ভয়,—না ল'ব জীবন,—
নেবে আয়,—একবার বলে যা আমারে,—
সত্য কি জীবিত তুই?—তা'ই যদি হয়—
নদীজলে কেমনে পাইলি পরিত্রাণ?
ওরে, তোর কি বিকট হাসি!
অতটুকু ক্ষুদ্র দেহ হ'তে
এ ভীষণ রব বল কোথা হ'তে আসে?
উঃ! বধির শ্রবণ! যায় যে জীবন!—
বিকট হাসির রবে বিদরে গগন!

স্থির হ,—বিকট হাস্যে কায নাই আর !
ওকি !—ওকি রে আবার ?
কে তুই রাক্ষসী, বল এলি কোথা হ'তে ?
পিশাচিনী ! কি হেতু আসিস মম পাশে ?
ছুঁস্‌নে—সরে যা হেথা হ'তে—
প্রাণহীন অশুচি শরীর তোর !
একি কোথা যাই ?—রক্তবর্ণ আঁখি
নরকের শিখাসম জ্বলে,
কেন রে চাহিস মোর পানে ?
ফিরারে নয়ন,—নহে জ্বলে যায় প্রাণ !
কোথা যাই ?—কোথায় পালাই ?—
আরও কাছে আসে যে আমার !
সরে যা পিশাচী ! নহে এখনই যাইয়া
নখাঘাতে উপাড়িয়া লব দীপ্তআঁখি,
চলে যা,—চাহিস যদি আপন মঙ্গল !
একি একি ! পিশাচের তাণ্ডব নর্ত্তন !
হি হি হি হি—হা হা হা হা—
অট্ট অট্ট হাসি,—কি বিকট রবে !
অস্থিরাশি অস্থিমালা সুধু
করে করে দেয় তাল !
কোথা যাই ?—কে আমায় রক্ষা করে ?
(কয়েকজন বন্যসৈন্যের প্রবেশ।)
কে তোরা ?—কে তোরা ?—কেন আসিলি হেথায় ?
রাজপুরে তোদের কি কায ?

এঁ্যা! একি সাজ? করে অসি সিন্দুর কপালে!
তোরাই কি নরকের নারকীয় দূত?
না, না—নরক! নরক—
কোনও দোষে দোষী নই আমি,—
জীয়ন্তে নরকে আমি যাইতে নারিব!

১ম বন্যসৈন্য।—দেখেছ, পাপের ফল হাতে হাতে;—এই পৃথিবীতে জীবিত অবস্থাতেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে। চল,— আর কি হ'বে? নিয়েত যেতেই হ'বে?

সরলা।— ক্ষমা কর,—ক্ষমা কর,—
জানুপাতি করযোড়ে মাগি গো মার্জ্জনা!
রেখে যাও—ফেলে যাও কৃপা করি;—
বহু সাধ অন্তরেতে রয়েছে এখনও।

১ম বন্যসৈন্য।—ভয় নেই,—আমরা যমদূত নই,—মানুষ; তোমাকে সঙ্গে করে ভাল জায়গায় নিয়ে যেতে এসেছি রাজা সসৈন্যে পরাজিত, রাজ্য আমাদের হস্তগত,— এখানে আর কেউ নেই,—তুমি একলা থেকে কি করবে? আমাদের সঙ্গে এস, তোমার কোনও ভয় নেই।

সরলা।— নহ তবে কৃতান্ত কিঙ্কর?
পার কি রক্ষিতে মোরে নরক হইতে?
পার যদি—পায়ে ধরি রক্ষা কর মোরে,—
দাসী হ'ব—কেনা র'ব চিরদিন। (পদধারণ)

১ম বন্যসৈন্য।—আহা—পা ছাড়,—ওঠ—ওঠ। পাপ যখন করে-ছিলে তখন একথা ভাবলে ত আর এখন এই কষ্টটা পেতে

হ'তনা। চল তোমাকে মার কাছে নিয়ে যাই,—মা জগত-জননীর কাছে ক্ষমা চাইলেই তোমার মঙ্গল হ'বে।

সরলা।—হঁ্যা, তা'ই চল,—চল।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(মন্দির সন্নিকটস্থ উপবন।)

(একদিক হইতে চন্দ্রনাথ ও অপরদিক হইতে চাঁপার প্রবেশ।)

চন্দ্রনাথ।—বাহোবা—বাহোবা!—যা খুঁজি তা'ই পাই!—কেমন ধরে ফেলেছি? আমার দেখছি জোর বরাত! আজ আর তোমার পরিচয় না দিলে ছাড়ছি না।

চাঁপা।—ওমা! ও আবার কি কথা গো? ছাড়বে না,—ও কি কথা? ছাড়বে বই কি! আমায় কি তুমি ধরে রাখতে পার? সাধ্য কি?

চন্দ্রনাথ।—ধরে রাখতে পারি কি না দেখা যাচ্ছে।—ও সব ন্যাক-রার কথা আমি শুনতে চাই না!—বল তুমি কে—কার কন্যা?

চাঁপা।—আমি?—আমি এই গে—আমি মানুষ।

চন্দ্রনাথ।—তা আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তুমি যে গরু কি গাধা নও তা বুঝতে পারছি,—সেটা বলে আর তোমাকে কষ্ট পেতে হ'বেনা,—তুমি কে তা'ই আমি জানতে চাইছি।

চাঁপা।—ওঃ—তাই বল!—আমি কে তাই জানতে চাও? আমি স্ত্রীলোক,—অবলা সরলা—

চন্দ্রনাথ।—হাঃ তোর অবলা সরলার নিকুচি করেছে!—জান আমি কে? আমি যুবরাজ ইন্দ্রনাথের সখা চন্দ্রনাথ,—আমার সঙ্গে অমন ন্যাকরা কোরোনা বলছি কিন্তু হ্যাঁ!—

চাঁপা।—হাঃ তোর যুবরাজের সখার নিকুচি করেছে! তোমাকে কে মানে? আমি কে জান?—আমি কেরলীর অধীশ্বরী শ্রীশ্রীমতী চপলা দেবীর প্রাণসখী শ্রীমতী চাঁপাদেবী; ভাল চাও ত আমার সঙ্গে অমন ন্যাকাপনা আর কোরোনা বলছি কিন্তু—হ্যাঁ!

চন্দ্রনাথ।—আরে গেল যা! বলছি আমার সঙ্গে অমন চালাকি কোরোনা!

চাঁপা।—আরে মোলো যা! বলছি—ভাল চাও ত অমন করে আমার পানে চেয়োনা।

চন্দ্রনাথ।—কি বিপদ! এটা নিশ্চয় চোর!

চাঁপা।—কি আপদ! এ একটা গাঁটকাটা দেখছি যে!

চন্দ্রনাথ।—কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাকে গাঁটকাটা বলা? রোসো ত তোমায় আমি দেখছি!

চাঁপা।—কি তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাকে চোর বলা? দাঁড়াও,—তোমাকে দেখাচ্ছি।

চন্দ্রনাথ।—উঃ ভারি ক্ষমতা!—তুমি আমায় কি দেখাবে বলত?

চাঁপা।—আহা হা—তা তুমিই বা আমায় কি দেখবে গো?

চন্দ্রনাথ।—আমি?—আমি এখনই যুবরাজের কাছে তোমাকে চোর বলে ধরিয়ে দেব,—তখন মজাটা টের পা'বে।

চাঁপা।—আর আমি এই দেখনা তোমাকে রাণীর কাছে গাঁটকাটা বলে ধরে নে গে—মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশছাড়া করাচ্ছি।

তা'ই আকিঞ্চন আজ মায়ের সম্মুখে—
যুবরাজ ইন্দ্রনাথে অর্পিতে বালায়,
করুণায় ব্রাহ্মণের রাখ এ বচন।

অমরনাথ।—অদেয় তোমারে প্রভু, কি আছে আমার?
তোমারই করুণাবলে এতদিন পরে—
পেয়েছি ফিরিয়া মম বংশের দুলালে।
তোমারই রক্ষিত পুত্র ছিল এতদিন,
কৃপা করি যে আজ্ঞা করিবে তা'রে
যতনে সে করিবে পালন;
ইথে আর মম মত কিবা প্রয়োজন?

ভৈরবাচার্য্য।—আজি এ সুখের দিনে এস মা আমার,
রাজপুত্র করে তব অর্পি রক্ষাভার।
আমি যোগী—সংসার বিরাগী,—
মায়াপাশে চিরদিন বদ্ধ নাহি র'ব।
এস বৎস, এ সুখের দিনে—
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ সহ
লহ এই অমূল্য রতন,
রূপে অতুলনা,—গুণে মহা গুণবতী,—
রাজগৃহ হ'বে আলোকিত।
রেখ রে বচন, বালিকায় করিও যতন,
আদরে রেখরে নিজপাশে;
আহা! কন্যা বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীনা!
যৌতুক তোমার কেরলীর রাজসিংহাসন,
আজি হ'তে সে আসনে তব অধিকার।

এস মন্ত্রীবর,

মস্তকে পরায়ে দাও মুকুট রাজার।

(কেরলীর রাজমন্ত্রীর অগ্রসর হইয়া ইন্দ্রনাথকে মুকুট পরাইয়া দেওন।)

কেরলীর মন্ত্রী।—হে কুমার!

আজি হ'তে কেরলীতে তব অধিকার।

সকলে।—জয় জয় জগত জননী!

মদন।—হাঁ! রে মদনা, ওরা ত রাজা করে দিলে,—মাথায় মুকুট পরালে,—এখন তুই কি করবি বল দেখি? কি আর করবি?—হাস,—খুব প্রাণ খুলে হাস—আর মজা দেখে যা।

অমরনাথ।—যোগীবর, এ বৃদ্ধ বয়সে

আমা হ'তে রাজ্যের শাসন আর না সম্ভবে।

তা'ই আজ মায়ের সম্মুখে

অর্পিতেছি রাজ্যভার ইন্দ্রনাথ করে।

চন্দ্রনাথ করি বহু রণ—

উদ্ধার করেছে সিংহাসন,

পরাজিয়া অরাতি সকলে;

সেই হেতু আজ

অর্পিলাম মন্ত্রীত্ব তাহার করে।

দুই বন্ধু মিলি—

সুশাসনে কর রাজ্য,—পাল প্রজাগণে;

আমি যতদিন রব—রহি রাজপুরে

রাজকার্য্য শিক্ষা দিব বন্ধু দুইজনে।

চপলা।— কেরলীর উদ্ধার কারণ—
চন্দ্রনাথ করিয়াছে বহু রণ ;—
সে কারণ আজি আমি মায়ের সম্মুখে
অর্পিব তাহারে এক অমূল্য রতন।
সখী মম রূপে অতুলনা—
অর্পি আজি তা'র করে ;
করি অনুরোধ
সুখে তা'রে রাখে যেন চিরদিন।

সকলে।—জয় জয় জগত জননী !

মদন।—যাক,—এইবার একে একে সব কাযই ত হয়ে গেল। তা মদনা, তুই আর এখানে কি করবি ? ভবঘুরে,—চলনা কেন দুনিয়াখানা ঘুরে আসি ? আর মিথ্যা কেন এখানে এদের জালে জড়িয়ে পড়ে থাকিস ? তা গেলেও হয়—থাকলেও হয়—তোর ত দুই সমান ! কিন্তু এর পরে বাঁধন ছাড়িয়ে যেতে পারবি ত ? দেখিস যেন শেষ জালে জড়িয়ে জীবনের বাকি কটা দিন মাকড়সার জালে মাছির মতন লটপট ঝটপট করতে করতে না কেটে যায়।

অমরনাথ।—(সরলার প্রতি)
দ্বেষবশে যেই পাপ করিলি পাপিনী !
দেখরে সে চক্র তোর গিয়েছে ভাঙ্গিয়া,—
পাপখেলা তোর দেখ অবসান আজি !
জীবনেতে পাপকার্য্য করেছিস যত,
শোন রে এখন তা'র দণ্ডের বিধান !
অর্পিলে ঘাতক করে বধিবারে তোরে,

সমুচিত দণ্ড তাহে নাহি হ'বে তোর ;
ফুরাইবে জীবলীলা চক্ষু পালটিতে,—
দণ্ড তোর নাহি হ'বে কিছু।
আজি হ'তে নির্জ্জন কারায়,
পাপপথে সাথি নিজ উপপতি সহ,
বন্দিনী হইয়া কর প্রেম আলাপন ;
এজগতে নরে আর
পাপ মুখ দুজনার পাবেনা দেখিতে,
জীয়ন্তে মরণ হ'বে,—মরণের পরে
অসংশয় দুজনার নরক দুস্তার।

সরলা।— নরক ? নরক ? হাঃ হাঃ !
সরলা না ডরে তা'য় !
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! নরকের ছবি
নিত্য হেরি স্বপনের ঘোরে !
আমি রাণী,—তব প্রেমার্থিনী,
কিবা ডর তব রাজা ?
বধিয়াছি আমাদের যে ছিল অরাতি,
এস এবে,—নির্ব্বিবাদে মিলি দুইজনে—
ভোগ করি স্বর্গসুখ ধরায় থাকিয়া।

মদন। উঃ ! দেখছ বাপ, দুনিয়াদারীর কারখানাটা একবার দেখছ ? মোটেই হুঁস্ নেই,—একেবারে উন্মাদ ! কত রকমই দেখালি মা ! যদি আর দিনকতক বেঁচে থাকে ত মদনা হয়ত আরও কত রকম দেখবে।

নকুলেশ্বর। রে পাপিনী ! আপনি মজিলি

আমারেও মজাইলি পাপ ছলে !
তোরই পাপচক্রে পড়ি,
মজি তোরই রূপমোহে
নিপতিত আজি আমি এই দুর্দ্দশায় ।
আর তুমি না সম্ভাষ মোরে !
মহারাজ ! পাপিষ্ঠার চক্রে পড়ি,
হিতাহিত জ্ঞানহারা হয়ে,
দিয়েছি অশেষ কষ্ট তোমা সবাকারে,
ক্ষমা কভু না সম্ভবে মোরে,
কিন্তু জেনো—আমি নহি দোষী ।

সরলা ।— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! কোথা যাবে ?
বল কোথা পা'বে স্থান ?
ভেবেছ কি চলে যা'বে আমারে ছাড়িয়া ?
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! মিছে ভাব তাহা,—
এক সূত্রে বাঁধা দোঁহে চিরদিন !
আমারে বলিয়া দোষী সরে যা'বে তুমি,
তা কি কভু হয় নাথ ?
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! এক সূত্রে বাঁধা,
সে বাঁধন সাধ্য কি ছিঁড়িতে ?
এস নাথ,—দূরে কেন ? এস মম কাছে,
দেহ মোরে আলিঙ্গন,
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
(সবেগে নকুলেশ্বরের বক্ষে পতন ও ছুরিকাঘাত ।)

নকুলেশ্বর । উঃ রে পাপিনী ! বধিলি আমারে ?

মদন।—ওরে বাপরে! একেবারে নির্ঘাত ছুবলেছে! একে জাত কেউটে! বাপ! তেজ দেখেছ? ছোবলাতেই কাবার!

ভৈরবাচার্য্য। দেখ দেখ উন্মাদিনী বধিল উহারে!

মদন।— আর দেখবে কি বাপ, দেখ্‌বে কি? একে জাত কেউটে তা'য় তেড়ে গিয়ে বুকে ছুবলেছে,—ওকি আর রক্ষা আছে? দেখে আর কি কর্‌বে বল?

সরলা।— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! দেখিবে কি?
একসূত্রে বাঁধা দুইজনে,
আমি ও চলিনু প্রভু সনে।
(নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাত, পতন ও মৃত্যু।)

নকুলেশ্বর। মহারাজ!
বহু অপরাধী পায়!
ক্ষমা কর নি-জ-গু-ণে যা-ই আ-মি (মৃত্যু।)

মদন।—তা এ কথাটা মরবার সময় না বলে আর দিনকতক আগে বললেই ত হ'ত বাপ! তা হ'লে ত এতটা কাণ্ড হ'ত না। তা তুমি কি কর্‌বে? বলতে কি আর দিয়েছিল যে বলবে? যাক গে যাক! মদনা তোর কি তুই চুপটী করে এক পাশ থেকে সব দেখে যা আর শুনে যা;—কা'রও কোনও কথায় থাকিসনে,— আর কারুকে ধরা দিসনে। আমার রাজা নিজের রাজ্য ফিরে পেয়েছে ত? ব্যস তা'হলেই হ'ল!

ভৈরবাচার্য্য।—দেখ, আপনি পাপের ফল পাইল দুজনে!
সযতনে মৃতদেহ লয়ে যাও সবে,
সৎকারের কর আয়োজন।
(সরলা ও নকুলেশ্বরের মৃতদেহ লইয়া কয়েকজন বঙ্গসৈন্যের প্রস্থান।)

আজি এ সুখের দিনে মহানন্দে সবে,
একতানে জননীর কর জয়গান;
কার্য্যসাঙ্গ সবাকার এতদিন পরে।

গীত।

সকলে।

মা জগত জননী! বিশ্ব-প্রসবিনী!
ত্রিজগততারিণী মা,—সদাশিব বিমোহিনী॥
কারণ বাসিনী শ্যামা, কৃপাময়ী মনোরমা,
অমর বন্দিনী উমা,—হিমাচল নন্দিনী॥
দুর্জ্জন জন নাশিনী, সুজন ভয় বারিণী,
সত্ব রজ তম—ত্রিগুণ ধারিণী,—
জয় দে বর দে শ্যামা জগত জননী॥

যবনিকা পতন।



বিজ্ঞাপন।

অভিনয়ের সময় সঙ্ক্ষেপ করিবার জন্য অভিনয় কালীন এই নাটকের স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত হইবে। মুদ্রাঙ্কনের পূর্ব্বে সে সকল স্থান নির্ব্বাচিত না হওয়ায় নাটকে রহিয়া গেল।

স্বেচ্ছায় এই নাটকখানি তাঁহার নাট্যশালায় অভিনয়ার্থ নির্ব্বাচিত করায় আমি আমার বন্ধু ও গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সত্বাধিকারী ও ম্যানেজার শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।

২। আক্কেল-সেলামী।

(সমাজিক প্রহসন,—রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত।)

"এ প্রহসন খানি বহুপূর্ব্বে রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, সুতরাং বহুলোকেই ইহার পরিচয় পাইয়াছেন। এ প্রহসনের সমালোচনা এখন একরূপ নিষ্প্রয়োজন। ললিত মোহন বাবুর হস্তপ্রসূত একখানি নূতন প্রহসন দেখিতে ইচ্ছা হয়। তখনকার অপেক্ষা এখন হস্ত অবশ্য পক্কতর হইয়াছে।" এই পুস্তক সম্বন্ধে "বঙ্গবাসী" এই কথা বলিয়াছিলেন।

মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

৩। শ্মশান।

(ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য,—ইউনীক থিয়েটারে অভিনীত।)

আকবরের চিতোর জয় ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনায় এই নাটক লিখিত। যমুনাবাই রাণা উদয়সিংহের রক্ষিতা, কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়কন্যা। গ্রন্থকার সুস্পষ্ট সুন্দর চিত্রে দেখাইয়াছেন, যমুনা-বাই বীরত্বে বীর বিজয়িনী। * * * বঙ্গবাসী।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

৪। অনিলা।

(নাট্যরঙ্গ।)

গ্রন্থকার স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভাবলে এক নূতন ধরণের অভিনয়োপযোগী নাট্যরঙ্গ প্রণয়ন করিয়াছেন। কয়েকটী অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় এই সুললিত গীতাবলি পূর্ণ সুন্দর নাট্যরঙ্গখানি অভিনয় করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সম্বন্ধে বঙ্গবাসী বলেন ;—"অপ্সররাজ ও অপ্সররাণীর গল্প কথায় গ্রন্থকার রঙ্গনাট্য লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থকারের নাটক লিখিবার শক্তি আছে ইহা বুঝিতে পারা যায়। * * * গ্রন্থের গানগুলি বেশ মিষ্ট। গান রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৫। চপলা।

(পঞ্চাঙ্ক নাটক ;—শীঘ্রই গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এই নাটকখানি মহাসমারোহে অভিনীত হইবে।)

যদি ষড়রসের একত্র সমাবেশ দেখিবার ইচ্ছা থাকে—ললিত বাবুর এই নাটকখানি পাঠ করুন। ললিত বাবু বঙ্গীয় পাঠক সমাজে নিতান্ত অপরিচিত নহেন সুতরাং আর অধিক বলা অনাবশ্যক আর এ নাটকের অভিনয়ও শীঘ্রই সকলে দেখিতে পাইবেন তবে আর বৃথা বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন কি ?

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।